













# জীবন-রহস্য ।

মানব-জীবনের কন্সম্মতি, জ্ঞানোন্মতি,

এবং, অর্থোন্মতি রহস্য ।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী

প্রণীত ।

প্রথম সংস্করণ ।

মূল্য বার আনা মাত্র ।



## গ্রন্থকারের নিবেদন ।

এছে ভূমিকা লিখিবার উদ্দেশ্য, গ্রন্থ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মনেঃ  
কথা, — কারণ ও উদ্দেশ্য, — পাঠকের গ্রন্থপাঠ আরম্ভ হইবার পূর্বেই  
তৎসমীপে ব্যক্ত করা । আমিও এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া-  
ছিলাম । সত্য কথা অনেক সময় সকল প্রকার পাঠকের প্রিয়  
হয় না । আমরা, তাহা, জনৈক বঙ্গীয় উপদেশে, দ্বিতীয় সংস্করণের  
জন্ত — (যদি সম্ভব হয় ! ) রাখিয়া দিলাম । তথাপি তিনটি কথা  
এখানে বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে ।

প্রথম কথা । গতবৎসর আমাদের প্রকাশিত মহিমার্ণব বড়লাট  
বাহাদুর, কন্ভোকেসনের দিনে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চান্সে-  
লারের আসনে উপস্থান করিয়া, এ দেশের যুবকসম্প্রদায়কে সম্বো-  
ধন করতঃ—তাহাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে—যে বহুমূল্য উপদেশ দান  
করিয়াছিলেন, তাহার ছায়া মাত্র অশ্রয় কবিতা বঙ্গের যুবকবৃন্দের  
উন্নতি সাধনের কামনা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম ।  
ইহা পাঠে একজন মাত্র বাঙ্গালী যুবকও আপনার উন্নতি সাধনে  
সচেত হইলে শ্রম সফল বোধ করিব ।

দ্বিতীয় কথা । এই পুস্তকের মুদ্রাক্ষন কালে, আমি, স্বীয়  
কর্ম-ক্ষেত্রে বিব্রত থাকায় সেই মুদ্রা-যন্ত্রের নিকটবর্তী কোনও  
বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রের প্রতি সংশোধনের ভাবার্পণ করিতে  
বাধ্য হইয়াছিলাম । বালকটির যথা সাধ্য যত্ন সত্ত্বেও অনেকগুলি  
বর্ণাশুদ্ধি এবং কয়েকটি গুরুতর ভ্রম রহিয়া গিয়াছে । পাঠক  
মহোদয়গণ সে সকল সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে উপকৃত  
হইব ।

তৃতীয় কথা । আমার কর্ম-ক্ষেত্রে নানাবিধ বাধা-বিঘ্ন-  
বিপদরাশির মধ্যে বসিয়া চিত্ত শ্রান্তি দূর করিবার জন্ত, সময়ে সময়ে,  
স্বীয় কর্ম-ক্ষেত্রোৎপন্ন স্বভাবজাত বন্যকুম্ম চর্চন করিয়া বঙ্গবাণীর  
চরণে নিবেদন করিতাম । তাহাদিগের মধ্যে কয়েকটি মাত্র একত্র  
গ্রথিত করিয়া বঙ্গের উন্নতি — প্রাঙ্গণী যুবকসম্প্রদায়ের কণ্ঠে অর্পণ  
করিতেছি ।

গ্রন্থকার

## উৎসর্গ-পত্র ।

বহু-প্রদেশের মহামাতা রাজশ্রু-সভার সদস্য,  
রাজপুরুষোচিত গুণগরিমায় বিমণ্ডিত হৃদয়,  
মহিমার্ণব শ্রীযুক্ত, এক, জে, মৌনাকন, আই, সি এস,  
মুর্শেদনগর মহিমার্ণবেবু ।

প্রভো !

আপনি, ভারত-রাজচক্রবর্তীর সন্তান-সদৃশ বহু কোটি প্রজার  
মঙ্গল-বিধান-করে,—ভগবানের মঙ্গলময় অনুশাসনে,—আপনার  
কর্তমান আসনে প্রতিষ্ঠিত হইরাছেন । আমি,—কিছু দিন পূর্বে—  
সংসারিক-বিষেব-লালসা-কলুষিত স্বার্থজাল-সম্মুখপথে বিপন্ন হইয়া,  
ভবদীয় রাজোচিত মহীয়সী শক্তির আশ্রয়চ্ছারার আশ্রয় গ্রহণাশয়ে—  
আপনার আলয়ে—কয়েক দিবস উপনীত হইয়া, মহাশয়ের সহিত  
অনার্য্যাসে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম । আপনিও অবিলম্বে  
—উদার হৃদয়ে,—এই নগণ্য প্রজার রক্ষার মানসে, বিদ্বত্তাখিলা-  
রাতিমণ্ডল রাজরাজেশ্বরের রাজানুগ্রহকর প্রসারণে সমুদ্যত হইয়া-  
ছিলেন । অপ্রেক্ষিত কারণে, ভবদীয় করুণা-লতিকা,—সম্ভবতঃ  
আপনার এই নিরাশ্রয় সন্তানের কর্ণ-চক্রে আবর্তনে,—কুসুম  
বিকীরণে সমর্থ হয় নাই । না হউক । কিন্তু, মদীয় জীবনের সেই  
শুভ মুহূর্ত্ত নিচয়ে, আপনার প্রতিভাযুক্ত প্রেমানুরঞ্জিত বদনমণ্ডলের  
দৈবপ্রভা-সম্পাতে, আমি,—ভাবাবেশবিমোহিত প্রাণে—উপলব্ধির

নরনে ভবদ্বীর কর্তব্যনিষ্ঠরাজপুরুষোচিত গুণগরিমায় বিষণ্ণিত  
 জনয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলাম । ইহা বিশেষ-  
 রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে,--বুটিশ সাম্রাজ্যাস্তর্গত এই বঙ্গরাজ্যের  
 সর্ববিভাগে মহোদয়ের সদৃশ অপত্য-নির্কীর্ষে-প্রজা-পালনতৎপর  
 রাজপুরুষবর্গের সমাবেশ হইলে, এই স্থানেই স্বর্গের স্মৃতিধারা প্রা-  
 হিত হইতে পারে । আমাদিগের শাস্ত্রকার্যগণের আদেশে প্রত্যেক  
 প্রজাকে, রাজপুরুষদর্শনকালে, যথোপযুক্ত উপঢৌকন তৎসমীপে  
 স্থাপন করিতে হয় । আপনি সর্কেষথ্যা-সম্পন্ন রাজরাজেশ্বরের  
 প্রতিনিধি স্থানীয়, সর্বতোভাবে ঐশ্বর্য্যপরিবীত । আমি আপনার  
 এক জন দীন প্রজা ;—স্বভাব-প্রস্ফুট বন্যকুমুমমাত্র আমার সম্বল ।  
 লোক-ললামভূতা বঙ্গভাষার অনন্তসাধারণসম্পদেও ভবদ্বীর জ্ঞান-  
 ভাণ্ডার পূর্ণ ; এবং বঙ্গযুবকবৃন্দের আপনি একান্ত মঙ্গলাকাজী ।  
 ইহা অবগত হইয়া, এই নির্গন্ধ বস্ত্র কুমুম চরন করতঃ মাধ্য রচনা  
 করিয়া আপনার চরণে উৎসর্গ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ।  
 অমুন্নতি দান করিলে কৃতার্থ হইব ।

১৭ই নভেম্বর,  
 ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ ।  
 কলিকাতা ।

ভবদ্বীর একান্ত অমুগ্ধহীত  
 সেবক  
 শ্রীশ্রীশচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী ।

# সূচিপত্র ।

## প্রথম অধ্যায় ।

---

কাল ।

বিষয় ।

পত্রাঙ্ক ।

কালের প্রভাব ;—মানবের দুরাশার রঙ্গ-ক্ষেত্র ;—অতীতের  
মহিমময়ী স্মৃতি ;—অমৃতময়ী মুক্তি-গাথা ;—ঈজিপ্ট ও বাবিলন ;—  
উপেক্ষিতা স্মৃতি ;—গ্রীক ও রোম ;—পরাক্রমশালী মহম্মদ-সেবক-  
বুল ;—কে ঐ মহাপুরুষ ?—

১—৬

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

---

কালের সহিত মানব জীবনের সম্বন্ধ ।

সময়ের মূল্য ;—সময়ের অবৈধ বিক্ষেপণ ;—মঙ্গলময় দানের  
অপব্যবহার ;—প্রকৃত দোষীকে ?—মানব-জীবনের মানদণ্ড ;—  
মুহূর্ত্ত-সকলের অপব্যবহার ;—কল্পনা-কল্পিত শ্রান্তি ;—সাধের  
পন্নদিন ;—বিশ্ব-শ্রেষ্টার পূজোপকরণ ;—কাম-ক্ষেত্রের সুন্দর  
মার্গ ;—গুণ্য-ভূমি ভারত ;—বিতারই জীবন, সকোচই মৃত্যু ;—  
রাখা-বিপত্তি ;—

৭—১৬

## তৃতীয় অধ্যায় ।

### কালের সিদ্ধ্যবহার ।

ভাগ্য-লক্ষ্মীর কুপা ;—জীবনের ক্ষেমাবসর ;—উন্নতির সরণি ;  
—সুবর্ণের ঘণ্টা ;—

১৭—২০

## চতুর্থ অধ্যায় ।

### জাতীয় উন্নতি ।

সহায় ও অর্থবলের হীনতা উন্নতির অন্তরায় নহে ;—নিরাশা-  
বাদী ও আশা-বাদী ;—পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক-প্রবাহ ; উন্নতির  
যুগ ;—ভবিষ্যতে মর্শ্ব-বেদনা ;—পরাবজ্ঞাত বাঙ্গালী জাতি ;—  
স্বাস্থ্যপ্রদ হোমধুম ;—প্রাচীন ভারত সকল সভ্যজাতির জ্ঞানগুরু ;—  
জাপানের শক্তিভাণ্ডার ;—আমাদের জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে  
কর্তব্য ;—ভারতের সাধনার এক্ষণে পূর্ণতা—সাধনের  
প্রয়োজন ;—

২১—২৮

## পঞ্চম অধ্যায় ।

### বাঙ্গালীর সাধনা ।

কর্ম-সাধিনী শক্তিকে যত দূর ইচ্ছা পরিবর্দ্ধিতা করিতে পারা  
যায় ;—সর্বতোমুখী ধীষণা ;—বঙ্গ-লক্ষ্মীর কৃতিসন্তান ;—বঙ্গবাসীর



কৃতজ্ঞতা; - জার্মান-সাত্রাঘোর উল্লাধিকারী ; - শ্মশ্রুতোষের  
বিশ্ব-বিজয়িনী প্রতিভা ; - পণ্ডিতবর রাসবিহারী ঘোষ ; - বাঙ্গালী  
কর্মবীর ; - যশোগৌরব লুভের উপযোগীপণ ; - উন্নতির উচ্চতম  
সোপানে পদাৰ্পণ ; - বাঙ্গালীর বিশালকায় অর্ণবধান ও রাজ্য-  
বিস্তার ; - বাঙ্গালীর জীবন কী নিরর্থক ? - বাঙ্গালীর জীবন-ক্ষেত্র  
উষর-ভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছিল ; - আশার স্তবর্ণ-রেখা ; -  
বঙ্গীয় কষ্টবীরগণ ; - উন্নতি-সৌধ নিৰ্ম্মাণ ; - সময় আসিয়াছে ! -  
ঐ শুন ঘন ঘন কাল-ভেরী বাজিতেছে। আমরাগিকেও সাড়া  
দিতে হইবে, -

• ২২ - ৪২

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

### জাতীয় লক্ষ্য ।

এ বিশ্বে লক্ষ্য প্রধানতঃ দুইটি ; - আবার রোম উঠিতেছে ; -  
মুসলমান জাতি অত বড় হইয়াছিল কি করিয়া ? - বেশী দিনের  
কথা নয়, ব্রিটিশ জাতি ধনুর্ধার করে বনে বিচরণ করিয়া ক্ষুদ্রতম  
জাতি ডেনের তাড়নায় অধীর হইয়া পড়িত ; - একি এ গ্রাহেলিকা ।  
- উত্তর ; - নৈতিক পরাক্রম ; - ভারতবাসী উন্নতির উচ্চতম  
শিখরে আরোহণ করিয়াছিল ; - তাগধর্ম পুণ্যকর্মের প্রয়োজন ;  
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্য প্রচার ; - বিশ্ব-মঙ্গল-প্রদায়ী তাপসবৃন্দ ;  
অদৃষ্টবাদ - আলস্যবাদ ; - হোমায়ির বিশ্ব-বিজয়িনী শিখা ; -  
ভারত-লক্ষ্মীকে শত লক্ষ মুক্তা কর প্রদান , - ভারতে রণ-নীতির  
স্থানে মারণ ; - এক্ষণে উপায় কি ? - দুর্গতিও অপস্থত হইতেছে ;  
- ভারতের জাতীয় সৌধের পুনঃ সংস্করণ ; -

৪৩ - ৫৬

## সপ্তম অধ্যায় ।

### শৈশব-যৌবন-বার্দ্ধক্য ।

নীতি-শাস্ত্র-বিশারদ চাণক্য ;— দিনকর ; রাও ;— সুন্দরিতর  
জননীৰ সুন্দরিতমা হুহিতা ;—ঈশ্বর চন্দ্র বিজ্ঞানাগর ;— অক্ষরকুমার  
দত্ত ;—শৈশব-স্বদরে ;—হিতকরী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ;—কোণি-  
তব ;—শিল্পকলা ;—বাপের কার্যকরী শক্তি ;—উদ্ভিদ-বিজ্ঞান  
আবিষ্কারক—টোর্গকোর্ট ;—তড়িৎ-বিদ্যা-বিশারদ এডিসন্ ;—  
প্রথমা স্মৃতি ;—রামতনু লাহিড়ী ;—বালক-হৃদয়কে ভাবী জীবনে  
দেব বা দানব হৃদয়ে পরিণত করা গুরুজনের বাসনার উপর নির্ভর  
করে ;—মহুযের স্থান দেব-জগৎ ও পশু-জগতের মধ্যে ;—শিশুকে  
ভিন্নকার ;—শিক্ষকের সহিত গুরুজনের ব্যবহার ;—শিশু-পাছ ;  
—আনন্দ-ঘন-জ্ঞানার্ণবে শিশু-পাছ দিশা-হারা ;—নূতন বিষয়ে  
শিক্ষার আরম্ভে ;—জ্ঞান-রাজ্যে অগ্রসর হইবার কালে ভীতিগ্রস্ত  
হাস্য দর্শনে ;—শিক্ষাদাতার কৌশল ;—বালকের তবিত্যৎ উন্নতির  
সম্বন্ধে আশা-শূন্য হইবার কোন কারণ নাই ;—শিক্ষার্থী প্রথমে  
পশ্চাৎপদ হইবে, তারপর, শিক্ষা-প্রণালীর শুণে হাল্যমুখে  
উন্নতির পথে ছুটিবে ;— গুরুজনের বিশেষ যত্ন ;— ৫৭—৭৬ ।

## অষ্টম অধ্যায় ।

### প্রতিভা ।

বুদ্ধিহীন বালকের সংখ্যাই জগতে বিরল ;—‘প্রতিভা’ জিনিসটা  
কি ?—প্রতিভা একটা আশ্চর্যজনক কিছু নহে ;—পদভ-শ্রেণিভুক্ত

কাশী-প্রসাদ ;—উন্নতির প্রবাহ ;—এলভা এডিসন্ ;—মার্কণি ;—  
ক্লাইভের স্মৃতিকাগার ;— ৭৭—৮৬

## নবম অধ্যায় ।

ইচ্ছা থাকিলেই উন্নতিলাভেব পথ পাওয়া যায় ।

সারদা চরণ মিত্র, সারদা প্রসাদ সর্বাধিকারী প্রভৃতি ;—  
ভারতে বহুদূর বিস্তৃত কাগজ-ক্ষেত্রসমূহ পতিত রহিয়াছে ;—  
সুযোগ-সুন্দরী ছুটিয়া আসিয়া পদতলে বিলুপ্তি হইবে !—সুযোগকে  
শ্রুত করিবার শক্তি ;—সোটের বিশালা বাহিনী, —মহাজনো যেন  
গতঃ স পস্থাঃ ;—দরিদ্র আপণিক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ;—ইচ্ছা  
থাকিলেই পথ আছে ;—সমুচিত দণ্ড !—সুযোগের মুখবারে ,—  
সাধনারি পাছে নির্দোষিত হয় !—পূর্ণাছতি ;— ৮৭—১০৬

## দশম অধ্যায় ।

### লক্ষ্য এবং অধ্যবসায় ।

লক্ষ্যের ক্রমিক পরিবর্তনে ;—স্বাবলম্বন-নীতি ও আত্মশক্তি ;  
—ধনকুবের রথ চাইলেব ধনবৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দান ;—  
লাল বাতি !—অশোকের বিজয়-পতাকা ;—ঐর্ষ্যের আবশ্যকতা ;—  
লক্ষ্মী-দেবীর লীলা-নিকেতন ;—কলিকাতার খালাসী ক্রোরপতি !—  
ব্যবসায়ের কৌশল ;—দরিদ্রতা অন্তরায় রূপে ভিত্তিতে পারে না ;—  
বাধা-বিয় শীঘ্রই অন্তর্হিত হয় ;—সকলেই সিদ্ধি লাভের অধিকারী ;  
—লক্ষ্যের সাধনার নিমগ্ন ;—রণ-ভেরী ;—সচিব-শ্রেষ্ঠ মাড্‌স্টোন্ ;  
—সাধনার প্রকৃত রহস্য :— ১০৭—১ ৫৭

## একাদশ অধ্যায় ।

### সাধনার পথে ।

বদ্রিনারায়ণের পথে ;—সাধনার ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন ;—  
চারধারী পথিক সলু এলে ক্রমে ধনাঢ্য সমাজে আসন লাভ  
করিলেন ;—জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি স্বীয় উন্নতি লাভের সম্বন্ধে নিজ  
মুখে যে উপদেশ দিয়াছেন ;—বেতন আমার উদ্দেশ্য নহে ;—  
শ্রমজীবীও বিত্তশালী হইয়াছেন ;—হৃৎথেব সংসারে দুর্যোগ ;—  
আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা ;—ক্রমোন্নতি লাভের গুপ্ত-রহস্য ;—বিশেষ  
তথ্য সংগ্রহ ;—বুদ্ধিমান ইংরাজের সহিত ব্যবহারে বাঙ্গালীর  
প্রত্যুৎপন্নমতি ;—ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন ;—দরিদ্র বাঙ্গালী  
ক্রমে ক্রোরপতি হইলেন ;—কৃত-সঙ্কল্পের অর্থ প্রচুর অর্থলাভ ;—  
চল্লিশ হাজার টাকা আপনার প্রাপ্য অপেক্ষা বেশীই দিয়াছি ;—  
বাঙ্গালী রথ চাইল ;—ধনার্জন-পন্থা সূক্ষ্ম করা যায় ;— ১৩৮-১৭৩

## দ্বাদশ অধ্যায় ।

### ধীশক্তি ও সহশক্তি ।

ধী-শক্তি সাধন-ক্ষেত্রে কিরূপে অর্জিত হয় ;—সহ্যগুণহীন  
সাধনার ফল ;—কবিবর রবীন্দ্রনাথের সাধনা ;—স্বায়ুকেন্দ্র প্রভৃতি  
প্রতিভা নহে ;—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ;—ভারত চন্দ্র ;—মধুসূদন দত্ত ;  
—কাশীরাম দাস ;—বাঙ্গালী চিরদিন প্রতিভা-সম্পন্ন ভূত্যের  
কর্তব্য ;—ভূত্যের অনধিকার চর্চা ;—পরিশ্রম-লব্ধ অর্থের

সত্যবাহন ;— উন্নতি-শিখরে অরোহণ ;— সচরিত্র ও কলঙ্কিত হন ;  
 — লক্ষপতির ছরবস্ত্রের কারণ ;— আত্মোন্নতি প্রয়াসী সাধক ;—  
 মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ;— প্রকৃত বদ্ধভেদ কল ;— মানব প্রতিভার  
 অবদান ;— কর যত্ন হবে তম্ভ জীবন অনিত্য নয় ;— শক্তি প্রবাহী-  
 গীর উৎপত্তি স্থান ;— আমরা রণ ক্ষেত্রে যাত্রী হইতে চাই ;—  
 জীবন নংগ্রামে জয়যুক্ত হইব ;— কে বলে পরিশ্রমের প্রতিদান  
 নাই ;—

১৭৪—১৯২



# জীবন-রহস্য ।

## প্রথম অধ্যায় ।

কাল ।

কে ঐ মহাপুরুষ ?—কাল-পুরুষ নামে, অন্তকের  
রূপে, অনন্ত-দূর-ব্যাপিয়া, স্মরণাতীত যুগ হইতে, বিশ্ব-নাথের  
বিশ্ব-রাজ্যে দণ্ডায়মান ;—বর্ণনার অতীত, ধারণাতীত, কে ঐ  
মহাপুরুষ ? যাহার প্রারম্ভ নাই, অন্ত নাই, অথচ বর্তমান ;—  
বর্তমানের শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত ! যাহার প্রভাবরাশি স্রোতো-  
বেগে অনন্তের বহু নিরন্তর প্রবাহিত ! জগৎবাসী প্রাণিবৃন্দকে  
হাসাইয়া—কঁদাইয়া, নাচাইয়া—ছুটাইয়া, যাহার শক্তির স্রোত  
হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, শক্তি-দাতার প্রভাব-সঙ্গীত  
গাহিতে গাহিতে চির-চলায়মান ! অগণিত প্রাণি-শ্রেণী কোন্  
অজানিত প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া, তাঁহারই প্রভাবে ঘুরিয়া  
ফিরিয়া, আমাদের দর্শন পথে, কাল-স্রোতে, থেলিতেছে ; আবার  
হাসিয়া কঁদিয়া, নাচিয়া গাহিয়া, তাঁহারই প্রভাব-স্রোতে  
ঢলিয়া পড়িয়া, কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে নীত হইয়া, বিলুপ্ত বা

সঞ্জীবিত হইতেছে! সেই মহাপুরুষের মহীমূৰ্ত্তী শক্তি আমাদের  
 শ্রবণশক্তির অতীত, দর্শনেন্দ্রিয়ের অবিষয়, অথচ সেই  
 প্রতাপশালী প্রভাব-স্রোতের অনিবার্য্য গতি আমরা মনে  
 প্রাণে অনুভব করিতেছি! কি রহস্যময়ী প্রহেলিকা!

উভাল তরঙ্গ-সঙ্কুল বিস্তীর্ণ জলধি-সদৃশ কাল-গর্ভে কাল-  
 বাত্যা-বিস্কুল কালের কতই তরঙ্গাবর্ত গর্জিতেছে,  
 ফেনিল হইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, অনন্ত বারিধি-বক্ষে দিগন্ত-  
 ব্যাপিয়া ছুটিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, ক্রমে কালেরই অঙ্গে  
 মিলিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই, অবধি নাই! ঐ দেখ, কাল-  
 পারাবারে, অনন্তের তুলনায় ক্ষুদ্রতম বীচি-শিরে, কত শত  
 মুহূর্ত্তরাশি, হীরক-খচিত কনক-মুকুট-পরিহিত উদ্যম রাজ-  
 চক্রবর্তিসজ্জকে ক্রীড়নক রূপে গ্রহণ করিয়া, হাসাইতেছে,  
 কাঁদাইতেছে! রাজ-নিয়োজিত সশস্ত্র যোদ্ধবর্গের রম্য বর্ম  
 রবি-কিরণে ঝলসিত হইয়া উঠিতেছে! নেতার ইঙ্গিতমাত্র  
 পরিচালনে লৌহময় কুস্তীরাকৃতি ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের মুহূর্ত্তঃ  
 গম্ভীর গর্জন, অশনি-সম্পাতকে তিরস্কার করিতেছে! কিন্তু,  
 মুহূর্ত্তনিচয় অনন্তের বস্ত্রে নিরন্তর ছুটিতেছে; মুহূর্ত্ত মাত্র  
 বিরাম নাই। দেখিতে দেখিতে ঐ ক্ষুদ্রতম লহরী—পুঞ্জীকৃত  
 মুহূর্ত্ত, তরঙ্গায়িত হইয়া অনন্তের ক্রোড়ে বিলীন হইল;—যাহা ছিল  
 তাহা আর নাই! আবার নব-বলোদ্গত নব হৈম-কিরীট-মণ্ডিত-  
 শির, নবীন-ভূপতি, নব চমু-পরিবেষ্টিত হইয়া, নব-রবি কর-সম্পাতে  
 দীপ্তিময় কাল-তরঙ্গ-বক্ষে শোভিতেছে! আনন্দ-মদিরা-ধারা-পান-  
 প্রমত্তা কতই বীরাজনা অতুরাগ-রাগ-রঞ্জিত-নয়নে প্রাণের হাসি  
 মিশাইয়া দিয়া, মদির-নয়ন উন্মীলন করিয়া, রূপরাশি ছড়াইয়া,

কালের প্রভাব ভুলাইয়া, আবার তাঁহাদিগকে রণমুদে উন্মাদিত করিতেছে ! মানবের দুরাশার রঙ্গ-ক্ষেত্র,—কতই নব নব ট্রয়,—পাণিপথ,—পলাশি,—হলদিঘাট,—থার্মাপোলী, জগতের স্থানে স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে । কালোশ্মিশ্রী, আবার, নবীন তরঙ্গ তুলিয়া, সে সকল বিধোত করিয়া লইয়া যাইতেছে ; রাখিয়া যাইতেছে কেবল,—কত শত জাতির সুখ-দুঃখে গ্রথিতা, গৌরব-কলঙ্কে বিজড়িতা—স্মৃতি !

যে সূর্য্য-বংশাবতংস নব-দুর্জাদল-শ্যাম-তনু শ্রীরামচন্দ্রের অগণিত অনাকিনী, কাল-তরঙ্গে, রঙ্গ-ভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, আসমুদ্র লঙ্কার বিপুল রাক্ষস-চমু বিভ্রাসিত ও বিচূর্ণিত করিয়াছিল, বাহাদের পদভরে বীর-গর্ভময়ী লঙ্কা বিমদিতা হইয়াছিল, অশ্ব-মেধ যজ্ঞকালে লক্ষ্মণ পরিচালিত যে পত্তি-সংহতি, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, পঞ্চনদ-মধ্য-দেশ, কর্ণাট মদ্রদেশ এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল, তাহাদের এক জনেরও আর চিত্র মাত্র নাই ! সেই জটাবঙ্কল পৰিশোভী, জ্ঞান-গরিমামণ্ডিত পবিত্র-চেতা মহর্ষির, সেই ঘন-বিন্যস্ত তরু-পল্লব-চ্ছায়া-সমন্বিত পুষ্প-কানন-মধ্যবর্তী, আশ্রম-কুটারে, মঞ্জু স্বর্ণাংশু-বিজড়িত চেলাঞ্চলাবৃত্তা, রাজরাজেশ্বরী স্নান মুখী রঘু-কুল-বধূর ক্রোড়স্থ নন্দন-যুগলের পীযুষ-বর্ষিণী গীত-ধ্বনিও আর নাই !—অনন্ত কাল-বারিধির সেই তরঙ্গ-ভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেন লেখাও আর নাই ! আছে কেবল,—সেই জ্ঞান-দীপক-দীপ্তি প্রদীপ্ত তপোবন-প্রকম্পিনী, বাল্মিকী-করাঙ্গুলি নিপীড়িত বীণা-তন্ত্রী নিঃসৃত মূর্ছনা-তরঙ্গিনীর দূরাগতা প্রতি-ধ্বনি ;—দূরদর্শী আদি কবির রামায়ণ,—মহর্ষির কল্পনার মোহন ঝঙ্কার ;—সেই অতীতের মহামহিমময়ী স্মৃতির সহিত



আমাদিগের এই বর্তমানের অসম্ভব সংযোগের বিফল প্রয়াস  
মাত্র !

আবার, ঐ দেখ ! অনন্ত দূর-ব্যাপী কাল-গর্ভে, অনন্তের তুল-  
নায় আর কয়েকটি বীচি-ধিক্রুপ মাত্র ! কালোশ্মি-বক্ষে অষ্টাদশ  
অক্ষোহিণী বহুধরা বিকম্পিত কটক-সজ্জ, কুরুক্ষেত্রের  
রণাঙ্গনে সজ্জিত ! ঐ দেখ, সেই মূনি-জন-বাহিত অসীম ধীশক্তি  
সম্পন্ন, অনন্ত পরাক্রমশালী, জ্ঞানময় বাসুদেব, গাণ্ডীব-ধরা ফাল্গু-  
নীর রথে, হৃদ-বল্লা করে, রণ-তুরঙ্গ পরিচালনা করিতে  
করিতে, অমিয় মুক্তি-গাথা মানব-মঙ্গলের জন্ত গাহিতেছেন ।  
দেখিতে দেখিতে, কাল-পারাবারে, কালের তরঙ্গমালা শতধা ভগ্ন  
হইয়া অগণিত নব তরঙ্গে মিলাইয়া গেল ! সেই অষ্টাদশ অক্ষোহিণী  
সৈন্য বিজ্ঞোলী আর নাই ! সেই রথ মাতঙ্গ তুরঙ্গম নিচয় আর  
নাই ! সেই বিজ্ঞোত্তম দ্রোণাচার্য্যের, সেই রণ-বিজ্ঞান-বিশারদ  
কুপাচার্য্যের, সেই আর্য্যকুল-ধুরন্ধরগণের একাদ্রী, শতদ্রী, বায়ব্য,  
মোহনাস্ত্র রণ শস্ত্র-সম্ভার আর নাই ! কেবল অনন্ত জ্ঞান-পরি-  
পূরিত সেই গীতা-গাথা কৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা গাহিতেছে !

তৎপরে,—দূবে,—দূরে, ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে, কালোশ্মি-  
মালার বক্ষে, বহুদূরে—কতই তরঙ্গে, মিশরীয়, ফিনিসীয়,  
ভিনিসীয় জাতিনিচয়ের জ্ঞানের কথা,—কীর্ত্তির বার্ত্তা, ফেন-পুঞ্জ  
সঙ্গে রঙ্গভরে কত বারই না অনন্ত তারকা-জ্যোতিঃ বিশোভিত  
গগন-প্রান্ত স্পর্ধাসহকারে চুষন করিয়াছিল ! সে সকলের  
স্মৃতি, নীল-নদের নীলায়ুরাশিতে, কীর্ত্তিময় ঈজিপ্ট ও বাবিলনের  
আকাশস্পর্শী স্তম্ভগাড়ে, আর ভূমধ্যসাগরের মৃহমাক্তান্দোলিত  
তরঙ্গদ্বয়ে লুকাইয়া থাকিয়া বিশ্বতিকে আলিঙ্গন করিতে চাহি-

তেছে। কোন্ ভাগ্যবান জন্ম-ভূমির স্বসন্তান সেই উপেক্ষিতা মধুময়ী স্মৃতিকে আবার মূর্তিমতী করিবে,—তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে, অথবা করিবে কিনা,—কে বলিতে পারে ?

যে টায়ার নগরী,—চতুর্বিংশ শতাব্দীকাল পূর্বে, আততায়ীর শাস্তাঘাতে পীড়িতা হইয়া, বক্ষ খুলিয়া, ভারত হইতে আনীত ঐশ্বর্য্য-স্তুপ, আলেকজান্ডারের করে সমর্পণ কালে, প্রাচীনা ভারত-লক্ষ্মীর অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিয়াছিল, সেই টায়ার নগরীর স্মৃতি, কাল-সাগরের শাম-সলিলে আজ নিমজ্জিতা ! কালচক্রে আবর্তনে, আবার টায়ার নগরী, ভারতের ঐশ্বর্য্যের কাহিনী পাশ্চাত্য-জাতির কাছে বিঘোষিত করিবে কিনা,—আবার ভারতের রাজ-লক্ষ্মী স্বসন্তানগণের কৰ্ম্মবলে, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হইয়া, ভারত বহির্ভূত দেশবাসীদিগকে, আবার, ধন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিতরণে সমর্থ্য্য হইবেন কিনা, কে বলিবে ?

অনিল-সঞ্চালিত তরঙ্গোৎক্ষেপী ঘোর নীলিমময় বারিধিবৎ কালবক্ষে, দূর প্রান্তে, আর.কয়েকটি তরঙ্গ-বিক্ষেপ ! যে তরঙ্গ-নিচয় ইউরোপখণ্ডের স্বদূর দাক্ষিণাত্যে,—অতি প্রাচীন যুগে, স্বমভ্য গ্রীকগণকে লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-মণ্ডিত-শিরঃ স্বমভ্য গ্রীক বিপশ্চিৎবৃন্দ আজ কোথায় ? প্রাচীন সভ্যতার লীলা-নিকেতন প্রাচীন রোম, গলের ভাগ্য-বিধাতা প্রাচীন রোম, আরণ্য্য-মৃগ-শাদ্দীল-সহচর, বৃক্ষত্বক-রসে চিত্রিত-কায় বৃটন বীরগণ আত্ম-গৌরব প্রতিষ্ঠা-কামনায় যাহার মুখাপেক্ষী ছিলেন, সেই প্রাচীন রোম আজ কোথায় ? প্রতীচ্য খণ্ডে প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনের বাল্য লীলা-ভূমি, বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার শৈশব-ক্রীড়াক্ষেত্র প্রাচীন গ্রীস, ভারতের সিংহদ্বার স্বলেমান

গিরি-বন্য মাহার বিকট হুকারে সভয়ে বন্যদান করিয়াছিল, সেই ভুবনবিজয়ী আলেকজান্ডারের জন্মভূমি প্রাচীন মাসীডন, প্রবল প্রতাপ জুলীয়াস সিজারের বাল্যলীলা-স্থলী প্রাচীন রোম, যে কালোশ্মিশিরে শোভিতেছিল, সে উষ্মমালা,—সে কাল-তরঙ্গ-মালা, কাল-সমুদ্রের কোন্ প্রান্তে বিলীন হইয়াছে; সেই প্রাচীন সভ্যতা, সেই প্রাচীন রণ-কৌশল কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে;—কে বলিবে ?

তার পর, মানব-সভ্যতার মধ্যযুগে, যে বিশ্ব-বিশ্রুত বিশালা বাহিনী, সুন্দর স্পেন-রাজ্যের উন্নত শৈল-শিখরে বিজয়-বৈজয়ন্তী উদ্ভীন করিয়াছিল; শুভ্র-তুষার-মণ্ডিত-হিম-গিরি-মুকুট-শোভিতা, বঙ্কলাস্রব পরিহিতা, ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রসবিনী তপস্বিনী ভারত-লক্ষ্মীর তমাল-তালী-বনরাজিনীল মঞ্জুল যমুনা তটে, ও প্রসন্ন-সলিলা জাহ্নবীর বেদগান মুখরিত পবিত্র বেলা-ভাগে, যাহাদিগের অর্ধ-চন্দ্র-লাঙ্ঘিত পতাকা প্রোথিত হইয়াছিল; যাহাদিগেব শৌর্য্য বীর্য্য ইউরোপের সিংহ-দ্বার কনষ্টান্টিনোপলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আরবের মরু-প্রান্তরে—আকাশমার্গে যাহাদিগের বিজয়হুকার নিনাদিত হইয়া আকাশ-ভূমিতাকে অতি দূরান্তরে ছুটাইতেছিল, সেই পরাক্রমশালী মহম্মদ সেবকবৃন্দ, মার্জিত বর্ষাফলক উন্নত করিয়া, যে কালোশ্মি বক্ষে দাঁড়াইয়া, একেশ্বরবাদের পবিত্র কথা জগতের সমক্ষে স্ফীতবক্ষে প্রচারিত করিয়াছিলেন, সে উষ্ম কালশ্রোতে কতদূর গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে ?

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কাল-পুরুষনামে পরিচিত কে ঐ মহাপুরুষ ?

## দ্বিতীয় অধ্যায়

কালের সহিত মানব জীবনের সম্বন্ধ।

**ক**াল অবর্ণনীয়। তদীয় পরাক্রম মানব বুদ্ধিতে কথঞ্চিৎ

অল্পভবংগম্য মাত্র। এই কালের সহিত মানব জীবনের একটি নিত্য সম্বন্ধ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। সম্বন্ধটি অছেদ্য, অভেদ্য, ও চিরনিয়মিত। এই কালের সহিত নিত্য নিয়ন্ত্রিত মানব জীবনের আমরা কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা পর্যালোচনা করা প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্তব্য। মহাকাল, কালদেহে দিবা ও নিশার চিহ্নাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা, মানব বুদ্ধিতে, কার্য্য সৌকর্য্যার্থে, সেই চিহ্ন দুইটিকে দণ্ড, পল, মুহূর্ত্ত অথবা ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড আদি কল্পিত চিহ্নে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। এই কালকেই আমরা সময় নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। এই সময়কে যদি সাংসারিক ধন-সম্পদ সম্ভারের মধ্যে একপ্রকার ধন বলিয়া পরিগণিত করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই, সর্ব্বপ্রকার ধনের মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা, সময়রূপ ধনই অপব্যয় করিতে, সর্ব্বদা, আমরা, সমধিক মুক্ত হস্ত! ধন-জনাদি সম্পদের মধ্যে, সময়রূপ সম্পদ যে আমাদের স্বল্পই করায়ত্ব তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ, এই সময়ের মূল্যই আমাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়, ইহা, বড়ই আশ্চর্য্য!

কাল ,অপরিমেয়! সমগ্র মেদিনী-পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ পারাবার, মানব-চক্ষে, অপার, অপরিমেয় বলিয়া অমুভূত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহার পার আছে, পরিমাণ আছে। অশ্রু-লিহি হিমাচলে স্তূপীকৃত হিমানীর পরমাণুরাশিরও পরিমাণ হইতে পারে;—পরন্তু, কাল, বিশ্ব-ব্যাপী, অনন্ত, অপরিমেয়, এবং পরিণাম শূন্য। সেই অপরিণত কালের কত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম অংশ মানব স্বাসোচ্ছ্বাসে বিভ্রান্ত! তাহা অতি ক্ষুদ্র,—অতি সামান্য! অকিঞ্চনের প্রতি করুণা, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, উপকারিঙ্গনের প্রতি কৃতজ্ঞতা, জ্ঞানদাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অনেকেই অনেক সময়ে কার্পণ্য প্রদর্শনে কৃত-সঙ্কল্প। কিন্তু, সময়ের অবৈধ বিক্ষেপণে অনেকেই মুক্ত-হস্ত! যেন তাহা মানবের জীবন-ভাণ্ডারে অক্ষয় ধন-রূপে সঞ্চিত!

কিরূপে সময়-রূপ অমূল্য ধন ব্যয় হইতেছে, সে সম্বন্ধে কয় জনই বা চিন্তাশীল? কোন কোন প্রেক্ষানান মহাপুরুষ মানব জীবনকে হীরা-মণি-রত্নাপেক্ষাও মূল্যবান বলিয়া অপনাদের গ্রন্থে নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কয় জন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়াও, সেই মহার্ঘ জীবনের প্রতি-মূহূর্ত্ত কিরূপে অপচিত হইতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে চাহেন? প্রতিদিন কত সময় আমরা জাভ্যতায়, গব-পরিবাদে, মাৎসর্ঘ্যে, বা অনাবশ্যক নিদ্রা-তন্দ্রায় অপচয় করি, এবং, কতক্ষণই বা আমরা, ধর্ম, জ্ঞান অথবা কর্তব্য কার্যের সাধনায় ঘাপন করিয়া থাকি, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, আমাদের মধ্যে অনেকেই লজ্জায় স্রিয়মাণ হইতে হয়। বিশ্ব-নিয়ন্তা করুণাময় জগদীশ্বরের সর্বোচ্চ মঙ্গলময় দানের আমরা

কিরূপ অপব্যবহার করিতেছি তাহা সকলেরই চিন্তা করা কর্তব্য ।

কিন্তু, এ সম্বন্ধে, প্রকৃতপক্ষে, দোষী কে? আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ, অথবা তাঁহাদিগের গুরুজনগণ? মানবের জীবন-ভাণ্ডারে অমূল্য এবং অত্যাগতীয় রত্নরাজির মধ্যে সময়রূপ রত্ন যে সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ, তাহা কয়জন গৃহস্থ তাঁহাদিগের বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন? বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট গ্রন্থনিচয়, বালকেরা ক্রতদূর কর্তৃস্থ করিতে সমর্থ হইতেছে, কেবল তাহারই আলোচনায় তাঁগরা অস্থির হইয়া পড়েন । কিন্তু, তন্ত্ৰি, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, সময়েব সদ্যবহার, প্রতিবেশীদিগের প্রতি কর্তব্য, অন্ধ ও আতুরজনের প্রতি সদাচরণ ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষার স্থান গৃহস্থেব স্ব-গৃহ । বিদ্যালয়ই এক মাত্র উপদেশ দানের স্থান নির্দিষ্ট করিলে মানবজীবনে জ্ঞানের শিক্ষা অপূর্ণ রহিয়া যাইবে । একারণ, স্ব-গৃহে, বালকদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে হইবে ।

বৎসরের দ্বাদশাংশের একাংশ লইয়া মাস; ঐ মাসের ত্রিশাংশের একাংশ লইয়া দিবস; ঐ দিবস, আবার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত নিচয়ে গঠিত । ঐ মুহূর্ত্তমালা-সন্ধানিত সংবৎসর মানব-জীবনের মান দণ্ড ! বালক ! তুমি বিদ্যালয়ে, বৎসরান্তে, অগ্র বালকের পরীক্ষাব সফল দেখিয়া, পর বৎসরের প্রতি যত্নগ্রহণ করিবার জন্ত, হৃদয় ত, প্রতিজ্ঞা করিতেছ, কিন্তু, কার্যে তাহা পরিণত করিতে পারিতেছ না । তুমি বৎসর, অঘন, মাস, অপেক্ষা দিবসের অতি ক্ষুদ্রাংশ ঐ মুহূর্ত্তগুলির সদ্যবহার করিতে সমর্থ হইলেই, পক্ষ, মাস, বৎসর ও যুগ, তোমার যত্ন-রূপ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ

হইয়া পড়িবে ;—যে কাল সকলের জীবন-সর্বস্ব অপহরণ করিবার জন্য, তাহাদিগকে, ধ্বংসের পথে ক্রমাগত পরিচালিত করিতেছে, প্রভুরূপে সকলের স্বক্ষে আরোহণ করিতেছে, সেই কালই, আবার, চিরানুগত ভূত্যরূপে সেবা করিয়া তোমার সারাজীবন মধুময় করিয়া তুলিবে, এই মর ধামেই তোমায় অমর করিবে !

মুহূর্ত্তসকলের অপব্যবহারে, দণ্ড মাস অয়নের অপব্যবহার হয়। ক্রমে, স্কুমার কুমার, কালসন্ধে, রন্ধে, ক্রীড়াচ্ছলে, যৌবনে, মনুষ্যত্বহীন মানবত্বে পরিণত হয়। গুরুজনের অমনোযোগে কতই অমূল্য বালকজীবন নষ্ট হইতেছে তাহা কে নির্ণয় করিবে ?

তারপর, তাঁহারা, অকালে বিদ্যালয়ের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া স্ব-গৃহে বসিয়া আছেন, তাঁহারা অনেকেই মনে করেন, যেন, তাহাদিগের সময়ের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কিছুই নাই। তাঁহারা সাংসারিক কার্যে ব্যস্ত ; এবং এই ব্যস্ততাই তাঁহাদিগের জীবনের যেন পরিণতি। এই সকল যুবকদিগের যেন আর কিছু ভাবিবার বিষয় নাই,—ভাবিবার সময়ও নাই ! কত আকাশকুসুমের পশ্চাদভুবর্তনে,—কত অনাবশ্যক বিষয়ের আলোচনায়,—আলোচ্যে,—কতই কুসংসর্গে, জুগুপ্সা ও পরপীড়ন চিন্তায়, অথবা দিবা-নিদ্রার স্থথাবেশ-জনিত-কল্পনা-কল্পিত-শ্রান্তিতে তাঁহাদিগের কত সময়ই অথথা অতিবাহিত হইয়া থাকে ! সেই সময়—দেশের আশা, সমাজের ভরসা, মাতা-পিতার বার্তিক্যের আশ্রয় সেই সকল মহামূল্য যুবক-জীবনের মুহূর্ত্ত নিচয়, কত প্রকার আনন্দবর্দ্ধক জ্ঞানের আলোচনায়, কত দেশ-হিত-ব্রতে,

কত প্রকারের সাংসারিক উন্নতি বিধায়ক কৰ্ম্ম-সাধনে, কতই বিখ্যজনীন মঙ্গলে ব্যয়িত হইতে পারে !

অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান যুবকেরা, হয়ত কোনও এক দিবসের অবশ্য কর্তব্যকার্য্যে অবহেলা করিয়া, যামিনীতে পর্য্যঙ্কের অঙ্কে শয়িত থাকিয়া, বিবেকের অঙ্কুশ-তাড়নে, পরদিনে, কর্তব্য কার্য্যটি সমাধা করিবেন বলিয়া কতবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন । পর দিনে,—নিশাকালে পূৰ্ব্ব রজনীর অহুচ্চারিত প্রতিজ্ঞাবাক্য একবার, হয়তঃ, উচ্চারিত হইয়া থাকে মাত্র । কিন্তু, সাধের পর-দিন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের কল্পনা-স্বলভ নতিকা মূলে বারি সিঞ্চন করে না, আশা-লতাও তাহাদিগের শিরোপরি মনোমোহন সুরভিত পুষ্প-রাশি বিকোণ করে না । অদ্য ঐ দিনমণি, প্রভাতে, নবানুরাগে প্রাচ্যগগন উদ্ভাসিত করিয়া উদ্ভিত হইয়াছেন । আবার সন্ধ্যা-সমাগমে, নীলাম্বর ক্রোড়ে, মেঘমালাশিরে শান্ত স্নিগ্ধ রশ্মি-রাগ ছুঁড়াইয়া, অস্তাচল-চুড়ায় বিশ্রাম লাভ করিবেন । আগামী বাসরে, আবার ঐ আদিত্যদেব পূৰ্ব্বাচলে নবানুরাগে উদ্ভিত হইয়া, মধ্যাহ্নে সহস্র-দীপ্তিমালা বৰ্ষণ করিয়া, আবার সুধা-প্রদোষে, পশ্চিমাশা-বধুভালে সিন্দূর-রাগ রঞ্জন করিয়া, বাল-পাখা মাঝে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র-মুক্তা-বিলম্বিত করিয়া পুনরায় অন্তর্মিত হইবেন । শীতাগমে তড়াগ-বিশোভিনী, নয়ন-মনো-রঞ্জিনী ফুল-পঙ্কজিনার দলবৎ জীবনের সুখদায়ী এক দিনের মুহূৰ্ত্তগুলি নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে । অভিনব দিবসে গত দিনের মুহূৰ্ত্ত সকল আর কোন মতে পুনরার্ত্ত হইবে না । বিগত দিবসের জন্ত নির্দিষ্ট কৰ্ম্মগুলিও, বর্তমান দিবসের কর্তব্য



সম্পাদনের পর, সম্পন্ন করা ঘটয়া উঠিবে না। কেহ বা বিগত দিবসের কৰ্ম সকল অসম্পাদিত রাখিয়া, আলস্য ও অনধিকার চৰ্চায় কাল হরণ পূৰ্ব্বক, পর দিবস, সে জগৎ পুনঃ পুনঃ অহুশোচনা করিয়া থাকেন। সে অহুশোচনা নিস্পয়োজন; অজ-কণ্ঠ-লগ্ন শূণ্যক্ষীরন্তনবৎ নিফল !

উষাগমে, শিশিরসিক্ত, মন্দবসন্তানিল স্পর্শে অর্দ্ধবিক-  
শিত স্বাসিত বনমল্লিকা, সযত্নে অবচিত ও মালাকারে  
গ্রথিত করিয়া ভগবানের চরণ-কমলে নিবেদন করিতে না  
পারিলে, সন্ধ্যা-সমাগমে সে ফুলরাশি শুকাইয়া বারিয়া পড়িবে।  
দিবসের মুহূর্ত্তরূপ কুসুমরাশি যত্নে সংগৃহীত ও গ্রথিত হইয়া  
বিধাতার শ্রীপদ-পঙ্কে উৎসর্গীকৃত না হইলে,—মানব-জীবনের  
কর্তব্য সাধনে ব্যয়িত না করিলে—তোমার জীবনোদ্যান হইতে  
সে সকল চিরকালের জগৎ বিনষ্ট হইবে। জীবনের কর্তব্য  
সম্পাদনই, প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বশ্রুতির পূজোপকরণ। কর্তব্য-সম্পাদনে  
জীবনের মুহূর্ত্তরূপ কুসুমরাশি উৎসর্গীকৃত না হইলে,—অসংকার্যো  
ব্যাপ্ত থাকিলে, তাহাতে তোমার প্রত্যয় আছে।

কে তুমি প্রৌঢ়জন ! ভগবন্নির্দিষ্ট এই সংসার-কৰ্ম-ভূমিতে  
আসিয়া, দুই একবার অনধিকার স্বার্থের পশ্চাতে ছুটিয়া, বিফল-  
মনোরথ হইয়া, এই পবিত্র কৰ্ম-ভূমিকে অশান্তির লীলা-নিকেতন,  
অথবা, নৈরাশ্যের তপ্ত মরুভূমি স্থির করিয়া, জ্ঞান ও কৰ্মের  
প্রবেশদ্বার আলস্যের অর্গলে রুদ্ধ করিয়া, মলিনমুখে বসিয়া আছ !  
তোমার জীবনের উন্নতির দ্বার রুদ্ধ করিবার—পবিত্র কৰ্ম-  
ক্ষেত্রের সুন্দর মার্গ রোধ করিবার অধিকার তোমার  
নাই।

ভারতের বালকবৃন্দ ! যুবকগণ ! প্রৌঢ়জন ! তোমরা সক-  
লেই সেই জগৎপিতার আজ্ঞায় দেবানুগৃহীতা পুণ্য ভূমি ভারতে  
আসিয়াছ । নিশ্চয় জানিও, এই আমাদের সেই প্রবাল শঙ্খ  
রত্নাকর নীলাম্বু-চুম্বিত-চরণী দেশ মাতৃক। যেখানে রাজপুত্রে-  
রাও অনন্তসৌন্দর্যশালিনী বিপুলৈশ্বর্যময়ী রাজলক্ষ্মীর ক্রোড়ে  
প্রতিপালিত হইয়া, অপূর্ণ-বিলাস-লক্ষণ-সম্পন্ন রাজ-প্রাসাদে,  
ধারা-যন্তোথ পুষ্প-মৌরভ-বাসিত বারি-কণা-সংস্পর্শে সুরভিত  
মারুৎ-পরিসেব্যমান থাকিয়া, রত্ন-দীপালোকে উজ্জ্বলিত রম্যক্ষে,  
দুষ্ক-ফেননিভ, কুহুমাস্তৌর্ণ স্ববর্ণপর্য্যাকে শায়িত হইয়া, চন্দন-চর্চিত  
শঙ্করা স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা ধাত্রীর অঙ্কে ক্রীড়া করিয়া, সুখ-  
ভোজ্য অন্ন-পানে পুষ্টিত-দেহ হইয়া, কৈশোরে পদার্পণ করিয়া-  
ছিলেন । তারপর,—যৌবনে, বিলাসবাসনা বিসর্জন দিয়া,  
জীবন আশ্রয় করিয়া, কৰ্মক্ষেত্রেই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন ,  
কৰ্ম-সংস্ঠে অপার দুঃখ-যন্ত্রণাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়া-  
ছিলেন ; স্ব স্ব জীবনের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন ; ভারতের  
অগণিত মহাশয়ের মুক্তি-কামিনায় আপনাদের সকল সুখ-বি-সা  
বিসর্জন দিয়াছিলেন ; কৰ্ম-ক্ষেত্রে কৰ্মের সাধনায় জ্ঞানলাভ  
হয়, অসাধ্য সাধিত হয়, মুক্তি করতলগত হয়, তাহা প্রমাণীকৃত  
করিয়াছিলেন ;—রাজপুত্র ভগীরথ, রাজষি জনক, রাজ-চক্রবর্তী  
বিশ্বামিত্র, রাজকুমার সিদ্ধাথ প্রভৃতি তাহার নিদর্শন । তাহারা  
কৰ্ম সাধনের দ্বারা কাল ও জীবনের সদ্যবহার করিয়াছিলেন ।

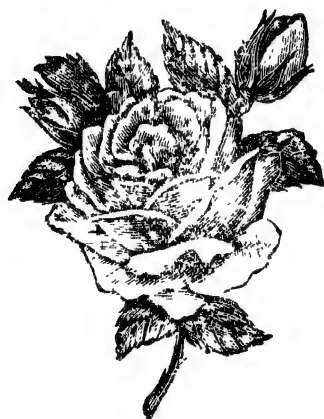
তাই বলিতেছিলাম, বালক, যুবক, অথবা প্রৌঢ়জন, যে  
কোন কালে মঙ্গলময় সর্বনিয়ন্তা পিতার আদেশে, তোমার  
সদ্যবহার করিবার জগুই, সিদ্ধু-পূজিতে, ঋষি-জন-

সেবিত, শুভ্রম্বিতে, জ্ঞানে-কর্মে-বীৰ্য্যে-ধৰ্ম্মে ধরারাগী ভারত-লক্ষ্মীর গর্ভে জন্মিয়াছ ;—অন্ধে পালিত হইয়াছ ;—ভারত-জননীর বক্ষোজ-বিস্কৃতা গঙ্গাধমুনীর, সিন্ধু-গোদাবরী-নৰ্ম্মদার, কৃষ্ণা-কাবেরীর ক্ষীর-সম স্বাদু-নীৰ-ধারী-পানে তৃষ্ণার্ন্ত কণ্ঠ শীতল করিতেছে, ভারতাকাশের অমৃতবর্ষী বারিদপুঞ্জ জীবন-প্রদ বারি-ধারা সিঞ্চে ভারত-লক্ষ্মীর কবিত বক্ষে যে সুবর্ণ সদৃশ ধাতু উৎপন্ন করিতেছে, তাহারই রজতোপম তণ্ডলের অঙ্গে হৃষ্টদেহ পুষ্ট করিতেছে । এবং, সেই সর্ব নিয়ন্তা ভগবানের আদেশেই দিবসের মুহূর্ত্তরূপ ধন রাশি তোমার জীবন-ভাণ্ডারে গ্রন্থ-ধন রূপে রক্ষিত হইয়াছে । সে ধন অপচয় করিবার অধিকার তোমার নাই । তুমি মনে রাখিও, বিজ্ঞানের রহস্য—বিস্তারই জীবন, সংকোচই মৃত্যু । তোমার মুহূর্ত্ত সকলের সদ্যবহারে জীবনের বিস্তার সাধিত কর । নিশ্চয় জানিও, তোমার জীবনের কর্ম-সম্মুখিত মুহূর্ত্ত নিচয়ে তোমার মাতা-পিতা-গুরুজনের, ভ্রাতৃ-ভগিনী-পরিজনের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার, বন্ধ-খণ্ড ক্ষুধার্থ ও পীড়িতের অধিকার, দেশবাসীর অধিকার, তারপর তোমার অধিকার । কাল-বাত্যা-সংক্ষুব্ধ কর্ম-তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট তোমার আবিলতাময়ী জীবন-তরঙ্গিনী সূক্ষ্ম দ্বারা পরিশোধিত করিতে পারিলে, তখন, ধরাবাসী নর-নারীদিগের পর্য্যন্ত তোমার জীবনে অধিকার জন্মিবে, দূর-দূরান্ত-রের নরনারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তোমার অফুরন্ত সুধাময় জীবন-ধারা অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া ধন্য হইবে, প্রাণ জুড়াইয়া সম-কণ্ঠে তোমার বিজয় গীতি গাহিবে । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেন, কুমারী নাইটেঙ্গেল, শঙ্করাচার্য্য, বিবেকানন্দ, নিউটন, ভেবিঙ্ক্‌হেয়ার, গোর্কশঙ্কর প্রভৃতির জায় তুমিও অমরত্ব লাভ

করিবে । শুষ্ক পত্র বৃক্ষ-শাখা হইতে ঝরিয়া পড়িয়া যায়, তাহারও সার্থকতা আছে । অথবা তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ জীব, তোমার জীবন বিফলে যাইবে, ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করিও না ।

কিন্তু, বিস্তৃত হইও না, জীবনসলিলের আবিলতা সংশোধনে,— জীবন সম্প্রসারণে,—কর্তব্য সম্পাদনে,—জীবনের উন্নতি সাধনে,— বাধা অনেক, বিপত্তি প্রচুর ;—বিরোধী ঘটনা-পরম্পরার সহিত সংঘর্ষণ, অনিবার্য্য । বাধা-বিপত্তি ও বিরোধী ঘটনাপুঞ্জ, ঘন-ভেদী উত্তম্ভ গিরিশৃঙ্গ, হইতে স্নাত প্রস্তররাজির মত বিচ্যূত হইয়া, ভূধরারোহী পথিকের বন্ধুর বহু যেরূপ অধিকতর দুর্গম ও বিপজ্জনক করে, জ্ঞানোন্মত্তিযশঃ গন্ধোত্রির অদ্রি-বত্মে সাধক-পথিকের আরোহণ কালে বিলাসাবসাদ, বিদ্রোহ-লালসা-কলুষিত স্বার্থজাল, ও নানাবিধ বাধা বিপত্তি এবং বিরোধী ঘটনা পুঞ্জ, পুঞ্জ পুঞ্জ স্নাত প্রস্তর রাজির মত বহু দুর্গম করিয়া, আকরক্ষু যাত্রীকে তরুণ, মাঝে মাঝে, বিপদাপন্ন ও আকুলিত কবিয়া ফেলে । তখন, সেই অগতিব গতি ভগবানের চরণে শরণ লইয়া, অল্পমাত্র বিকাশক কর্তব্য পালনে তাঁহারই আজ্ঞাপালন—পূজা করণ— ইহা স্মরণ করিয়া, শেষে ভক্তের জয় চিরদিন, ইহা অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া, বিরোধী ঘটনাপুঞ্জের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় । অত্রভেদী মলয়গিরিতে চন্দনতরু যেরূপ ঝটিকা-পীড়িত হইয়া, কখনই উন্মূলিত হয় না, বৎস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে । তারপর, কালবশে, শির উন্নত করিয়া, মৃদু মলয় হিল্লোলে শাখা-প্রশাখা হেলাইয়া দুলাইয়া, তাহার পরিমলরাশি সমীরণে ছড়াইয়া দিয়া চন্দনতরু দিগন্ত আমোদিত করিয়া সকলকে সঞ্জীবিত ও উল্লসিত করে । তুমিও সেইরূপে, কালেরমুখা দিয়া;

শোক-দুঃখ—বিরোধ-বিপত্তি-যাতনা-বাত্যা সহ করিয়া হৃদয়ের  
 দৃঢ়তা লাভে, চন্দন সুরভিবৎ মানসিক গুণরাশি কৰ্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতে  
 ছড়াইয়া দিয়া, দেশবাসীদিগকে তোমার জ্ঞান মহিমায় উদ্ভাসিত  
 ও অন্তর্নিহিত স্পষ্টা শক্তি নিচয়ের স্ফুরণে সঞ্জীবিত করিতে যত্নবান  
 ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। স্বায় জীবনে, কৰ্ত্তব্য হেলনে, কখনও  
 কলঙ্কের রেখা মাত্র অঙ্কিত হইতে দিওনা।



## তৃতীয় অধ্যায় ।

—•:(\*)•—

কালের সদ্যবহার ।

**কা**লের সদ্যবহার অর্থে,—কালের সহিত নিয়ন্ত্রিত মানব জীবনের সদ্যবহার । প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের জনৈক উদারচেতা সম্রাট, যদি কোনও দিবস বাজকার্যের গুরুভারে কোন মঙ্গল কার্যের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হইতেন, তবে, পর দিবস পরিশ্রম মধ্যে সচিবগণ সমক্ষে, তাহা উল্লেখ করিয়া অনুতাপ করিতেন বটে, কিন্তু, সেই অনুতাপ-বাক্যেই তাহার পরিসমাপ্তি হইত না । অনুশোচনার সঙ্গে সঙ্গে, পর দিবসেই, দ্বিগুণ উৎসাহে, প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকতর মঙ্গল অনুষ্ঠানে আপনাকে নিয়োগ করিতেন । এই দৃষ্টান্ত মানবজীবনের মহার্ঘ মুহূর্ত্তচয়ের মধ্যে যাহা আলস্তে বিপত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বরং অনর্থক পরিদেবনা না করিয়া, ভবিষ্যতে নবিশেষ চেষ্টা ও থাকিয়া, অবশিষ্ট জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তই যে বহু মূল্যবান, এ কথা স্মরণ রাখিয়া, অবশ্য-করণীয় কর্তব্য কার্যে মন এবং দেহকে নিয়োজিত কর। সকলেরই কর্তব্য । এইরূপ কর্তব্য-সাধনের দ্বারাই এই মরধামে অমরত্ব লাভ হইয়া থাকে । যে সকল মহাত্মা মরদেহ ধারণ করিয়া, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা দ্বারা, এই মরধামে অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অথবা বিদ্যা, ধন, যশঃ উপার্জনে সফল-কাম হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যথাকালে কালের যথার্থ মূল্য অনুধাবন পূর্ব্বক সাদরে কালকে বরণ করিয়াছেন । জন-শ্রুতি

যদিও কদাচিৎ ঘোষণা করে, যে, কোন কোন ভাগ্যবান পুরুষ, দৈব ক্রমে,—বিনা প্রযত্নে, ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপা লাভে কৃতার্থগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু ঐহাদিগের জীবনী অনুসন্ধান করিলে, ইহা অবিসংবাদিরূপে প্রমাণিত হইবে, যে, তাঁহারা সকলেই দিবস রজনীর প্রতি দণ্ড পল, প্রতি মুহূর্ত্তের প্রতি যত্নশীল থাকিয়া • কৰ্ত্তব্য সাধনার দ্বারা কৃতকার্য হইয়াছিলেন ।

মহা প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির সমুজ্জ্বলা প্রতিভা নিরর্থক, যদি তাহা মুহূর্ত্ত সকলের মহার্ঘ মূল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। 'যেহেতু, আলস্য পরায়ণ ব্যক্তি গুণবান হইলেও, তাঁহার নিকট পন মান' লাভের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াও, গ্রহণের অভাবে, অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইয়ত সেই মুহূর্ত্তে,—যে মুহূর্ত্তের অস্তিত্ব ছিল কি না, কখনও তিনি চিন্তা করেন নাই, ইয়ত, তিনি তখন অনর্থক পর-চর্চায়, আলস্যে, অথবা নিন্দনীয় প্রমোদে কালাপন করিয়া-ছেন,—সেই পবিত্র মুহূর্ত্তে, তাঁহার জীবনের ক্ষেমাবসর —উন্নতির মঙ্গল্য সুযোগ, নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে নীরবে সাধিয়া, অতীতে,—কাল-শ্রোতে ঢলিয়া পড়িয়া, চিবদিনের জন্ত বিলীন হইয়াছে। এইরূপে, কত উন্নতি সম্ভাব্য মানব-জীবন যে বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে,—কত আশুতোষ ও দেবপ্রসাদ, অশ্বিনী-কুমার-সুরেন্দ্র নাথ, হেরপ ও আদিত্য নাথ, জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র, অতীতের বিস্মৃতি সলিলে, নীরবে, লোকলোচনের সান্নিধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে,—আমাদের জাতায় মঙ্গল সূদূর পরাহত করিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে ?

সেই জন্ত বলিতেছি, কেবল সুদীর্ঘ যুগ—বৎসর—অয়নের প্রতি যত্ন গ্রহণ করিলে চলিবে না। হিরণ্ময় দিবসের, মণিময় দণ্ডের,

আর মুক্তারূপী পল বিপল গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার,—জীবনকে উন্নতির বন্ধে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত,—শিক্ষার আবশ্যক ও অভ্যাসের প্রয়োজন । কাল,—তোমার জীবন-সম্পদ, অলক্ষ্যে—অতি সন্তুর্পণে—অপহরণ করিবার জন্ত,—তোমার জীবনের মেরুদণ্ড অতি ধীরে ধীরে ক্ষয়িত করিবার জন্ত,—তোমার হৃদয় উদ্যান-খানিকে উষর-ভূমিতে পরিণত করিবার জন্ত, তদধীন দণ্ড-পল-মুহূর্ত্ত নিচয়কে তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছে । তুমি, পুনরায় আর তাহাদিগকে বিশাল কালের করায়ত্ত্ব হইতে না দিয়া, প্রতি পল-বিপলকে বলপূর্ব্বক করতলগত করিয়া, তোমার জীবনের উন্নতির সরণি পরিস্কৃত করিতে, নয়নাভিরাম নিঃশ্রয়ণি-শ্রেণী নির্মাণ করিতে, তাহাদিগকে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিবে । যিনিই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা করুণাময় ভগবানের অনুশাসনে, ও মানবজাতির মঙ্গলসাধনে, এবং আত্মোন্নতির নিয়মে কর্তব্য-পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন, অথবা, ইহ সংসারে অর্গল-বন্ধ উন্নতির দ্বার মুক্ত করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাকেই ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত্তনিচয়কে স্বীয় করায়ত্ত্ব করিতে হইবে ।

ইতালীর জনৈক সাধকশ্রেষ্ঠ পুরুষ কালের প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, একদা, দুই ঘণ্টা মাত্র সময় অকারণ অতিবাহিত করিয়া, বজ্র-গম্ভীর-নির্ঘোষে, জগতের যুবকসম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “বিগত দিবসে, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্তের মধ্যে, দুইটি মহার্ঘ দ্রব্য হারাইয়াছি ; তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা থাকিলে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবার জন্ত ঘোষণা করিতাম । সেই দ্রব্য দুইটি,—সুবর্ণ বিনির্ম্মিত দুই ঘণ্টা পরিমিত সময়, প্রত্যেকটির সঙ্গে হীরক-খচিত ষষ্টি সংখ্যক মিনিট সংযুক্ত



আছে”। দৈনিক এইরূপ উপদেশাবলীর আলোচনায় আলস্য-বিমলিন অবসন্ন প্রাণের আলস্যাবসাদ বিদূরিত হয় ; কর্ম-শক্তির আধার-কমল ফুটিয়া উঠে ; তখন সাধনার উন্নতি সহজ সাধ্য হয়



## চতুর্থ অধ্যায় ।



### জাতীয় উন্নতি ।

“সহায় ও অর্থবলের হীনতাই”, উন্নতি-সৌধের উচ্চ-

তম সোপানারোহণে, অসম্ভব অন্তরায় বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু, এ সিদ্ধান্ত সত্য নহে। যাঁহারা বিপন্ন অকিঞ্চনের গৃহে জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি, যাঁহারা যৌবনের প্রারম্ভেও সহায় ও অর্থ-হীন থাকিয়া—পরভাগ্যোপ-জীবী হইয়া—কায়ক্লেণে উদরার্নের সংস্থান করিতেন, সেইরূপ ব্যক্তিরাজ, কালের সদ্যবহার করিয়া, আপনাদিগের ধৈর্য্যশীলতার গুণে,—অন্তহৃপ্ত। আত্ম-শক্তির ক্ষুরণে,—প্রভূত ধনের অর্জন ও যশের বর্দ্ধন করিয়া, এবং মানবসমাজের হিতকরী হইয়া চির-স্মরণীয় কীৰ্ত্তি সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল নহে। এতাদৃশ ব্যক্তি যে সকল জাতির মধ্যে অধিক পরিমাণে বিরাজিত, সেই সকল জাতির জাতীয়-উন্নতি তত অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়া থাকে। দেশে ব্যাপ্তি মানবের সুকৃত কার্যের ফলে, সমষ্টির—জাতির, উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড-জার্মানীর অনেক সহরে, ফ্রান্স ও আমেরিকার নগরে নগরে এরূপ কম্বীর অসম্ভাব নাই। তাই ;—ইংলণ্ড জার্মানীর প্রতাপের শেষ নাই ;—ফ্রান্স আমেরিকার হীনতার লেশ নাই।

বাঙ্গালার তৈল-জলে, শস্য ফলে পুষ্ট-দেহ বাঙ্গালীর দ্বারা, একরূপ উন্নতি কখনও সাধিত হইয়াছে, কিনা, এখনও হইতেছে কিনা, ভবিষ্যতে হইবে কিনা, তাহার ফলে বাঙ্গালী-জাতির জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর কিনা, স্থূণের বিষয় বাঙ্গালী সমাজে একরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে । বাঙ্গালী বিচারকগণের মধ্যে, কিন্তু, মতবৈধ ঘটিয়াছে । প্রথম পক্ষ,—নিরাশাবাদী রক্ষণশীল সম্প্রদায় ; দ্বিতীয় পক্ষ,—আশাবাদী উদার-নৈতিক সম্প্রদায় । বাঙ্গালীর জাতীয়-উন্নতির প্রশ্ন মীমাংসায় প্রথম পক্ষ বলিতেছেন :—“মনে রাখিবেন, আৰ্য্য ঋষিগণাবিকৃত সমীক্ষিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই আমাদের পক্ষে সমীচীন । পাশ্চাত্য উদাহরণ ও শিক্ষা দীক্ষা আমাদের পক্ষে অরূপযোগী । বিশেষতঃ বাঙ্গালী—বাঙ্গালী ভিন্ন আর কিছু নয় ; আর ফরাসী জাতি—ইউরোপীয়ান ।” এই উত্তর দিয়াই তাঁহার প্রশ্নটির চরম সিদ্ধান্তে পৌছিতে চাহেন । দ্বিতীয় পক্ষে—আশাবাদীরা বলিতেছেন ;—“অতি প্রাচীন যুগে, আমাদের জাতীয় উন্নতি চরমে পৌছিয়া ছিল । তৎকালের ধরাবাসী সকল জাতির ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলেনা । যে জাতির একবার উন্নতি হইয়াছিল, তাহার আবার উন্নতি লাভের আশা আছে । শুধু আশা নহে,—নিশ্চয়তা আছে । বহুবার শ্রেষ্ঠ জাতি ইংরাজ আমাদের রাজ্যসনে ভগবানের আজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত । সাহচর্যের ফল অনিবার্য্য ;—সেই শ্রেষ্ঠ জাতির সাহচর্যে, আমরা আবার উন্নতির উচ্চতমশিখরে আরোহণ করিতে নিশ্চয় সমর্থ হইব ।”

প্রায় শতাব্দী কাল অতীত হইতে চলিল, আমাদের সদাশয় রাজপুরুষগণ, এবং বৃটন-লক্ষ্মীর বর-পুত্র উদারচরিত কেরী, মার্সমান প্রভৃতি ধর্ম্মবীদগণ, ও মহামতি জোন্স, ডেবিড

হেয়ার প্রভৃতি কৰ্মবীরগণ, বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষার আলোক জালিয়া, দেশের বহুশতাব্দিকালস্থায়ী সঞ্চিত জড়তার অব্যবহিত ফলে বঙ্গীয় যুবকদিগের আলম্ব্যবসাদ বিজড়িত হৃদয়াককার আলোকিত করিবার জন্ত প্রয়াস গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টা বহু পরিমাণে সফল প্রসব করিয়াছে সন্দেহ নাই । সে জন্ত বাঙ্গালী জাতি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ !

পাশ্চাত্য জ্ঞান-রবির ক্ষীণ প্রভা ক্ষীণকায় কুশাহুর অর্চি-সদৃশ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে,—বাঙ্গালার প্রাচী ভালে,—চক্রবাল-শিরে,—দেখা দিয়াছিল সত্য । কিন্তু, এক্ষণে,—বিংশ-শতাব্দীর এই উন্নতির যুগে, বঙ্গ গগনাচ্ছন্ন জড়তা-জলদ-পটলের মধ্য দিয়া, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিবস্বানের তেজোময়চ্ছটা, পূৰ্ব্বেগগন অমুরঞ্জিত করিয়াছে ;—বাঙ্গালার আকাশে দিবসের আবির্ভাব হইয়াছে । অচিরে সেই প্রাচীণ-বিজ্ঞান-রশ্মি-জাল-সমন্বিত জ্ঞান-রবি, মধ্যাহ্ন মরীচিমালীর তীক্ষ্ণ দীপ্তিমালা বিকীর্ণ করিয়া, সমগ্র ভারতের অজ্ঞান-বিমলিন-অবসাদ-কুহেলিকা নিরাকৃত করিবে সন্দেহ নাই ।

আমাদের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের আশঙ্কার সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই,—বঙ্গবাসী আৰ্য্য-বংশধরগণের দেহের শিরা-অস্থি, স্নায়ু-মজ্জা, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড, বংশ-পরম্পরা-ক্রমে যে ধাতুতে গঠিত, তাহাতে, সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জ্ঞানের তীব্র জ্যোতিঃর প্রত্যেক মোহন স্পর্শে সাবধানতা গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে । দেশকালপাত্রের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে, ভবিষ্যতে মৰ্ম্ম-বেদনা অনিবার্ধ্য ! ইহা প্রকৃতির নিয়ম । উদাহরণ রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে,—আমাদিগের দেশে মুসল-

মান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে রাজা প্রজাবৃক্ষের নিকট সম্মানলাভের অধিকারী। হিন্দুবংশধরগণের চক্ষে স্থাপতি ভূতপালন ভগবানের অবতার! তিনি, কেবল সম্মান নহে, হৃদয়ের ভক্তি এবং পূজা প্রাপ্ত হইবার অধিকারী। আর ইংরাজ-জার্মানের চক্ষে, ভূপতির প্রতি ভাগবততত্ত্বের আরোপ, নিতান্ত বিসদৃশ—পৌত্তলিকতার চিহ্ন বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। ফরাসী ও আমেরিকান, রাজার অধিকার স্বীকারে একবারেই পরাভূত! পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অন্তর্গত—শীতপ্রধান দেশোপযোগী—আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের আত্যন্তিক অহুকরণ প্রবৃত্তি উষ্ণপ্রধান বঙ্গদেশবাসীদের জীবনধারণ ব্যয়বাহুল্যে পরিণত করিতে পারে। এই সকল ও অন্যান্য কারণে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অবিচারিত অহুকর্তি,—সেই সভ্যতা-লোকের স্বখাহু-ভূতি, জীবন-সংগ্রামের কলে তিরোহিত হইয়া, পাশ্চাত্য আলোক সংস্পৃষ্ট বিলাস-কালিমা—সংঘম-হীনতা, আমাদিগের যুবকগণের অঙ্গে কালিমা ব্যাপ্ত এবং তাহার রাসায়নিক পরিবর্তনে, দেহ মন জর্জরিত করিয়া দিবার সম্ভাবনা।

এজন্য, আশঙ্কাবাদিদিগের আশঙ্কা একবারেই ভিত্তি হীন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-সঙ্গত পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতার অমঙ্গল অংশের কথা ভাবিয়া, একবারেই তাহা ত্যাগ করিলে, আমাদিগের অবনতি স্থনিশ্চয়। আমরা বুঝিতেছি, সেই সর্ব-নিয়ন্তা মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছায়, আমাদের পাশ্চাত্য জাতির সহিত সংস্রব ঘটয়াছে; —উন্নতির অভূত-পূর্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এ সুযোগ হারাইলে,—বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে,

—দণ্ড সাংঘাতিক ;—আধি-ব্যাধি-হুঃখ-দারিত্র-পীড়িত গরীবজাত  
বাঙ্গালী জাতির এই মহা সঙ্কটকণে অবনতি অনিবার্য্য !

আশাবাদীদিগের আশার কথাও একবারে উপেক্ষণীয়  
নহে । তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন, যে, পবিত্র সত্যের জ্ঞান,  
ভারতের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ নহে । পাশ্চাত্য মনীষিবর্গের  
জ্ঞানের জ্যোতিঃ, সত্যের মহিমায় বঞ্চিত, তাহা স্বীকার কর্যা  
যাইতে পারে না । আমরা এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইতে প্রস্তুত, যে,  
প্রাচীন ভারতের আৰ্য্য-ঋষিগণের হৃদয়ের ধন,—পবিত্র সত্যের  
জ্ঞান, কৰ্ম্ম-সাধনার প্রথম সোপানে আরম্ভ হইয়া, জ্ঞান-চক্রের  
মধ্যে,—কেন্দ্র স্থলে, বিশ্ব-নিয়ন্তার পবিত্র চরণ-স্পর্শে পর্য্যবসিত  
হইয়াছিল । আর, পাশ্চাত্য মনীষিগণের হৃদয়ের ধন,—পবিত্র  
সত্যের জ্ঞান, বহু শতাব্দীর পরে, কৰ্ম্ম-সাধনার প্রথম সোপানে  
আরম্ভ হইয়া, পার্থিব-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া, আৰ্য্য-ঋষিগণের পূর্ণ  
জ্ঞান-চক্রের পরিধি বেষ্টনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু, ইহাও  
স্বীকার করিতে হইবে, যে, প্রতীচীর ঋষি-কল্প জ্ঞানিবৃন্দের সাধনা-  
জিজ্ঞাসিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, এখনও ধরণীর সর্বত্র, দিবার স্পষ্ট আলোকে,  
এবং নিশার ঘোরাকারে, প্রচারিত হইয়া, তাঁহাদিগের অসীম  
লোক-হিতৈষণার সাক্ষ্য দান করিতেছে । আর, ভারতের স্বাধ্যায়-  
নিরত ঋষিকুলের, জ্ঞান-হোম-বহিতে, তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিজ্ঞান-  
হবিঃ-ধূপ-গন্ধাভূতির ফলে যে স্বাস্থ্যপ্রদ হোম-ধূমপুঞ্জ, বিশাল  
গগনে উদ্ভিত হইয়া, অমৃতবর্ষী মেঘপুঞ্জের সৃষ্টি করিত ;—মধুর  
বর্ষণে, ধারাকারে, ধরার জীবন-প্রবাহের তরঙ্গ-ধারা পরিবর্তন  
করিত,—বিজিতেন্দ্রিয় ধৰ্ম্ম-প্রাণ ঋষিবৃন্দের লোক-হিত-চেষ্টার  
সাক্ষ্য দান করিত, তাহা,—সেই অতীতের ব্যোম-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত

হইয়া, কল্পনায় পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছিল। কেবল, এক্ষণে, নিয়ত গবেষণায় নিরত, বহুশ্রুত মোক্ষ-মূল্য, ভট্টসোপেন-হাওয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদিগের চক্ষে, সাধনা প্রভাবে,—শ্রাম-ঘন-শিরে বিলয়-ভূয়িষ্ঠা সৌদামিনী ধনিকার চকিত দীপ্তির মত, প্রতি-ভাত হইয়া, সেই কৃতধী বিপক্ষিতবৃন্দের দ্বারা, স্বদূর অতীতের মঙ্গল বার্তা, আবার ভারত-সন্তানগণের নিকটে পৌঁছিতেছে;—আবার আর্থ্য-সন্তানদিগকে আর্ঘ্যোচিত পথ অহুসরণে উদ্দীপন করিতেছে।

এইরূপ মন্তব্যের গুরুতর প্রতিবাদ করিবার বাসনা আমাদের নাই। বিপুল ধরিত্রীর ক্রোড়ে অবস্থিত সর্ব প্রকার জাতির মধ্যে, আমাদের রাজার জাতি ইংরাজ, কর্ম ও জ্ঞানের সাধনায়, ধনবলে, জ্ঞানবলে, শক্তিবলে, শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছে। ইংরাজ প্রথমে রোমের পদতলে বসিয়া সাধনার শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিল। রোম, জ্ঞান লাভের আশায়, প্রাচীন জ্ঞান-গুরু গ্রীসকে গুরু-পদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। গ্রীসের কৃতিসন্তান ডিমোক্রিটস্ প্রভৃতি জ্ঞানিবর্গ, প্রাচীনতম যুগে, ভারতে পদার্পণ করিয়া, সংশিত-ব্রত কোবিদমণ্ডলীর চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া, কর-বোড়ে, গুরু-মুখ বিনির্গত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য অন্বেষণ করিয়াছিল। প্রতীচীর জ্ঞান-বৃদ্ধ সফ্রেটিসের সভা-মণ্ডপে, ভারতের অকুক্ষকর্ম্ম প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ভারতীয় দর্শনের নিগূঢ় রহস্য উল্কাটন করিয়াছিল। বহুকাল ব্যাপিয়া,—ইংরাজ, জাতীয়-উন্নতির কামনায়—সাধনার অহুষ্ঠান করিয়া, সিদ্ধি লাভ করিয়াছে;—উন্নতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি সে জাতি, কৈশের সাধনায়,—জ্ঞানের আরাধনায়, বিরত নহে।

বহুদূরার যত সভ্য-দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, বিধ্বস্তাখিলারাতিমণ্ডল ইংরাজ সে সকল সৰ্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতেছে। বৈদেশিক ও স্বদেশী কীৰ্ত্তিমান ও গুণবান ব্যক্তিবর্গের কৰ্ম-বহুল চরিতাখ্যান ইংরাজীতে অমূল্য করিয়া, ইংরাজ বালক ও যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জ্ঞানালোচনা-কল্পে অপৰ্য্যন্ত বিংশতি লক্ষ প্রকারের গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে ও প্রতি বৎসর চত্বারিংশৎ সহস্র প্রকাশিত হইতেছে। তাহার সাধনার এখনও বিরাম নাই, উত্তোগের সীমা নাই! তাই ইংরাজ ক্ষিতি-ব্যাপী বিস্তৃত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া, বল-দৰ্পে সংরক্ষিত রাখিয়া, অজেয় হইয়া রহিয়াছে। জাপানের শক্তির ভাণ্ডার-দ্বার একবার খুলিয়া দেখ দেখি! পৃথিবীর সকল স্বাধীন জাতির আজীবন সাধনায় সঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞান,—বৈদেশিক কৰ্মবীরগণের জীবনাদর্শ, তাহার সেই ভাণ্ডার মধ্যে, বিপুল প্রযত্নে সংগৃহীত। তাই আজ জাপান, ধরা-বাসী প্রভাপান্নিত জাতি সমূহের দ্বারা সাদরে আলিঙ্গিত হইতেছে!

আমাদের জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ণয়ের সমাধান কল্পে, আমরা বলিতে চাই,—আমাদিগকেও, প্রজ্ঞা-বৎসল ইংরাজরাজের আশ্রয়-চ্ছায়া-তলে, এইরূপে শান্তির সমীর হিলোল প্রবাহের কালে, ইংরাজের অহুসরণে, উন্নতির সোপানে, ধীর-পদ-বিক্ষেপে, আরোহণ করিতে হইবে। ধরণীর অধিবাসী,—জাতি নির্বিশেষে,—জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিমণ্ডিত আচার্য্যকুলের, এবং অর্থ-নীতি-বিশারদ শিল্প-কলা-কৌশলজ্ঞ ও জীবন সংগ্রামে ধুরন্ধর-গণের পদতলে বসিয়া, আমাদিগকেও জ্ঞানার্জন করিতে হইবে। সেই জ্ঞানের বার্তা বঙ্গবাসী যুবকবৃন্দের মধ্যে প্রচার করিতে



হইবে। স্বদেশী বিদেশী কস্ম-বীরগণের চরিত-মালা, সকল কারিয়া মাতৃভাষায় প্রচার করিতে হইবে। তাঁহাদিগের রচিত নীতি-কথা,—জ্ঞানের উপদেশ,—সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে ও তদনুসারে চলিতে শিখিতে হইবে। সেই সঙ্গে, ভারতের কল্যাণ-বুদ্ধি ঋষিবৃন্দের পবিত্র জ্ঞানের আলোচনায়,—পৌরুষ-হীনতা দূর করিতে হইবে,—বিলাস-বিদগ্ধ সজ্জাগ-লালসা পরিবর্জন করিতে হইবে,—প্রাচীন ভারতের কস্মের সাধনার আবার জীবন-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আর,—সেই তাপসারণ্যে সংযমের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার অনুকরণে, এই বঙ্গভূমে, পূর্ণ সংযমের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

স্বপ্নের কথা, ভারতের কস্ম-ক্ষেত্রে, এইরূপ সাধনা বহুদিন আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে সে সাধনার বিসরণ ও পূর্ণতা সাধনের প্রয়োজন হইয়াছে।





## পঞ্চম অধ্যায় ।

### বাঙ্গালীর সাধনা ।

বঙ্গের প্রধান আত্মাধিকরণে অধিষ্ঠিত অপ্রসিদ্ধ ধৰ্ম্মাধিকারী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কৈশোরে ও যৌবনে, বিদ্যালয়ে এবং গৃহে পাঠাভ্যাসে রত থাকিয়া—বিপুল সাধনা করিয়া, যেক্রমে সময়ের সম্যবহার করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল । তদীয় পুণ্যবতী মাতার প্রভাবে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পিতার সাবধানতার ফলে তিনি অনিন্দ চরিত্র লাভ করিয়াছেন । তিনি, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে গৌরবের সহিত এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, রায়-চাঁদ প্রেম-চাঁদ পরীক্ষা দিয়া দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন । তৎপরে, ব্যবহার-শাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রশংসা-পত্র লাভ করিয়া, বঙ্গের প্রধান ধৰ্ম্মাধিকরণে, ব্যবহারজীবের কার্য্য আরম্ভ করেন । অল্পকাল মধ্যে যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করতঃ, প্রভূত প্রতিপত্তি, ধনঃ এবং অর্থ উপার্জনে সমর্থ হইলেন ।

মানব-হৃদয়-কমল-দল-বাসিনী মহাশক্তি, সাধকের সাধনার প্রভাবে একবার মাত্র জাগরিতা হইলে, সাধক-হৃদয়ে শক্তির অনন্ত উৎস উচ্ছলিত হয় । সেই শক্তি-সংস্রুতিকে যে কোনও একটি উদ্দেশ্যভিমুখে একবার মাত্র পরিচালন করিতে সমর্থ হইলে,

বুঝিতে হইবে, সাধকের চেষ্টার ফলে, সেই কৰ্ম-সাধিনী শক্তি প্রবাহিনীকে, তারপর, যে কোনও দিকে ধতদূর ইচ্ছা প্রণোদন করিতে পারা যায় । ‘এই মহান্ সত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন,—জলন্ত প্রমাণ, আশুতোষের পবিত্র চরিত্রে প্রকৃষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে । চিত্র-বিজ্ঞা-বিশারদ চিত্রকর, যেরূপ, মলিন বস্ত্রের উপর নয়ন-রঞ্জন দৃশ্য-পট অঙ্কন করিবার জন্য শত চেষ্টা করিলেও, বাহ্যমত স্থানান্তরার্থে বর্ণনিচয় পরিস্ফুট করিতে পারে না, তদ্রূপ, শতাধিক গুণ সম্পন্ন মানবের, একমাত্র সচ্চরিত্রতার অভাবে, ‘মহুয্যস্ত বিকাশী গুণ-পরম্পরা অভিব্যক্ত হইতে পারে না । আশুতোষের উন্নত চরিত্রের অন্তরালে তদীয় গুণবতী জননীর পবিত্রতা এবং জনকের ওজস্বিতা যেন এখনও স্ফুটিত রহিয়াছে !

আশুতোষ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া বহির্গত হইবা মাত্র, সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানগুলীর দ্বারা উচ্চ পরীক্ষার পরীক্ষকের পদে বৃত্ত হইলেন । ব্যবহার-জীবের কার্য্যে তাঁহার প্রচুর ধনাগম্য হইতে লাগিল, তথাপি বিদ্যালোচনার প্রতি তাঁহার অমুরাগ জীবন ব্যাপী স্থায়ীভাবে পরিণত হইল । অর্থিপ্রত্যর্থীদিগের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও, এবং অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানালোচনায় বিভ্রত হইয়াও, তিনি, ডি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । ব্যবহার-শাস্ত্রে তাঁহার অসীম বৃৎপত্তি সন্দর্শনে প্রধান বিচারপতি এবং কর্তৃপক্ষরা প্রীত হইয়া তাঁহাকে অঙ্গর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকের পদে নিয়োগ করিলেন । স্বল্প স্বর্ণ-সুত্র, যদ্রূপ, বিপুল ভার বহনে সমর্থ হই, তদ্রূপ, তদীয় জীবনোমুখী ধীষণা অপরিমিত কৰ্ম্মভার অবলীলাক্রমে বহন করিতেছে ।

যৌবনে যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পবিত্র মন্দিরে শত সহস্র পরীক্ষার্থীদিগের সহিত অপরিচিত ভাবে প্রবেষ্ট হইয়া পরীক্ষা দিয়াছিলেন,—যে বৃহৎশালীর অধীনে পরীক্ষকের কক্ষ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত ভাবিয়াছিলেন, প্রৌঢ় কালের প্রথমে সেই বৃহৎশালী পরিশোধিত বিশ্ব-বিদ্যালয় মহা সভার কর্ণধার রূপে,—ভাইস্-চান্সেলারের পদে অষ্ট বৎসর কাল অধিষ্ঠিত থাকিয়া, স্বীয় জ্ঞানালোচনা এবং বিচারকের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াও প্রচুর অবকাশের সৃষ্টি করিয়া, আমাদিগের বঙ্গ-গৌরব আশুতোষ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আমূল সংস্কার বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন ।

গণিত-শাস্ত্রে, আশুতোষের যশোগরিমা, সমগ্র ভারতখণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া, স্বদূর পশ্চাত্য দেশে, মনীষিবর্গের সমাজে, পারিজাত কুসুমের স্বদূর ব্যাপ্ত পরিমলের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে । গণিত-বিজ্ঞান-বিশারদ ইংলণ্ডের পণ্ডিত-সমাজ, ঠাঁহাদিগের বিশ্ব-বিখ্যাত গণিতালোচনী সভাতে, সফেন-সাগর-তরঙ্গ-চূষিত-চরণা, তুঙ্গ-শৃঙ্গ-হিম গিরি-মুকুট-পরিশোভমানী, শ্রামল-চেলাকুল-প্রবৃদ্ধা, তপোবন-বাসিনী, ত্যাগ-ধর্ম্ম-পরিশালিনী, অনন্দাশ্রু-প্লাবিত-বদনা বঙ্গ-লক্ষ্মীর কৃতীসন্তান আশুতোষকে সদস্য পদে বরণ করিয়া সমগ্র বঙ্গ-বাসীর কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন ।

বিগত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভা-মণ্ডপে, ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও বাঙ্গলার লাট বাহাদুর, হাইকোর্টের বিচারকবৃন্দ এবং বাঙ্গলার পণ্ডিত সমাজ সমক্ষে, যখন জর্জন সাত্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী রাজকুমারকে, ডি, এল্, উপাধি দানে বিভূষিত করা হয়, সেই সময়, প্রশংসা-পত্রখানি

যুবরাজের হস্তে দান করিবার ভার বঙ্গ-বাণীর প্রিয়তম সন্তান আশুতোষের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার এই গৌরবে বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে।

আমাদিগের সংস্কৃত-শাস্ত্র-বিশারদ বৃহৎসলী, সাধু-জন-সংসর্গ-জনিত-সত্ব-বুদ্ধি আশুতোষকে, সরস্বতী ও শাস্ত্র-বাচস্পতি উপাধি দান করিয়া, তাঁহার নানাবিধ কর্ম-সংঘটিত জীবনে সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার উপযুক্ত পুরস্কার বিধান করিয়াছেন। আশুতোষের এই বিশ্ব-বিজয়িনী প্রতিভা,—জগতেব পণ্ডিত-সমাজে একরূপ যশোগরিমা, সময়ের সদ্যবহার, তীব্র সাধনা, অধ্যবসায়, এবং, রাজ-কার্যের জন্ত বিপুল পরিশ্রমের মধ্যেও জ্ঞানালোচনার উদ্দেশ্যে অবকাশের সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যের ফলেই অর্জিত হইয়াছে।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণের ব্যবহার-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত-বর রাম বিহারী ঘোষ, ব্যবহারজীবের কার্যে সবিশেষ ব্যস্ত থাকার মধ্যেও, যে রূপ, এই বৃদ্ধ বয়সে, ব্যবহার-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্ত অবকাশের সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমাদের উন্নতি-প্রয়াসী ব্যবহার-বিধি-ব্যবসায়ী যুবকবৃন্দের পক্ষে অবশ্য অমুকরণীয়। ভাক্তার ঘোষের—ব্যবস্থা-শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান, ও সর্ব-তত্ত্ব-ভেদিনী প্রতিভা,—অসাধারণ অধ্যবসায়, এবং, জ্ঞানার্জনের প্রতি অনন্তসাধারণ অমুরাগ, ও কর্মময় জীবনে অবকাশের সদ্যবহারের ফলে ও অপূর্ব সাধনার বলে অর্জিত হইয়াছে। বাঙ্গলার বিখ্যাত কৌশলী, উকীল, শিল্প-বিদ্যা-বিশারদ বা চিকিৎসকদিগের মধ্যে, পণ্ডিতবর ঘোষের ত্রায় প্রভূত অর্থোপার্জন করিতে, এবং, সেই অর্থের সদ্যবহার করিতে, অতি অল্প ব্যক্তিই সমর্থ

হইয়াছেন। তদীয় গৃহে অৰ্থাগমের বিরাম নাই,—অৰ্থ ও প্রত্যর্থীর গমনাগমনে বিশ্রামের স্থযোগ নাই, অথচ ব্যবহার-শাস্ত্রের আলোচনা তাঁহার নিকট অর্থোপার্জন অপেক্ষা প্রীতিকর। কৰ্মময় জীবনে অবকাশের সৃষ্টি করিয়া, ব্যবহার-শাস্ত্রের আলোচনায়, ডাক্তার-ঘোষ, সেইকাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

সময়ে সময়ে, পণ্ডিতবর ঘোষ উপৰ্জন-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া, ব্যবহার-জীবের কার্য সুগত রাখিয়া, ব্যবহার-সংহিতার আলোচনায় স্বগৃহে কালাতিপাত করেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র রাস বিহারী, এই প্রাচীন বয়সে, পীড়িত হইয়া চিকিৎসকের দ্বারা বিশ্রামলাভ করিতে উপদিষ্ট হইলেও, জ্ঞানার্জনের জন্ত পরিশ্রম করিতে এক দণ্ডের জন্তও বিরত নহেন। তদীয় বিশ্রাম কক্ষে, সে সময়েও, অৰ্থ ও প্রত্যর্থীরা রাশি রাশি অর্থ লইয়া তাহা গ্রহণ করিবার জন্ত ডাক্তার ঘোষকে সাপনা করিয়া থাকেন। তখন, তিনি, প্রচুর রক্ত থণ্ডে বানংকারে বিরক্ত-চিন্ত হইয়া, তাঁহাদিগের অগোচরে, বারিদপুঞ্জ-চুষিত \* তুষার-সজ্জাত-নিপাত-শীতল সুদূর শৈল-শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু, \* সেখানে ও তাঁহার ব্যবহার-শাস্ত্র আলোচনার নিবৃত্তি নাই,—স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্ম-ভূমির মঙ্গল কামনার বিরাম নাই! এই মহান্ কৰ্ম-বীর স্বদেশের যুবকবৃন্দের অন্নচিন্তায় কাতর হইয়া, আজীবন সঞ্চিত দশ লক্ষ মুদ্রা, কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে, এবং হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়-স্থাপনের উদ্দেশে এক লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া যুবকদিগের অর্থকরী বিদ্যার্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পুণ্য প্রতাপ কৰ্ম-বীর পণ্ডিতবর রাস বিহারী ঘোষের ত্রায় জ্ঞানার্জন করিতে, অর্থোপার্জন করিতে, যশোগৌরবে বিমণ্ডিত

হইতে, কোন্ বাঙ্গালী যুবক আকাশ না করেন? সকলেই ইচ্ছুক। তাঁহাদের ইচ্ছা নাই কেবল ডাক্তার ঘোষের জায় জ্ঞানার্জনে যত্ন ও উদ্যোগ করিতে, সাধনা করিতে, ধৈর্য ধারণ করিতে,—সেই মহানু যশোগৌরব লাভের উপযোগী পণ বিনিময় করিতে;—আর নাই তাঁহাদের,—আত্মোন্নতি লাভোপযোগী ব্যবসায়, অধ্যবসায়, এবং সময়ের সম্ভাবহার রূপ উপযুক্ত নিষ্কর্য দানের অভিনায।

উদীচীন-প্রাস্ত-স্পর্শী চিকুরজাল-বিলুপ্তিতা, নিব্বার-বন্ধারে মঞ্জীর শিজ্জিতা, সাম-নাদ-মুখরিত তাপসারণ্যের হোম-ধূম-ত্রফিতা, অতীত-গৌরব-পর্ধ্যাক-শায়িতা, উষা-জ্যোতিঃ-বিদ্যোত জ্ঞান-কোম-পরিধানা, প্রাচীনা বঙ্গ-লক্ষীর স্নসন্ধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জগদীশ চন্দ্র বসু, মহেন্দ্র 'লাল সরকার, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, চিকিৎসক-শ্রেষ্ঠ চুনীলাল বসু, গণিত-বিদ্যা-বিশারদ গৌরিশঙ্কর দে, বিপিন বিহারি গুপ্ত, কৌশলী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিশারদ গিরিশ চন্দ্র বসু, পণ্ডিত চূড়ামণি জ্ঞানকী নাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উন্নত চেতা মহাত্মগণের জ্ঞানার্জনের জন্ত সাধনা অতুলনীয় বিপুল পরিশ্রমে, অদম্য অধ্যবসায়ে, অপূর্ব সাবলম্বন গুণে, নিরবচ্ছিন্ন সাধনার পরে তাঁহাদিগের বর্তমান পদ-গৌরব লাভ হইয়াছে; তাঁহারা প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হইতে সমর্থ হইয়াছেন। উপযুক্ত পণ বিনিময়ে, তাঁহারা,—এত দিনে, উন্নতির উচ্চতম সোপানে পদার্পন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদি কোনও সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন বঙ্গীয় যুবক, উন্নতির উচ্চতম শিখরে অবস্থিত উক্ত সাধু-চরিত সিদ্ধ-কাম সাধকগণের পাথে স্থান লাভ করিতে বাসনা করেন, তবে,—উক্ত উন্নত চরিত আজীবন সাধকগণের অন্তরূপ সাধনা তাঁহাকে সাধিতে হইবে,—সেই রূপ

উদ্যোগ, সেইরূপ অধ্যবসায়, এবং, সেইরূপ দৃঢ় মনোভিনিবেশের সহিত সাধনা করিয়া, তাঁহাদিগের পাশ্বে স্থান গ্রহণ করিবার অধিকার তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে ।

জাতীয় পূর্ব-মহত্বের স্মৃতি, পূর্ব-গৌরবের স্মৃতি, পূর্ব-মহুস্যাভ্যেব স্মৃতি, বাঙ্গালী কি এক অভিনব কুহকে পড়িয়া বিম্বৃত হইয়াছিল ! এই সেই বঙ্গ-ভূমি, যথায় একদা মিলনের মহান সঙ্গীতে দিক্দিগন্ত মুখরিত হইয়াছিল ;—যেখান হইতে বাঙ্গালী কৰ্ম্মবীরগণ বঙ্গীয় নৌ-বাহিনী সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের সফেন সুনীল তরঙ্গ-ভঙ্গ চূর্ণ করিয়া, একদা ভারত-মহোশ্মিমালীর ললাট-মণি, চির-ধন-বত্সপূর্ণ স্বর্ণ-লঙ্কায় পদার্পণ করিয়াছিল,—সিংহলবাসীদিগের বিপুল বক্রখিনীর মদগৰ্জ্জ চূর্ণ করিয়া রাজ্য পত্তন করিয়াছিল । শিল্প-কলা-কল্লনার বিলাস-ভূমি এই সেই বঙ্গ-ভূমি, যেখান হইতে বহির্গত হইয়া,—বহুদূরে,—সাগর পারে, নীল উন্মিমালা-বিধৌত-তট যবদ্বীপের শ্যামল ব্রক্ষে, বাঙ্গালী বীরদল,—রাজ্য বিস্তার এবং উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল,—বঙ্গীয় সভ্যতা, বঙ্গের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-কলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । এই সেই বঙ্গ-ভূমি, যাহার সপ্তগ্রাম-বন্দর ও চট্টগ্রামের পোতাশ্রয় হইতে বিশালকায় অৰ্ণবযান,—শ্যাম-ব্রহ্মদেশ, মালয় ও চীনের কূলে কূলে পণ্য বহন করিয়া জাতীয়-পতাকা তুলিয়া সগৌরবে ফিরিয়াছিল । বঙ্গের ভাস্কর-স্থপতি-শিল্পিগণ, আপানে—কোচীনে, প্রশান্ত মহোদধির বক্সোশোভ দ্বীপপুঞ্জে,—সুচারু হস্ত্য, কাক্কাৰ্য্যময় তুচ্ছ মন্দিরমাজি নির্মাণ করিয়া শিল্প চাতুৰ্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল । বাঙ্গলার মছলিনে, স্বর্ণ-সূত্রে গ্রথিত পুষ্প-শোভা সংযুক্ত কোমর বসনে, একদা, রোম-সাম্রাজ্যের ধন-কুবেল-বনিতাদিগের স্বকুমার অঙ্গ



সুশোভিত হইয়াছিল । এই বঙ্গভূমি,—ধনে ও ধর্মে, জ্ঞানে ও কর্মে, এতদিন বিশ্বে বরেন্য হইয়াছিল । বাঙ্গলার গৌরব স্মার্ত রঘুনন্দন স্মৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠায় অমর্য্য লাভ করিয়াছিলেন,— নৈয়ায়িক পণ্ডিত গদাধর মিশ্রিলা হইতে ত্রায়-শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া। নবদ্বীপে ত্রায়-শাস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্রস্থল করিয়া, বাঙ্গলার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন । জানি না, সেই অপূর্বোজ্জ্বল শাস্ত্র মহিমা, কি এক উৎকট অভিসম্পাতে, বিকট কালের অট্টহাস্তে পরিণত হইয়াছে !

সে সকল সুধামাণালিনী স্মৃতি, বাঙ্গালি জাতি, বিশ্বত্বির অতল সলিলে বিসর্জন করিয়াছিল । এতদিন জ্ঞানান্বেষণার্থী বাঙ্গালী যুবকদিগের জ্ঞানান্বেষণে বিদেশ গমনের পথে, কালাপানি কালাপাহাড় রূপে উন্নতির বন্ধ রোধ করিয়া রহিয়াছিল । বাঙ্গালী যুবকগণ আপনাদিগকে পক্ষু ভাবিয়া নিজীব সাজিয়া এতদিন বসিয়াছিল । এত দিন বাঙ্গালী ভাবিতেছিল,—জাপানীর জীবন, ফরাসীর জীবন, জার্মানী ও আমেরিকাবাসীদিগের জীবনই ধন্য ! সেই সকল জীবনেই মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভবপর, তাহাদের জীবনই সার্থক, আর বাঙ্গালী জীবন—নিরর্থক—অসার, মনুষ্যত্ব গঠনোপযোগী উপাদান শূন্য ! বাঙ্গালীর জীবন-ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের বীজনিচয় অঙ্কুরিত হইতে পারে না ।

সত্য বটে,—অমনুষ্যত্ব প্রবর্দ্ধক জুগুপ্সা, পরাহিত চেষ্টা, ও মোহ-কুজাটিকায়, এবং প্রভিন্নাজ্ঞনরাশি-সন্নিভ জাত্য-দোষাক্ষকারে গৌরব-কীরিট-ভূষিতা অমিতৈশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গ-জননীর কনক-সৌর-কান্তি বহুকাল ব্যাপিয়া আবৃত ছিল । সত্য বটে,—  
তীব্রতরায় জ্ঞানাত্তমালীর বিজ্ঞান-কিরণমালা,—বহুদিন,—

বঙ্গের আকাশে বর্ষিত হয় নাই,—জ্ঞানরূপী সুধাংশু বঙ্গের গগনে উদ্ভিত হয় নাই,—জ্ঞান-জ্যোতিঃ-বিকাশী একটি নক্ষত্রও বঙ্গের তমোময় অনঙ্গে বিকিরিত করে নাই;—প্রাচীন ঐশ্বৰ্য্যের রত্নসম্ভবা বিভা বিভাসিতা হয় নাই! সত্য বটে, এতদিন, উদ্যম-হীন, যত্ন-হীন অধ্যবসায়-হীন বাঙ্গালী, জড়তার তম-ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল! বাঙ্গালী জাতির জীবন-ক্ষেত্র, সত্যই, ঊষর ভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছিল!

কিন্তু, আজ, ভরসার কথা বলিবার আছে;—আশার সুবর্ণ রেখা, প্রাচী ভালে—জ্বলদ-পটল-শিরে দেখা দিয়াছে! আজ,—বঙ্গের গৌরব আশুতোষ, দেব-কুমার, রামেন্দ্রসুন্দর, গুরুদাস, কৃষ্ণগোবিন্দ, আমীর আলি, মহেন্দ্রনাথ রায়, আলি ইমাম, ফণীন্দ্র লাল গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মহেচ্ছ মনিষ-সম্পন্ন বাঙ্গালী কৰ্ম্মবীরগণকে সম্মুখে দেখিয়া, বাঙ্গালি-জীবন—অসুস্থ, মনুষ্যত্ব-বীজ বপনের অল্পযোগী ক্ষেত্র, এ ধারণা বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যুবকগণের আলস্য-তন্দ্রা তম-ঘোর বিদূরিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ, আজ, ঐ সকল বাঙ্গালী কৰ্ম্মবীরগণের সঙ্গ-সান্নিধ্যে অল্পপ্রাণিত হইয়া,—স্বজাতির আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া,—রাজার প্রতাপে গর্জিত হইয়া,—দেশের মঙ্গল হৃদয়ে পোষণ করিয়া,—যন্ত্র-শিল্প ও বিবিধ অর্থকরী কলা-বিদ্যা শিখিতে,—এবং, বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে রত্ন সংগ্রহ করিতে, খেতাজিনীর প্রিয় নিকেতন, শিল্প-কলার বর্ত্তমান লীলা-ভূমি,—এবং, দশজুজার বাস-ভবন,—জাপান জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলণ্ড, প্রভৃতি গৌরবোন্নত দেশ নিবহের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এবং, ঐ সকল দেশের

বিদ্যালয় সমূহ হইতে কত বাঙ্গালী যুবক, চিকিৎসা-বিদ্যা, যন্ত্র-শিল্প ও ললিত কলার পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিয়া, বাঙ্গালীর জাতীয় সম্মান পরিবৰ্দ্ধন করিয়া, পরস্পরে বাহুতে বাহু বন্ধন করিয়া, জীবন-সংগ্রামে জন্ম-ভূমির গৌরব-বৈজয়ন্তী বহন করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। বঙ্গের কর্ম-ক্ষেত্রে, তাঁহারা, আপনাদিগের জ্ঞান গরিমার পরিচয় দান করিয়া, নবীন বাঙ্গালী যুবকদিগের প্রাণে আশা ও উৎসাহের অমৃত-ধারা সিঞ্জন করিতেছেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্মাধিকরণে,— বাঙ্গালী কৌশলী সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিংহ, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ, ইংরাজ জাতির গৌরব স্বরূপ জ্যাকসন্, গার্খ্ প্রভৃতি বুদ্ধবৃন্দকে বাক্-বুদ্ধে,—ব্যবহার-শাস্ত্রের কূট-তর্ক-জালে পরাভব করতঃ লক্ষ লক্ষ মূল্য উপার্জন করিতেছেন। আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি বাঙ্গালী,—ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহের প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্রগণকে, গণিতের উচ্চতম পরীক্ষায়, পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরাভব করিয়া, র্যাংলায় হইয়া, খেতাবীপের বৃধমণ্ডলি প্রদত্ত জয়মালা কণ্ঠে ছুলাইয়া, বাঙ্গালী ছাত্রের নাম উজ্জল করিয়া-ছেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিশারদ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎ-কুমার মল্লিক, রাধাগোবিন্দ কর—প্রভৃতি,—ইংলণ্ডে চিকিৎসা বিদ্যায় বৃৎপত্তি লাভ করিয়া, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্ম-ভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া, পীড়ায় কাতর বঙ্গবাসিগণকে নিরাময় করিতেছেন। চিকিৎসক-শ্রেষ্ঠ নীলরতন সরকার, প্রাণকুট আচার্য্য—প্রভৃতি, স্বদেশে স্ব স্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া, দেশবাসীদিগের রোগ তাপ দূর করিবার জন্ত, এবং, চিকিৎসা বিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্ত, কায়মন সমর্পণ করিয়াছেন। বিলা-

তের কুপান্ধীল কলেজ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ রায় ভারতের তার এবং ডাক বিভাগের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, বাঙ্গালীর কৰ্ম-শক্তির সাক্ষ্য দান করিতেছেন। পুতঃস্বভাব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণচন্দ্র দে, সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক, সতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, যৌবনের প্রারম্ভে, মাতা পিতা আত্মীয় স্বজনগণকে ছাড়িয়া, ইংলণ্ডে বাস করিয়া, সিভিল-সৰ্বিস পরীক্ষায় অপরূপ সত্যতম দেশবাসী সতীর্থ-প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাভব করিয়া, গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, শাসন বিভাগে বাঙ্গালীর কার্য-কারিণী শক্তির পরিচয় দিয়া, ইংরাজ রাজপুরুষবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ঋষিবর ও শ্রীলাহর মুখোপাধ্যায়—কান্মীরে, কাঞ্চিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সংসারচন্দ্র সেন—জয়পুরে, রমেশচন্দ্র দত্ত—বরোদায়, হরিবর মিত্র—ময়ূরভঞ্জের দেলৌরাজ্যে স্থপালন, ও, বিচার-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালী জাতির শাসন-সামর্থ্যের পরিচয় দান করতঃ, আমাদিগের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। উপরোক্ত বঙ্গীয় কৰ্ম-বীরগণ প্রমাণ করিয়াছেন, যে,—অবনী-মণ্ডলের অপরূপ উন্নতিশালী সভ্যজাতীদিগের ন্যায়, বাঙ্গালীর পক্ষে, সাধনার দ্বারা উন্নতি ও গৌরব লাভ এবং অর্থার্জন করা অসম্ভব নহে।

কালের অমাহুষিক পরিবর্তনে, কার্য্যকর ও উন্নতি-বিধায়ক কৰ্ম-শ্রোত বঙ্গ-সমাজের সকল স্তরেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনেক দরিদ্র-সন্তান, নিতান্ত নিরাশ্রয়ে, কেবল স্বাবলম্বন স্তানে, দেশে বিদেশে গমন করিয়া, বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়া, আপনাদিগের উন্নতি-সৌধ আপনারা নিৰ্ম্মাণ করিতেছেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গতঃ বিকুলীয়া গ্রাম নিবাসী দরিদ্র-সন্তান আন্তোষ জানা, অপ্রাপ্ত যৌবনে আমেরিকা গমন করিয়া, যুক্ত-রাজ্যের একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, পৃথিবীর নানাদেশ হইতে সমাগত সতীর্থগণকে বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় পরাভব করিয়া, চারি বৎসর কালের জ্ঞান,—বার্ষিক অষ্ট সহস্র মূল্য বৃত্তি লাভের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি, বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানে গবেষণার দ্বারা নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার উদ্দেশে,—দুরূহ কর্ম-ক্ষেত্রে কঠিন সাধনায় আপনাকে নিয়োগ করিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক শিক্ষা-কেন্দ্রের অভিমুখে বাঙ্গালী শিক্ষার্থীরা জীবন-সংগ্রামের সহস্র সংঘর্ষণে জয়লাভ করিবার জ্ঞান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া প্রভঞ্জন বিতাড়িত শাখাচ্যুত পত্রসমূহের মত ছুটিতেছে। বাঙ্গালী-জাতি উন্নতির বন্ধে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা এক্ষণে সকলকেই বিশ্বাস করিতে হইবে।

ভগবানের আদেশে, প্রকৃতি-রাণী, তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডারের প্রশস্ত দ্বার সমূহ আমাদিগের জ্ঞান উন্মুক্ত করিয়াছেন। সহস্রাব্দের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিতা ভাগ্য-লক্ষ্মীর মন্দির-চত্বরে দণ্ডায়মান হইয়া, চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই, প্রকৃতি-ভাণ্ডারের উন্মুক্ত দ্বার সমূহ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সকল সন্তানই সেই ভাণ্ডারস্থিত ধন-রত্নের অধিকারী। কেবল কায়িক ও মানসিক শ্রমের ভয়ে, বিকল-চিত্ত হইয়া, নয়ন মুদ্রিত করিয়া, অন্ধ শাঙ্গিয়া গৃহ-প্রান্ত্রণে বসিয়া থাকিলে,—স্বস্থ শরীরে আপনাকে খঞ্জ ভাবিয়া ভাগ্য-লক্ষ্মীর মন্দিরোদ্দেশে যাত্রা করিতে অসম্মত করিলে,—স্বচ্ছায় ভগবদত্ত ধন-রত্ন ত্যাগ করিতে চাহিলে, বাঙ্গালীর দুর্দশা কোন দিনই অপঃসৃত হইবে না। বরং, দিন

দিন অবনতির অন্ধাকরময় গভীর গহ্বরে আমাদিগকে নিপতিত হইতে হইবে। ঐ দেখ, আমাদিগের নয়ন সম্মুখে, আমাদিগেরই প্রতিবাসী জাপানিগণ, ঐ দেখ সব অভূষিত যুক্ত-রাজ্যবাসিগণ, বিজ্ঞান-নিঃশ্রেণি আশ্রয়ে উন্নতি-শিখরে—ভাগ্য-লক্ষ্মীর মন্দির-চত্বরে আরোহণ করিয়াছেন। প্রকৃতির অতুল ধনে ধনী হইয়া, আমাদিগেরই রাজার জাতি ইংলণ্ডবাসিগণ, আদর্শরূপে, উন্নতির উচ্চতম শিখরে—ভাগ্য-লক্ষ্মীর মন্দির-দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্ত আমাদিগকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছেন! সময় আসিয়াছে! বঙ্গবাসী যুবকগণ! এস, আমরা অগ্রসর হই!

উপরোক্ত বাঙ্গালী কৰ্ম্মবীরগণের সাধনা সিদ্ধ হইতে দেখিয়া, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে, অনেকেরই আলস্ত-তন্দ্রা তিরোহিত হইয়াছে,—অনেকেই উন্নতি-শিখরে পৌঁছিয়াছেন,—অনেকেই অগ্রসর হইতেছেন। আমরা যে সকল মোহগ্রস্ত বঙ্গবাসী,—জড়-পিণ্ডবৎ, স্থপ্তোখিত নিশ্চেষ্টবৎ, এখনও পশ্চাতে পড়িয়া আছি,—উপরোক্ত সিদ্ধ-সাধক বাঙ্গালী কৰ্ম্ম-বীরগণের সাফল্যের বিষয় অবগত না হইয়া, আমরা সভ্য জগতের উন্নতিশালী জাতি সকলের সংবাদ না রাখিয়া,—কুপ-মণ্ডুকবৎ, অবনতি-প্রহির অবসাদ-সলিলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া, অহঙ্কারে ক্ষীত-বক্ষ হইয়া, স্বর্গ-মন্দাকীর সুখ-ধারায় নিমগ্ন ভাবিয়া, কল্পনা-জনিত সুখের আবেশে মুগ্ধ আছি, আইস, ভ্রাতৃগণ! আমাদিগকেও চলিতে হইবে। বস্তুজ্ঞার কৰ্ম্ম-ক্ষেত্রে, ঐ গুন! ঘন ঘন কাল-ভেরী বাজিতেছে! আমাদিগের সকলকেই ডাকিতেছে! আমাদিগকেও সাড়া দিতে হইবে। দূরাগত ভেরি-নাদ,—বাঁশরি-স্বর-লহরীর মত, বাঙ্গালীর

কর্ণে মোহন তানে প্রবেশ করিতেছে ! আমাদিগের সকলকেই, আনন্দ-বিস্ফারিত চক্ষে, উৎসাহোদ্বেলিত বক্ষে, জ্ঞান-গন্ধোত্রি-স্নাতঃ-প্রাণে, কর্তব্য-পরিচালিতাকম্পিত চরণে কৰ্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে । সমুদয় বাঙ্গালীকে আবার পুরুষত্ব বিধায়ক কৰ্মের সাধনায় মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে । বাঙ্গালী জাতিকে, ভগবানের সম্মুখে, তাঁহারই রক্ত-মঞ্চে, ধরণীর সমুদয় সভা এবং উন্নতিশালী জাতি সমূহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, মনুষ্যত্বের পরিচায়ক গুণাবলীর পরীক্ষা দান করিতে হইবে ;— আবার বাঙ্গালী জাতিকে গৌরব-মুকুট শিরে ধারণ করিতে হইবে ;—বাঙ্গালীর দয়া-ধৰ্ম্ম-দাক্ষিণ্য, সার্বজনীন হিত-চেষ্টা, জ্ঞানের অৰ্জুন, দোষসমূহের বর্জন, শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞানের বিস্তার, এবং কালের সম্ভাব্যরাশিত আমাদের প্রাচীন গৌরবের বিজয় কেতন-নিচয় সত্যানিলের পবিত্র হিলোলে উড্ডীন করিয়া, আবার জগৎবাসীকে আনন্দিত ও সম্বর্দ্ধিত করিতে হইবে । বাঙ্গালী যুবকগণকে কৰ্মের নিশান দৃঢ়-মুষ্টিতে ধৃত রাখিয়া,—ধৰ্ম্মের বিষণ্ণ প্রলয়-প্ৰয়োধি-গর্জনে নিন্দ করিয়া, এখনও যেসকল বাঙ্গালী আলস্তের কোমল শয্যায় শয়িত, তাহাদিগের জাড্য-সজ্জাত মোহ-তন্দ্রা ভগ্ন করতঃ, উন্নত এবং বিজ্ঞান সম্মত জীবিকার আশ্রয়ে, বাঙ্গালার “অন্ন-চিন্তা চমৎকার” দূর করিবার উদ্দেশে, সাধনার ক্ষেত্রে, পূৰ্বোক্ত কৰ্ম-যোগ সাধনায় সিদ্ধ সাধকবৃন্দের অনুসরণে সাধনায় যোগদান করিতে হইবে ।



## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

### জাতীয় লক্ষ্য ।

সকল সভ্য জাতিরই এক একটি লক্ষ্য আশ্রয় করিয়া উন্নতি লাভ করিতে হয় । এ বিষে লক্ষ্য প্রধানতঃ দুইটি । পাশ্চাত্য বিপশ্চিৎবুদ্ধ তাহাদিগের একটিকে বিষয়-মূলক, এবং অপরটিকে ধর্ম্মমূলক নামে নির্দেশ করিয়াছেন । আর্য্য-ঋষিগণ সেই দুইটির প্রথমটিকে পরা, এবং দ্বিতীয়টিকে অপরা নামে অভিহিত করিয়া-ছিলেন । প্রাচীন গ্রীকজাতি, বিষয়-মূলক লক্ষ্যের অনুসরণে তাহার সর্ব্বাঙ্গের পরিপুষ্টি বিধান করিতে করিতে, উন্নতি শিখরে আরোহণ করিয়াছিল কিন্তু, তাহার জাতীয় সকল স্তর শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয় নাই । সে জ্ঞাত গ্রীক-জাতির অবনতি ঘটিয়াছিল ।

বিষয়-মূলক লক্ষ্যের অন্তর্গত,—বীরত্বে, গর্বে, জ্ঞানে, ধনে, অদ্বিতীয় রোম, উন্নতি লাভ করিয়াছিল,—উন্নতি-শিখরের অতি উচ্চস্থানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—সাম্রাজ্যের পরিণাহ লক্ষ্য করিয়া । কিন্তু, সে জাতিরও শিরোদেশ মাত্র জ্ঞানের শক্তি-বারিতে অভিসিদ্ধিত হইয়াছিল । তাহার পেলবান্সসমূহের শিরা ধমনিতে সে শক্তিধারা প্রবাহিত হয় নাই । সেই বিশাল সাম্রাজ্য যখন কম্পাশিত হইয়া উঠিল, তখন তাহার



মস্তিষ্ক শ্রান্ত,—তদ্রাচ্ছন্ন, দেহ আলস্য ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিল । যখন পর-পদাঘাতে সেই বীৰ্য্য-সিতৌপল-বিগঠিত অভ্র-ভেদী উন্নতি-সৌধ বিচূর্ণিত হইয়া গেল, তাহারও বহুকাল পরে তদ্রা ছুটিল,—আলস্য তিরোহিত হইল । তারপর, ধীরে ধীরে আবার রোম উঠিতেছে,—সর্ব্বদা এক্ষণে জ্ঞানবারি সিঞ্চে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে ।

এত বড় যে মুসলমান জাতি,—অত বড় হইয়াছিল, কি করিয়া? উচ্চ হইতে নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত—এক—ধর্ম্ম প্রচারকে লক্ষ্য করিয়া,—এক-প্রাণতার মহোৎসবে সমবেত হইয়া, কর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রসারণ করিতে করিতে, সে জাতি অত উন্নতি লাভ করিয়াছিল ।—কিন্তু, শিক্ষালোকের অভাবে, সঞ্চিত অন্তর-মালিন্য লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় নাই ; সর্ব্বদা পরিপুষ্ট হইবার অবকাশ লাভ করিতে পারে নাই ;—সে কারণে প্রধূমিত অন্তঃবিপ্লব উদ্ভাচ্ছাদিত ছিল নাত্র, কখনও নির্ঝগ লাভ করে নাই । সেই জন্য অত বড় জাতি ধ্বংশের মুখে অত সহজেই অগ্রসর হইয়াছিল । কিন্তু, সুখের কথা, শিক্ষার-সুবর্ণালোক তাহার সর্ব্ব স্তরে দেখা দিয়াছে ।

আর, সাগরে,—শিখরে, অরণ্যে-কান্তারে, ভূধর-গহ্বরে, খনির তিমিরে, নদে-হ্রদে দৃশ্যমান বিশ্ব-ব্যাপী ব্রিটিশ জাতি ? যে পিশিতাশী জাতির প্রত্যেক জিঘৎসু মানব, এক দিন—সে বেশী দিনের কথা নয়,—কয়েক শতাব্দী মাত্র পূর্বে, বৃক্ষত্বকে ও পশু চর্ম্মে অঙ্গ আবৃত করিয়া, পৃষ্ঠে তুণ, ধনুর্ঝণ করে, বনে বনে বিচরণ করিয়া, মৃগাজীব-জীবিকা গ্রহণ করিত ; স্বাবিধ-স্থাপদ-বনচর-সেবিত আরণ্য-জীবনকেই শ্রেয়ঃকল্প জ্ঞান করিত,—ক্ষুদ্র মর্মানের লাহুনা, ক্ষুদ্রতম জাতি ডেনের তাড়নায় অধীর হইয়া

পড়িত ;—যুক্ত-করে, কাতর ক্রন্দনে, বীরোত্তম রোমের আশ্রয়  
 যাজ্ঞা করিত ; সে জাতি আজ সাগরাস্বর্য ধরার পৃষ্ঠে সর্বোত্তম  
 উন্নতি লাভ করিল কি উপায়ে ? সমগ্র জাতি বুভুক্ষার তাড়নায়  
 এক-প্রাণ হইয়া, বাণিজ্যকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য স্থির করিয়া  
 লইয়াছে বলিয়া। উচ্চ হইতে নীচ, বড় হইতে ক্ষুদ্র, রাজা  
 হইতে প্রজা পর্য্যন্ত যেন একটি মাত্র হৃদয় লইয়া,—বাণিজ্যের  
 সম্প্রসারণে,—ধনার্জন্যে ব্যাপৃত। কিন্তু, এ সংসারে, এ পর্য্যন্ত  
 অনেক জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে। আবার তাহাদের অধঃপতন  
 ঘটিয়াছে ;—অনেক জাতি আমাদেরই মত দুর্দশা গ্রস্ত হইয়াছে।  
 আর এ জাতির যেন উন্নতির সীমা নাই ! যেন এ জাতির  
 ধনার্জন্য স্পৃহা,—বাণিজ্যের প্রসারণ, সর্বসংসহা মেদিনীর সর্বদ্রব্য  
 স্পর্শ করিয়াও স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে না ! এই অকুণ্ঠ জাতি এত  
 অমেঘ কখন পরিক্রান্ত হইবে বোধ হইতেছে না ! এ কি এ  
 প্রহেলিকা !

উত্তর,—এ জাতির প্রত্যেক মানব, যেন, জীবন পণ রাখিয়া  
 বিশ্ব-ব্যাপী বাণিজ্য সম্প্রসারণে নিয়োজিত। বিশ্ব-ব্যাপী রাজ্য  
 বিস্তারেও তাহার জননী জন্ম-ভূমিতে জাতীয় প্রাণ রক্ষিত  
 হইবে না। বাণিজ্য-সম্পদে এ জগতে শ্রেষ্ঠতা লাভ ভিন্ন,  
 প্রত্যেক বৃটন-সন্তান বুঝিতেছে, প্রত্যেকের জীবন রক্ষার উপায়  
 নাই। সেই জন্য, আজ, ধরা-ব্যাপী প্রত্যেক নদ-নদীর, প্রত্যেক  
 সাগর-উপসাগরের নীলিম বারিরাশি বৃটিশ-পোত-চক্রে বিক্ষুব্ধ  
 হইয়া, শ্বেত ফেনপুঞ্জ উদ্গীর্ণ করিতেছে ! পৃথিবীর সর্বত্র  
 হইতে ধনাহরণ না করিতে পারিলে,—বিবিধ খাদ্য দ্রব্য এবং  
 শিল্পজাত দ্রব্য নির্মাণোপযোগী উপকরণে অর্ধব-পোত-মালা পূর্ণ

করিয়া গ্রেট-বুটনের বন্দর-নিচয়ে আনয়ন করিতে না পারিলে, বাষ্প-পরিচালিত শত শত শিল্প-যন্ত্র ধূম উদগীরণ বন্ধ করিবে, শত সহস্র শ্রম-জীবী আলস্যের কোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, প্রত্যেক বুটন-সন্তান ক্ষুধার অনলে দেহ আহতি প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। সে অল্প জননী বুটন-রাজ-লক্ষ্মীর অন্তোধি-রাণী নাম সংরক্ষণ কল্পে, অক্লিষ্ট-কর্ম। সকল বুটন-সন্তান সর্বক্ষণ প্রস্তুত রহিয়াছে। উद्यোগ অধ্যবসায় এবং উৎসাহের লহরি-লীলায় সমগ্র গ্রেট-বুটন যেন সর্বক্ষণ স্পন্দিত হইতেছে! আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পবিত্র আলোক-ধারা তরঙ্গায়িত হইয়া,— জাতীয় জীবনের উন্নতির বয়ু পরিষ্কৃত হইবার পক্ষে, প্রতি মর্ম্মের দোষগুণ প্রদর্শনে সাহায্য দান করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে, শিক্ষার গুণেই তাহার জাতীয় জীবন ও জাতীয় উন্নতি অক্ষুণ্ণ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। শিক্ষার ফলেই সে জাতি বাণিজ্যকে জীবন-হেতু,—প্রধান লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করিয়া, সংসারের সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া, প্রত্যেক মানব, উন্নতির বয়ে, সমগ্র জাতিকে পরিচালন করিবার সুযোগ লাভ করিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন বুটনের অস্ত্রের বান্ধনা—পশুবল তাহার জাতীয় উন্নতি রক্ষা করিতেছে। তাহা কতকাংশে সত্য হইলেও সে সত্য অপূর্ণ। সেই বান্ধনার অন্তঃস্থলে বুটনের উন্নতির,—নৈতিক পরাক্রমই প্রকৃত ভিত্তি। এক এক জন অকৃতদার ধুরন্ধর, আজীবন স্বচ্ছন্দ্য পালন করিয়া, বাণিজ্যের দ্বারা ধনার্জন করিয়া ক্রোড়পতি হইতেছে। যেন আহারে বিহারে শয়নে উপবেশনে তাহার শ্রম অপনোদনের অবকাশ নাই;—যেন সে ধনার্জনই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে! তারপর?—তারপর, মৃত্যুর পূর্বে?

তারপর ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণের বহুপূর্বেই, সেই অগণিত ধনরাশি, জাতীয় মঙ্গল সাধনে,—সাধারণ বিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগার, সাধারণ পাঠাগার, আরোগ্য-নিকেতন প্রভৃতি সংস্থাপনে, অকাতরে,—আনন্দোৎসবিত প্রাণে, দান করিতেছে ! কৰ্ম্মের সহিত জ্ঞানের সম্মিলন ঘটয়াছে,—মুষ্টিমান ধৰ্ম্ম আবির্ভূত হইয়া, উভয় কর প্রসারণে উভয়কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ! এ জাতি যদি অবনতি প্রাপ্ত হইবে, তবে, এ কৰ্ম্ম-ভূমিতে উন্নতি লাভ করিবে কোন জাতি ? প্রকৃত শিক্ষার ফল,—নৈতিক পরাক্রম, তাহার জাতীয় উন্নতির ভিত্তি রক্ষা করিতেছে ।

সেই স্বদূর অতীতে, যখন অন্য জাতির অনুকরণে ভারতের উন্নতি সাধনের উপায় ছিল না,—সেই যুগে, ভারতবাসী আৰ্য্য-জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল,—ধৰ্ম্ম-মূলক লক্ষ্য,—আধ্যাত্মিক গোমুখী নিঃসৃত কৰ্ম্ম-জ্ঞান-মুক্তি-গন্ধোদ্রির ত্রি-ধারার প্রতি লক্ষ্য করিয়া । জিতেন্দ্রিয় কৃতধী ব্রাহ্মণ, সেই জাতীয় শরীরের উত্তমাজ । সুচারু রূপে সেই বিরাট জাতীয়-দেহ পরিচালিত হইবার জন্য, নানা বিভাগ সমন্বিত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র,—শুণ-কৰ্ম্ম-বিভাগানুসারে সেই বিরাট দেহের হস্ত-পদ-হৃদয় ও মৰ্ম্মস্থল । এ শুণ-বিভাগ-বৈষম্য, স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত না থাকিলেও, ধরণীর সৰ্ব্বত্র—সৰ্ব্ব দেশে, এই বসুন্ধরা-ব্যাপী উন্নতির যুগেও সৰ্ব্ব জাতির মধ্যে অলক্ষ্যে বর্তমান । সে যুগে, ভারতে শিক্ষালোকের বিস্তৃতির অভাবে, সেই ত্রি-ধারায়, সেই বিরাট দেহের সৰ্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে সিক্ত হইল না । দূরদর্শী ব্রাহ্মণগণ বুঝিয়াছিলেন,—ত্যাগ-ধৰ্ম্ম, পুণ্য-কৰ্ম্মের প্রাচুর্য্য ভিন্ন, কোন জাতিই ধরাভূলে চিরদিন তিষ্ঠিতে পারিবে না । শরীরের নিম্নাঙ্গে,—কটি-তটে, এমন কি

পদাঙ্গুলিতে, ক্ষত হইয়া, যখন সে ক্ষত গভীর ও শঠিত হয়, নিশ্চিত মৃত্যু আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে চাও, তখন, সেই অনিবার্য মৃত্যুর করাল স্পর্শ হইতে, বাহু, হৃদয়, অথবা, উত্তমাদের মধ্যে, কোন অঙ্গেরই পরিজ্ঞা নাই। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন, যে, কেবল শিক্ষালোকের বিস্তৃতির গুণেই, ত্যাগ-ধর্ম পুণ্য-কর্মের প্রয়োজন সকল বর্ণেরই উপলব্ধি হইতে পারিবে।

তখন, ব্রাহ্মণগণ সেই বিরাট জাতির সকল অঙ্গের পরিপুষ্টতা বিধান কল্পে দৃঢ় প্রীতিজ্ঞ হইলেন;—সেই নিম্ন স্তর গুলিকে শিক্ষার আলোক প্রদান করিয়া প্রতি স্তরের প্রতি মর্মে জানালোক প্রবেশ করাইয়া, আত্ম-শক্তির উদ্বোধনে, তাহাদিগকে উন্নীত করিবার জন্ত চেষ্টিত হইলেন। প্রতি গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ প্রতিষ্ঠা করিয়া, পুরাণ পাঠ ও কথকতার মধ্য দিয়া, বেদ-বেদাঙ্গের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্য প্রচারের উদ্দেশে বিদ্যাবিনীত বিজিতেন্দ্রিয় শিষ্য-পরম্পরা নিযুক্ত করিলেন।

তারপর, সেই বিশাল ভারতব্যাপী কর্ম-ক্ষেত্র নিচয়ের কেন্দ্রস্থল,—সমুদ্রভি পুষ্পিত-পাদপ-দল-বিমণ্ডিত, ঘন-বিহঙ্গম-শ্রামল-কিশলয়দল-পরিশোভিত, চূত-কলিকা-মকরন্দ-স্পৃষ্টাঙ্গ মত্ত ঘিরেক-সংহতি-গুঞ্জরিত, চারু মল্লিকা-মালতি-মুখীন্দীবর-পরিচূষিত-মন্মানিল পরিসেবিত তাপস-নিকুঞ্জ-মধ্যবর্তী সেই ধর্মশীল কল্যাণ-বুদ্ধি ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল চেষ্টার প্রবল তাড়নে, সুস্ব বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্মত শিক্ষার আলোক-প্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়া, জাতীয় প্রতি স্তরের প্রতি মর্ম-গহনে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তাহাদিগের বড় সাধের জাতীয় উন্নতির বিরাট হৃদয় নিশ্চিত হইল। তাহাদিগের সে সাধনা সিদ্ধ হইতে দর্শন করিয়া,

আবার তাঁহারা ধ্যান-মগ্ন হইলেন। এক বিশ্ববাপী জ্ঞানমর শাশ্বতঃ আশ্রয় অথগুহ্য ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞান-বিহীন অতল সলিলে আবার সমাধি নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু, ঐ বিজ্ঞান-সংসর্গ-জনিত-মুগ্ধ-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিষ্য-পরম্পরা-ক্রমে পরিচালিত জ্ঞানালোক-প্রবাহ,—দুঃখের কথা, ক্রমে, শিষ্য প্রশিষ্যের স্বার্থ-পরতার পক্ষিল প্রবাহে,—আন্তরিকতার অভাবে, রুদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি সেই বিশ্ব-মঙ্গল প্রয়াসী তাপসবৃন্দ, বিশ্ববাপী মানবজাতির হৃদয় বিহারী সেই অনন্ত জ্ঞানমর বাসুদেবের অথগুহ্য পরিচিস্তনের স্বার্থে, প্রাণের সর্বস্ব ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। এক বারও আর স্বজাতির প্রতি, স্বদেশের প্রতি,—স্বর্গাদপিগরীয়সী ভারত-লক্ষ্মীর প্রতি কিরিয়াও চাহিলেন না। এই স্থানেই তাঁহাদিগের স্বার্থ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল।

ফলে,—জাতির অন্তর্গত সমাজসমূহের স্তরে স্তরে,—হুশিষ্কার কুব্যাখ্যার দোষে,—কলঙ্ক সঞ্চিত হইতে লাগিল। সাধু মহাজন-গণের গবেষণায় নিরাকৃত—কর্ম্ম-ফল—অদৃষ্টবাদ,—আলম্ব-পরায়ণ আর্ধ্য-সন্তানের আশা-মরিচীকায়,—কর্ম্মে অকর্ম্ম-জ্ঞান,—নিষ্ক্রিয়তার,—আলম্ববাদে পরিণত হইল; জাতীয় জীবন-পরিবাহের তরঙ্গ-ধারা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। মিলনের যে মহানু সঙ্গীতে,—পবিত্র গীতার ধ্বনিতে, ভারতের দিক্‌দিগন্ত প্রাভাস্কা মুখরিত হইত, তাহা নিস্তব্ধ হইল। ত্যাগের যে পবিত্র হোম-বহ্নিতে প্রদত্ত যুতাহতি প্রজ্জ্বলিত হইয়া, জাতীয় হৃর্ভাগ্যের ঘনীভূত তমোরানি বিদগ্ধ ও বিলুপ্ত হইয়া যাইত, সে বহ্নি হবিঃ-সমিৎ অভাবে, শীর্ণ-শিখা প্রাপ্ত হইল। তখন,—সেই হৃদ্বিনে, ভারতের তমোরানি দূর করিবার আশয়ে, কলিদাস, ভবভূতি, ভাস্করাচার্য্য, ও শঙ্করাচার্য্য

প্রভৃতি বনিনী ঋষিগণ,—পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ,—সেই ত্রিষিত-  
প্রায় ভাস্কর্য্য হোম-কুণ্ডে কয়েকবার ঘূর্ণাহতি প্রদান করিলেন, ।  
হোম-কুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভারতজননীর হেমাঙ্গের প্রতি  
জগৎবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল । কিন্তু, অনন্ত কণের অনন্ত সুখ-  
শৌর্য্য-সৌন্দর্য্যের তুলনায়—সে ক্ষণসমষ্টি—ক্ষণমাত্র । সে আলোকধারা  
কিন্তু সেই অতীত গৌরব-বাহিনী —সেই অনন্ত সুখ-শৌর্য্য-সৌন্দর্য্য-  
তরঙ্গ-বিলাসিনী ক্ষণস্রোতস্বিনীর তুলনায়—সে ক্ষণ-সমষ্টি—সঙ্কীর্ণ-  
কায় ক্ষণ-প্রবাহিনী মাত্র ! কেহ বা দেখিল, কেহ বা দেখিল না !  
তখনও প্রতীচ্যের কালীদাস—সেক্ষপীর, ভবভূতি—মিল্টন, ভাস্কর্য্য  
চার্য্য—নিউটন, শঙ্করাচার্য্য—নুথার প্রভৃতি ভবিষ্যতের গর্ভে !

তারপর, আবার সেই হোমাগ্নির বিখ-বিজ্ঞয়িনী শিখা শীর্ণ  
হইল । ক্রমে—হবিঃ-সমিৎ অভাবে, সেই ভারতব্যাপী জাতীয় যজ্ঞাগ্নি,  
—প্রকৃতির নিয়মে,—মহাকালেব ফুৎকারে নির্বাপিত হইয়া গেল !  
তখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, গুরুদেব নানক, তুলসীদাস প্রভৃতি  
মহাপুরুষগণ ভারতের গগনে মিলনের মহান্ সঙ্গীত-ধ্বনি তুলিবার  
চেষ্টা করিলেন । তাঁহাদের কামনা সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু, ভারত-  
বন্ধেরনির্বাণ প্রাপ্ত হোম-কুণ্ড আর সজ্জ্বলিত, হইল না ;—  
আবার পূর্ব্বের মত প্রজ্জ্বলিত হইয়া,—দক্ষিণ-মুখ-গামিনী শিখার  
দ্বারা পবিত্র ঘূর্ণাহতি গ্রহণ করিল না ! রুচির পূর্ণ-শশাঙ্কোদয়ে-  
হাস্তময়ী কোটা তারকা-জ্যোতিঃ-বিভাসিতা সর্ব্বরী-কিঙ্করী যে  
তপস্বিনী-রাজ্যীর কোমলবাস কোমুদি-সলিলে প্রক্ষালন করিয়া দিত,  
—গভীরাসিত পর্য্যন্ত-কিঙ্কর,—গভীর গর্জ্জনে নৃত্যপরা শত শত  
ময়ূরীর চন্দ্র-কলাপ-মাথা পুচ্ছ নাচাইয়া—প্রাবৃটের শোভা  
প্রবর্দ্ধন করাইয়া—পর্য্যাপ্ত নীরধারা বর্ষণ করিয়া—যে রাজ-

লক্ষ্মীকে দান করাইত,—লাসা লীলা বিলাসিনী উবা যে রাজ-  
 রাজেশ্বরীর প্রাচী-সীমন্তে বাণ-বর্ষি-কর-সম্পর্ক-সমৃদ্ধ-সিন্দূর-রাগ  
 অঙ্কন করিয়া দিত,—অম্ব-ভারাবলধিন ঘোর কৃষ্ণাঘুদনিভ তৈলসিক্ত  
 কবরী হইতে চূর্ণ কুণ্ডলজাল কর কম্পনে অপসরণ করিয়া,—  
 সায়ন্তন সহস্রাংগ—যে ঐশ্বর্যশালিনী-দেবি-প্রতিমার তেজঃপুঞ্জ  
 ললাট-ফলকে হিমাদ্রি সান্নিধ্যে—সুধীম গগন-পটে বিলয় ভূরিষ্ট  
 শঙ্ক-চাপ অঙ্কন করিয়া সুবন্ধিষ ভ্রুয়ুগলের সৌন্দর্যের তুলনা করিবার  
 জন্য বুথা চেষ্টিত হইতেন,—বড় খতু যে প্রভাবশালিনী রাণীর  
 লাষণ্যময় তমুর অঙ্গ-রাগ সুসম্পন্ন করিয়া,—বিচিত্র কুসুম-শোভাময়  
 শ্রামল লীলাঞ্চল চঞ্চল সমীরণ সঞ্চালনে প্রকম্পন করিয়া,—বসনে,  
 কেশে, বদনে, উরসে, পুষ্প-পরিমল সিঞ্চন করিয়া,—রাশি রাশি  
 সৌরভ ছড়াইবার জন্য, সাগর-শীকর-শীতল মৃদু পবন হিলোলে কখন  
 জাতী যুথী মল্লিকাকে মধুর চুষনে প্রীত করিত, কখন বা পরোধর  
 —গর্জনে—প্রভঞ্জন তাড়নে—উন্নত শির চম্পক ও কদম্বকে পীড়ন  
 করিয়া, আবার বাপ্পী-তটে ছুটিয়া গিয়া, শিলীমুখ সমীরাঞ্চলে  
 তাড়াইয়া,—কুমুদ-কোরক ফুটাইয়া আসিত,—তামরসে হাঁহুরেখার  
 অঙ্কন করিত । দেবায়্যা হীমানি-বিজড়িত হিমগিরি হইতে তুঙ্গ-  
 শৃঙ্গভেদী শাম্বলী ও কুসুমিত চন্দন-শাখা-শোভাময় সুনীল নীলগিরি  
 পর্য্যন্ত নগদল ও ক্ষৌণি-তল স্বর্ণ, পান্না, ইন্দ্র-নীল, বৈদূর্য্য প্রভৃতি  
 রাশি রাশি রত্ন উদগীর করিয়া সেই রাজ-লক্ষ্মীর বরাঙ্গে অলঙ্কার  
 সমষ্টির শোভা বর্দ্ধন করিত,—রত্নাকর প্রবল তরঙ্গ-শিরে প্রচুর রক্ত-  
 প্রেথাল বহিয়া আনিয়া,—বাহার স্তন্যর চরণে-অতি সন্তর্পণে,—মঞ্জীর  
 শিঞ্জন করিতে করিতে—অলঙ্ক-রাগ রঞ্জন—করিয়া শত লক্ষ মুক্তায়  
 কর প্রদান করিয়া ধন্য হইত,—যে তপ-পন্যরূপা রাজ্যীর রত্নভরণ



শোভাযুক্ত বাহুগুণে ও তরলিত বহুহার বিকৃষিত কণ্ঠ্যবোধিত  
কণ্ঠে, নির্বাক অটবী সবেয়ে রক্তাক্ষমাণ্য পরাইয়া দিত,—বাহার  
লীলোত্তানে অমূল্য কুটুিলিত ক্রমরাজির অনন্ত শাখায় বিচিহ্ন  
বর্ণাহুরজিত-কার বৈতালিকদল আসীন হইয়া, মোহন কাকলী আলাপে  
—প্রতি সুখের প্রভাতে—সুখ-স্বপ্ন-বিবশা রাজ-লক্ষ্মীকে জাগ্রত  
করাইত,—অগুরু-সৌরভ-চর্চিত মলয়ানিল চারু লবঙ্গলতা প্রেক্ষণে  
বীজন করিয়া—সন্তানবর্গের মঙ্গল কামনায় তপঃনিরতা জননীর  
তপস্তা-জনিত শাস্তি অপনোদন করিত, সেই বড়ৈর্ঘ্যময়ী ভারত-  
জননীর নয়ন-পঙ্কজ আজ অশ্রুসিক্ত হইল,—তমোময়ী অবগুণ্ঠিকার  
ঈহার স্বর্ণকাস্তি আবৃত হইল । ভারতের সুখের স্বতি পর্যন্ত  
সুচি-ভেদ্য অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া গেল !

সতাই, ভারতের সর্বত্র,—সেই সুখময় যুগের অবসানে,—সুচী-  
ভেদ্য অন্ধকার প্রভাব বিস্তার করিল । সেই আঁধারে,—সুশিক্ষার  
স্থানে—কু-শিক্ষা স্থান লাভ করিল । ক্রমে, নিত্যব্রতাক্ষয় ঋষি-  
বৃন্দ,—কর্ম-ক্ষেত্র-নিবাহের কেন্দ্র-স্থল—পুণ্য-পল্লিমলয় তাপসারণ্য-  
সমূহ ত্যাগ করিয়া,—নিরুপদ্রবে ভগবচ্ছিত্তার—কামনায় উপদ্রব-শূন্য  
নির্জন গিরিগুহা নিচয়ে প্রবেশ করিলেন । ধর্ম,—নিরুপায় হইয়া,  
সেই প্রকৃত ব্রাহ্মগণ-নিসেবিত সাল্ল অরণ্যানী পরিবেষ্টিত গিরি-  
কন্দরে এবং, পুণ্য-কর্মশালী জাতিসকলের হৃদয়ে আশ্রয় লইলেন ।  
জাতীয় পুণ্য ক্ষীণ হইল । নিস্বার্থতার স্থলে তখন স্বার্থ-পরতা । এক-  
তার স্থলে অনৈকতা, বীরত্বের স্থলে কাপুরুষতা, হিতের স্থলে বিপরীত,  
এবং সুবুদ্ধির স্থলে কুবুদ্ধি আসিয়া ভারতের জাতীয় জীবনে প্রবিষ্ট  
হইল । বিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগার, আরোগ্যনিকেতন, রাজবন্দ-পাথে  
সুশীতল পয়দানে পিপাসার্ত পাথের প্রাণরক্ষাকারে কুপ ও নির্দল

সলিল-খাত এবং সরোবর প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা আর আর্ঘ্য-বংশ-ধর-গণকে পুণ্য প্রদানে সমর্থ হইল না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে জীবনব্যাপী গবেষণা-পরায়ণ উদ্যোগী পুরুষসিংহগণকে সাহায্য দানের প্রয়োজন আর অনুভূত হইল না। স্বার্থ-পরতার জলন্ত নিদর্শন—আন্তঃস্বার্থ-সাধক ও স্বর্গ-প্রাপক ক্রিয়াদির বাহ্যমুঠান মাত্র সে সকলের স্থান গ্রহণ করিল। উদ্যোগী পুরুষ-লভ্য-ফলের আশায়,—শ্রমের অবিনিময়ে,—বশীকরণ মারণ প্রভৃতি ক্রিয়ার আলোচনায় ব্রাহ্মণ সন্তানগণের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বের মধ্যে সন্ধান লইতে লাগিলেন। বীজ-গণিত, জ্যামিতি, পাটীগণিত ও জ্যোতিষের উৎপত্তি স্থান ভারত হইতে আর্ঘ্য বিপশ্চিব্বৃন্দের সেই সুধীম অবদান নিচয় যখন পাশ্চাত্য-ভূমে,—গ্রীসে ও রোমে, আলেকজেন্দ্রিয়া এবং পোলায় নীত হইয়া সে সকলের জ্যোতিঃ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন তাহাদিগের সমুজ্জল পীঠ-স্থানে কাক-চরিত্র ও হুম্মান-চরিত্র সগোরবে প্রাভুত হইয়া জন্ম-ভূমিকে ধন্য করিল। বিজ্ঞান, রসায়ন-শাস্ত্র ও রণ-নীতির স্থানে তখন ইন্দ্রজাল মারণ ও উচ্চাটন,—তত্ত্ব হইতে ভারত-সন্তানগণকে সুখ দান করিতে লাগিল। চতুর্কর্মময়ী গীতা ও বীরগাথা রামায়ণ এবং মহাভারতের পরিবর্তে আদি-রসাত্মিকা কবিতা পঠিত হইতে লাগিল। এই প্রাচীন জাতীয়-দেহের অপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল। বিধাতার দণ্ড বিতাড়নে ভারতের বিজয়কেতন ও গোরব-বৈজয়ন্তী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেই বৈজ্ঞানিক স্থপতি-বিদ্যা-বিশারদগণের বড় সাধের হীরা-মণি-সুজ্ঞা-পার্না-খচিত অটক-তব মন্দির-বিগঠিত বিরাট হর্ম্মা,—হায় হায়—চূর্ণ বিচূর্ণিত হইয়া গেল !!

“একশে উপায় কি?” এ প্রশ্ন স্বভাবিক । কিন্তু জাতীয় লক্ষ্য আশ্রয় করিয়া আমাদেরকে জাতীয়-শৌৰ্য নিৰ্মাণ করিতে হইবে, এবং তাহার উপায় কি?—তাহা মঙ্গলময় বিবাত্তা বতাই বিধান করিয়া দিয়াছেন । সাগরাদেশ বহুদূরার মধ্যে সৰ্ব্বাপেক্ষা সস্তা—বিদ্যা-বিজ্ঞানে অত্যন্তপ্রাণ ইংরাজ জাতির সহিত আমাদের শুভ সন্নিহন ঘটিয়াছে,—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং পূর্বে আরাকান হইতে পশ্চিমে মুসলমান গিরিমালা পর্য্যন্ত আৰ্য্য অনার্য্য সকল ভারত-সন্তান এক সুবিশাল শান্ত রাজ-ছত্রের আশ্রয়-ছায়ার আশ্রয় লাভ করিয়াছে,—সর্বত্র গতব্রাতের সুযোগ ঘটিয়াছে,—ভিন্নভাষা-ভাষী হইয়াও সকল ভারত-সন্তানের মধ্যে পরস্পরের মনোভাব বিনিময়ের সুযোগ ঘটিতেছে । ভারতের সেই অবনীতি দূর করিবার আর এক্ষণ সুযোগ কখন ঘটে নাট । এই দুর্লভ সুযোগে ভারতের জাতীয় লক্ষ্য প্রাচীর প্রাচীন এবং প্রতীচীর নব্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিতে হইবে । কিন্তু, সেই বিরাট জাতীয় অট্টালিকা—গঠিত হইবেনা ;—পুনর্গঠিত করিতে হইবে, সুসংস্কৃত করিতে হইবে,—সেই রাশি রাশি ভগ্নভূপ সমাইয়া,—ইটক-প্রস্তর-মণি-রত্ন উপাদান সংগ্রহ করিয়া, সেই বিরাট বহ্মা পুনঃ নির্মাণ করিতে,—সেই যুগের কঠিন উপলব্ধিও ইটকনিচর কর্তন করিতে, এক ধানির উপর আর এক ধানি সাজাইয়া গাধনি করিতে,—শিক্ষার মত এমন উপযোগী অস্ত্র আর নাই । যেখানে—এই বিশালা ধরণীর যে অংশে যে জাতি ক্রোধের ষোড়াককারময় অবনতি-প্রহিতে নিরয়, লাঞ্ছনা তাড়নার নিদারুণ শীতে আর্ত,—সেখানে জানিও, ব্যাট হানিধের সুশিক্ষার অভাবে তাহাদিগের সমষ্টির—জাতির দুর্গতির চরম ঘটিয়াছে ।

বাটীর সুখ-সুখের কলে, সমষ্টির সুখসুখ অবশ্যস্বামী । এমন কি, আমি যদি আমার জাতিকে ভালবাসিতে চাই, তবে এখনে আমার মাতাকে পিতাকে, পত্নীকে পুত্রকে, সহোদর-সহোদরীকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বসিতে শিখিতে হইবে । যদি জাতীর মঙ্গল চাই তবে আমার ঐ সকল আত্মীয়ের মঙ্গল সাধনের জন্য আমাকে সর্বপ্রাণে চেষ্টিত হইতে হইবে । তাঁহাদের ধর্ম্ম আমার হৃদয়স্থ ভালবাসা রূপ প্রবৃত্তিটিকে, মঙ্গল কামনাটিকে পরিবর্দ্ধন করিয়া তবে জাতির প্রতি অর্পণ করিতে হইবে, আরও মনে রাখিতে হইবে তাঁহার ও আমার জাতির অন্তর্গত । অনেকে,—মাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-শ্রুত হইয়াই, আমাদিগের দেশে—বর্ত্তমান যুগে,—জাতিকে শ্রদ্ধা করিতে অগ্রসর হইতে চাহেন,—ইহা যুক্তি-বিরুদ্ধ ও অসম্ভব ।

পৃথিবীর যে অংশে—যে দেশে যে পরিমাণে শুল্ককার বৈজ্ঞানিক আলোক-প্রবাহ ক্রমশঃ প্রবর্দ্ধমান, সেই দেশের জাতীয় দুর্গতি বর্দ্ধমান ও সেই পরিমাণে সেই আলোক-তরঙ্গাঘাতে উচ্ছিন্ন ও বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে । যে দেশে যত শুল্ককার বীজ রোপিত এবং দেশবাসীর প্রযত্নে—শ্রম-বারি সিকনে অঙ্কুরিত হইতেছে, সে সকল,—ক্রমে, সুখের পানপে পরিণত হইয়া,—ক্রমশঃ শাখা প্রশাখা বিসরণ করিয়া—দুঃখ-দাব-দগ্ধ দেশবাসীদিগকে আশ্রয় দান করিয়া,—তাঁহাদিগের অন্তর-জালা শীতল করিতেছে,—দুর্গতি ও অপমৃত্যু হইতেছে !

সেই জন্য আমরা সাহসের সহিত বলিতেছি, আমাদিগের দেশে,—বর্ত্তমান যুগে,—যে সকল কর্ম্ম-বীর ভারত-সন্তান ভারতের জাতীয়-সৌধ পুনঃ-সংস্করণ-কল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে গুণা-প্রতাপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মতিলাল নীল,

আনন্দমোহন বসু, হুরেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিনীকুমার দত্ত, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, বুদ্ধমানাধিপতি, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এবং বোম্বাই-প্রদেশবাসী গোখলে, টাটা, মহম্মদ ইউসুফ, পাজ্জাবের লাল। লাজপত রায় প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহোদয়গণের পবিত্র নাম-মালা ভাবি-কালে—ভারতের জাতীয় সৌধের নিৰ্ম্মাণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর,—তাহার প্রবেশ-দ্বারের শিরোভাগে স্বর্ণাকরে চিরদিনের জন্য লিখিত থাকিবে ;—সৰ্ব্বধ্বংশী কাল সেই পুণ্যপ্রভাব নাম-মালা সাদরে—স্বীয় শিরে—সৰ্ব্ব কাল সংরক্ষণ করিয়া ধন্য হইবে !



## সপ্তম অধ্যায় ।

### শৈশব-যৌবন-বার্দ্ধক্য ।

নীতি-শাস্ত্র-বিশারদ চাণক্যের মতে,—বাঁদী বাল্যে—বিদ্যা যৌবনে—ধন, এবং, প্রৌঢ়কালে—ধর্ম উপার্জিত না হয়, তবে সেই ব্যক্তির জীবন ব্যথা । কোটিল্যের এই নীতি-বাক্য সত্য-গর্ভ সন্দেহ নাই । কিন্তু, বিদ্যা বাল্য-কালে অর্জিত হইলে, যৌবনে বা প্রৌঢ়ে তাহার পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে না, তাঁহার উপদেশের একরূপ অর্থ নহে । বরং তিনি বলিয়াছেন,—বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত নৃপতির তুলনা হইতে পারে না ; নৃপতি কেবল স্বদেশের মধ্যেই পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্বত্রই সম্মান লাভ করেন । বিদ্যা-শিক্ষা শৈশবে আরম্ভ হইয়া বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত হওয়া কর্তব্য ।

মহারাত্রি দেশে দিনকর নামে জনৈক অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ-তনয়, শৈশবে মাতৃভাষা ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি যৌবনে পদার্থপর করিয়া জীবিকার্জনের আশয়ে গোয়ালিয়র রাজ্যে গমন করতঃ কর্মের অমুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তথাকার রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত হইতে হইলে, কর্ম-প্রার্থীর পারশ্রম আশা অবগত থাকি প্রয়োজন । দৃঢ়-সঙ্কল্প দিনকর অনন্যোপায় হইয়া পারশ্রমী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন । কিছু দিন পরে তিনি তত্ত্ব

রাজ-সরকারে স্বল্প ভূতিভূক্ত মসি-জীবীর কর্মে নিয়োজিত হইলেন ।  
ক্রমে, স্বীয় অনবদ্য চরিত্র গুণে এবং অধ্যবসায়ের ফলে, তিনি  
হিসাব-রক্ষকের পদে উন্নীত হইলেন ।\*

কয়েক বৎসর মধ্যে, ক্রমশঃ তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল ।  
রাজ্যের মঙ্গল সাধনে প্রকৃতি-প্রিয়-চিকীর্ষ দিনকরের আন্তরিকতার  
আভাস লক্ষ্য করিয়া গোয়ালিয়র নৃপতি তৎপ্রতি সাতিশয় প্রীত  
হইলেন । ষাতিংশৎবর্ষব্যয়ক্রমে বাসন-সমাসঙ্গ-শূত্র দিনকর রাজ্যের  
প্রধান সচীবের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

তিনি দেখিলেন, রাজ-সরকারের সহিত ইংরাজ-রাজ-প্রতি-  
নিধি-বাহাছরের ইংরাজী ভাষার পত্র ব্যবহার হইয়া থাকে ; এবং  
অনেক সময় উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীর সহিত তাঁহাকে দোভাষীর  
সাহায্যে কথাবার্ত্তা কহিতে হয় । তখন, মহোৎসাহ-সম্পন্ন দিন-  
কর, সেই অতীত যৌবনে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মনোনিবেশ  
করিলেন । দিবারাত্র রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া, যখন বিশ্রাম লাভের  
কাল উপস্থিত হইত, কেবল সেই সময় তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা  
করিতেন । অধ্যবসায় এবং সবিশেষ পরিশ্রমের ফলে, তিনি অল্প-  
কাল মধ্যে বিত্তজ্ঞ ইংরাজীতে কথা কহিতে এবং পত্র লিখিতে সমর্থ  
হইলেন ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, দিপাহী-বিদ্রোহের কালে, যখন কোন কোন  
অদুরদর্শী সামন্ত-রাজ ভারতের সার্বভৌম প্রভু-শক্তির বিরুদ্ধে  
উত্থিত হইয়া অচীরে আপনাবিগের ধ্বংশের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন  
সেই সময়ে প্রেক্ষাবান সচীব দিনকর, ভারতের ভবিষ্যৎ যবনিকা  
অপসারণ করতঃ চতুর্দশ বর্ষের ঘটনা-বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া,  
গোয়ালিয়র নরপতিকে ইংরাজের পক্ষে সাহায্য দান করিতে উপদেশ

দান করিয়া রাজ্যের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁহার সেই কার্য্যে পুরস্কারস্বরূপ, তাঁহাকে, বারাণসী জেলার মধ্যে, একটি বহুমূল্যের জায়গীর দান করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বরোদার অধীশ্বর গাইকোবাড়ের বিচার-কালে ইংরাজ বিচারকগণের সহিত তিন জন দেশীয় ব্যক্তি বিচার-সমিতিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে গোয়ালিন্দার এবং জয়পুর নৃপতিদ্বয়ের পাশ্বে দিনকর রাও স্থান লাভ করিয়া-ছিলেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক রাজা এবং অন্যায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কেবল বিদ্যা শিক্ষার গুণে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল। তাহার ফলে,—জন্ম-ভূমি হইতে দূরে এক অভিনব রাষ্ট্র মধ্যে, প্রাঘূণিক-রূপে প্রবিষ্ট হইয়া দুরূপসদ অধ্যবসায়সম্পন্ন দিনকর গোয়ালিন্দার নরেশের পবিত্রেরে পৰ্ব্বদলগণের শ্রেষ্ঠাসনে প্রতিষ্ঠিত, ভারতের সার্বভৌম প্রভুশক্তি কর্তৃক প্রদত্ত রাজ্যোপাধিতে ভূষিত, অদীন সত্বে পূজাপ্রাপ্ত দিনকর প্রাপ্তপূজা ও আয়ুশক্তির উল্লেখে প্রভাবান্বিত হইয়া-ছিলেন।

আমাদিগের দেশে যাহারা মনে করেন,—যৌবনে বিদ্যা শিক্ষার জন্য যত্ন নিতান্ত বিসদৃশ,—তাঁহাদিগকে, আমরা, বর্ত্তমান কালের—সুন্দরীতরা জননীর সুন্দরীতমা দুহিতা আমাদের ঐশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গভাষাকে যাহারা নিতা নূতন অলঙ্কার দানে ধনা হইয়াছেন,—তাঁহাদিগের জীবন-চরিত আলোচনা করিতে—অনুরোধ করি। সেই সকল পুণ্য-চরিত মহাপুরুষগণের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বপ্রধান। তিনি প্রৌঢ় কালে যখন সংস্কৃত স্বারস্বত-মন্দিরের অধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, মাসে মাসে পঞ্চমত যুগ্মা বেতন প্রাপ্ত হইতেছিলেন, তখন তিনি দিবসের মধ্য ভাগে



আপনার আপেক্ষা বরোকনিষ্ঠ জনৈক শিক্ষককে হইয়া স্বীয় বিশ্রাম-  
কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করতঃ ইংরাজি-ভাষা শিক্ষা করিতেন । যখন তিনি  
প্রথমে ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজে পঞ্চাশ মুদ্রা বেতনে প্রধান  
পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন হইতেই তিনি হিন্দী ও  
ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন, এবং সংস্কৃত বিভাগেরে আয়াসসাধ্য  
সহস্র কার্যের মধ্যে থাকিয়াও ইংরাজী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন ।  
তাহার ফলে বঙ্গ ভাষায় তৎকৃত কথামালা চরিতাবলী প্রভৃতি  
শিক্ষাপ্রদ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থরাজি আমাদের বঙ্গ ভাষার অলঙ্কার  
পরিবর্দ্ধন করিয়াছে । তাঁহার দ্বারাই ইংরাজী সাহিত্য হইতে ছেদ-  
চিহ্ন-জ্ঞান বঙ্গ-ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া ইহার দামজ্ঞাত ও সৌন্দর্য্য বিধান  
করিয়াছে ।

ইংরাজী বিজ্ঞান-শাস্ত্র হইতে প্রথমে রত্ন নিচয় সংগ্রহ করতঃ  
বঙ্গ-ভাষা-জনমীর অলঙ্কার পরিবর্দ্ধনে বঙ্গবাসীর যে সকল সুসন্তান  
পরিশ্রম করিয়াছেন, স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহাদিগের  
মধ্যে অগ্রতম । অক্ষয়কুমার বাবো ও যৌবনে দরিদ্রতার ক্রোড়ে  
প্রতিপালিত হইয়া,—বুদ্ধ বয়সে ইংরাজা ভাষায় কৃতিত্ব লাভ করতঃ—  
সেই বৈদেশীক ভাষাসাগর মন্থন করিয়া অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়া—  
সেই ইন্দু-নাল-মণি-রাজিত-চরণা সুখদা বঙ্গবাণীর চরণকমলের  
অলঙ্কারসমষ্টির সৌন্দর্য্য বিধান করিয়াছিলেন । তাঁহার সেই প্রৌঢ়  
ও বান্ধিকোর শ্রম সম্বন্ধে তৎকৃত চারুপাঠ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থনিচয়  
চিরকাল সাক্ষ্য দান করিবে । সর্ব্ব-বংশা কাল-শ্রোতে আমাদের  
বঙ্গবাণীর সুসন্তান অক্ষয়কুমারের বংশধর তুঙ্গাচলসদৃশ অচল  
হইয়া রহিবে ।

উক্তমাধ্যম যে কোনও প্রকার শিক্ষার বীজ শিল্পের ছবির-ক্ষেত্রে

বপন করা যায়, তাহা, বয়োবৃদ্ধি সহকারে অঙ্কুরিত ও বৃক্ষে পরিণত হইয়া, যৌবন হইতে বৃদ্ধ-বশ্য পর্য্যন্ত কল দান করে। একটি অনতিদীর্ঘ শাখালীর কাণ্ড-দ্বকে কোন প্রকার চিল্ল, শত্রু-মুখে, দৃঢ়রূপে অঙ্কন করিয়া দিলে, কালক্রমে সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষ বধন মহাক্রমে পরিণত হয়, সেই সঙ্গে ইহার বহুপরিমিত চিল্লটিও বৃহদায়তন ও পরিমুট হইয়া উঠে।

মানব সমাজের অনেক প্রকার মঙ্গল কার্য্য, হিতকর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কৌশি-তত্ত্ব, শিল্প-কলা প্রভৃতির মূল-ভব্ব সমূহ, অনেক স্থলে, শৈশব-জন্মদেয় উদ্ভূত হইয়া, বয়োবৃদ্ধি সহকারে, — যৌবনে, বা প্রৌঢ়কালে, সেই ব্যক্তি কর্তৃক, অথবা শতাব্দীর পরে, বিজ্ঞাননিষ্ঠ অজ্ঞাত সুধীদিগের দ্বারা, ক্রমিক পর্য্যবেক্ষণের কলে, ক্রমশঃ উন্নত, ক্রমে বিধব্যাপী মানব-মঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

আজ, যে বাপের কার্য্যকরী শক্তির প্রবল সংরম্ভে সাংযাত্তিক-বর্গের পুণ্য-সামগ্রী-পূর্ণ অর্ণব-মান সমূহ—ক্ষিপ্ত-গামিনী শ্রোতো-শ্রিনীর শ্রোতোধারার বৈপরীত্যে বিধূনিত বারি-ভঙ্গ-সজ্জ ভগ্ন করিতে করিতে, এবং, প্রভঞ্জনানোলিত উর্ধ্ব-সঙ্কুল পারিপ্লব যাদু-পতির ক্রুটি-কুটিল কটাক্ষের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে করিতে,— সুনিহৃত হৃদয়ের জীবন-সঞ্চাবভাবে-নিশ্চল জীবন আলোড়ন করিতে করিতে,—নির্কিস্তে, স্বল্প কাগ মণো, বহুদূরে, বহু অনাকীর্ণ নগরে, বহু পোতাাকীর্ণ বন্দরে নীত হইতেছে ;—অগ্নিসার-সৈন্ধব, শত সহস্র মান। পূর্ণ শকট সমূহ আকর্ষণ করিয়া প্রজ্জ্বলিতে,—অল্প-নাসিক হ্রেবা-ধ্বনি করিতে করিতে—জিহ্বাগ লৌহ-বস্ত্রের উপর দিয়া,—যে শক্তির আবেগে ধাবিত হইতেছে,—বহু বিস্তৃতা বহুধার বিভিন্ন দিক্ সমূহের দূরত্ব যেন কুঞ্জন করিয়া ফেলিতেছে,—অবনীর

ভিন্ন শ্রান্তবাসী মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার প্রবন্ধন করিতেছে,—বিধবাসী মানব-জাতি সকলের বিশিষ্ট ইষ্ট-সাধন করিতেছে,—সেই শক্তির মূল-রহস্য শৈশব হৃদয়েই প্রকটিত হইয়াছিল। জননীচা প্রস্তুতের জন্য বারি উষ্ণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের শিশু তনয় ওয়াট, তাহা পান করণ আশয়ে প্রজলিতাগ্নি অধিশ্রমণের উপর সংস্থাপিত শরাবাবৃত-মুখ উদক-গর্ভ লোহ-কুণ্ডের প্রতি অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছে। শিশু দর্শন করিল, কি এক অমানবী শক্তির প্রেরণায় ভাণ্ড মুখাবৃত শরাবধানি এক এক বার উৎক্লিষ্ট-প্রায় হইয়া আবার স্থৈর্য্যতা প্রাপ্ত হইতেছে। বহু শতাব্দী হইতে চা প্রস্তুত হইতেছে। শরাবের উৎক্ষেপণ ও অধঃপতন অনেক বর্ষোন্মাদ ব্যক্তিই সন্দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু, চিন্তাশীল শিশু ওয়াটের ন্যায় কেহ কখন তাহা প্রেক্ষণ করিয়াছেন কি? কোন্ শক্তির বেগে শরাব উৎক্লিষ্ট হয়,—তাহা নির্ণয়-কল্পে কেহ কখন সচেষ্ট হইয়াছেন কি? ঐ ক্ষুদ্র শিশুর সেই ক্ষুদ্র ভাবনার ফল তাহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূরিশঃ পর্য্যবেক্ষণের পর তাহা ভূমণ্ডলস্থ সকল জনপদের সকল জাতির হিতকরী বাষ্প-শক্তির আনিক্কারে পরিণত হইয়াছিল।

টোরনফোর্ট,—বালাকালে,—প্রত্যহ বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার সময়ে, কখন অরণ্যানি অভ্যস্তরে, সম্ভ্রমন্তি কুসুমিত পাদপচ্ছায়া তলে, কখন বা শাশ্বল শম্পান্তরণের উপর পরিভ্রমণ করিতে ভাল বাসিত। পুষ্প-লতা কিশলয়দল সংগ্রহ করিত,—সে সকল গৃহে আনয়ন করিয়া নিরন্তর পরীক্ষা করিত। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান মূল-রহস্যের অল্পর সেই বালক-হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া, ক্রমে, ক্রমে তাহাই পরমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সর্ব দেশের

বিশ্ব-বিজ্ঞানগরে,—সর্বোচ্চ পরীক্ষায়, সেই উদ্ভিদ-বিদ্যা স্থান-লাভ করিয়াছে ।

এক অনাচ্য ব্যক্তি, তাহার কোমার-যৌবন-সঙ্গমে, স্বাধীনভাৱ লীলা-ভূমি, বিজ্ঞান-বিশারদ বিশ্ব-কৰ্ম্মাদিগের কৰ্ম্ম-ক্ষেত্র আমেরিকা-যুক্ত-রাজ্যের কোন এক রেল-ষ্টেশনে সংবাদ-পত্র বিক্রয় করিয়া অতি ক্রেশে জীবিকা নির্বাহ করিত । অর্থাভাবে তাহার রীতিমত বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ ঘটে নাই । তাহার জননী তাহাকে কথঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়াছিলেন মাত্র । সেই অপরিচিত দরিদ্র-তনয়, একদা, রেল-ষ্টেশনে সমাচার-পত্র বিক্রয় কালে দেখিল,—দুইটি শিশু লোহ-বস্ত্রের মধ্যে জড়ি়া করিতেছে ;—সম্মুখে ধাবমান রেল-গাড়ীর প্রতি লক্ষ্য নাই । শত শত দর্শক উৎকলিকাকুল-চিত্তে,—স্থির পদে দণ্ডায়মান হইয়া,—“হার, সর্বনাশ হইল” বলিয়া চীৎকার করিতেছে ! শিশু-দ্বয়ের জনক-জননী “কি সর্বনাশ” বলিয়া ভীতি ব্যাকুলিত-নেত্রে তাহাদিগের নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন । বিবেচনার সময় নাই ;—সেই সংবাদ-পত্র-বিক্রেতা প্রত্যাৎপন্ন-দী বালক—সংবাদ-পত্রগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া,—দ্রুতপদ-বিক্ষেপে—দীব্যমান শিশু দুইটির সমীপবর্তী হইয়া,—তাহাদিগকে কক্ষ-ঘরে বদ্ধ করিয়া লইয়া আবার নিরাপদ স্থানে পহুঁছিল । শিশু-দ্বয়ের পিতা সেই ষ্টেশনের প্রধান কৰ্ম্মচারী । সেই দিন,—সেই মুহূর্ত্তে,—তিনি ও অগ্ৰাণ্ত সকলে সেই সংবাদ-পত্র-বিক্রেতার বুদ্ধির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন । সে, সেই দিন হইতে, অবকাশ কালে—চিত্ত-বিনোদনাশয়ে—তারে সংবাদ প্রেরণের কৌশল সন্দর্শন করিবার জন্ত মধ্য মধ্য তড়িৎ-বজ্রাগারে প্রবেশ করিত । প্রধান কৰ্ম্মচারী ও অন্যান্য সকলে তাহার উপর সন্তুষ্ট

ধাকার, কেহই তাহার তথ্য উপস্থিতির জন্য বিরক্ত হইত না। এবং বালকটি—কৌতূহল-পরবশ হইয়া—তাড়িতের জিহ্বা সযত্নে কোন প্রশ্ন করিলে, কর্মচারীরা সন্তোষের সহিত তাহার বৃত্তংসা পরিতৃপ্ত করিতেন। ক্রমে সেই বিষয়ে তাহার অসুস্থত্বের আগ্রহ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ক্রমে,—সেই বালক যৌবনে পদার্থগণ করিলে,—তৎসম্পর্কিত পুস্তকাদি আচরণ করিয়া কর্মচারীদিগের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহার জীবিকার উপায়,—সংবাদ-পত্র বিক্রয় স্বয়ং হইয়া আসিল। কুটীরে তাহার অননীর ও তাহার এক এক দ্বিবস উপবাসে অভিবাহিত হইতে লাগিল।

বিলম্ব ভূরিষ্ঠা তড়িৎ-সুন্দরী,—চির দিন মানবী-শক্তির বাহিরে—দৈব-রাজ্যের অধিকারে ছিল। ক্রমে সে,—সংবাদ-প্রেরণ-কার্যে মানবের সহায়তা করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে,—একণে,—এলভা এডিসনের হৃদয়-নিহিত অনন্তা শক্তির পরিষ্করণে, সংবাদ-পত্র-বিক্রেতা অনাচ্য-তনয় এডিসনের প্রতিভার কঠোর শাসনে,—আচ্যজন-অধ্যুষিত ধবল মর্ম্মর-প্রাসাদে,—সাধারণ লোক-লোচনের অন্তরালে,—অন্তঃপুর-চারিণী, অসুখ্যাম্পশা বঙ্গ-ললনার কম কণ্ঠের মধুময় সঙ্গীত-তরঙ্গ, সভ্যতার লীলা-ক্ষেত্র ফ্রান্সে,—জার্মানীতে,—ইংলণ্ডে,—আমেরিকায়—পৃথিবীর সকল জাতির কর্ণরঞ্জে ঢালিয়া দিতেছে;—বসৌকসারা কলিকাতার শূধা ধবলিত প্রতি হস্তে,—চঞ্চলা চপলা-সুন্দরীর সমুজ্জ্বলা কান্তি—সৌন্দর্য্যশালিনী বঙ্গ-কুল-ললনার পঙ্কজাননে প্রতিকলিত হইয়া—মধুরিমা বিশ্লেষণ করিতেছে;—নৈদাঘ-ক্লাস্ত বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের শ্রম-বারি-ব্রাতঃ দেহ-বহিঃ ব্যঞ্জন করিয়া—পরিচারিকার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে;—উন্নতিশালী জার্মান-বেলজিয়ান, ফরাশি-ইতালিয়ান, তুর্ক-আফ্রেনীয়ান সাধু

কর্ম্মদিগের কর্ম্ম-ক্লাস্ত-তাই বীজন করিয়া আবার তাহা ক্রমে পিষোকা করিতেছে । দেব-বালা মরল-কবর। তড়িত-হুম্মরী, আপনায় অনন্ত শক্তির প্রকুরণে, পার্শ্ব ও মুশলমান, হিন্দু, ও খৃষ্টানকে,—স্মৃতি নির্মিণেবে,—একই স্থানে বহন করিয়া,—কলিকাতার রাজবয়ে ঘুরিয়া কিরিয়া—প্রত্যেকের স্মৃতিপিত স্থানে,—হার সন্নিধান—অবতরণ করাইতেছে । কিপ্র গামিনী সৌদামিনী,—ভারতের শত সহস্র নগরীতে—নাগরিকবর্গের বার্তা বহন করিয়া ছুটিতেছে । সেই তড়িতের প্রবলমানা কর্ম্ম-শক্তি,—যুবক এডিসনের প্রতিভার গুণে—নিত্য নূতন বয়ে প্রবাহিত হইতেছে ।

শিশুরা,—বিদ্যা শিক্ষার সূচনা মাত্র,—অথচ, ছই চারি বৎসরের মধ্যে,—প্রথমা স্মৃতি বা বুদ্ধি বৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে, তাহাদিগের অবিভাবকগণ\* তাহাদের ভাবী উন্নতির সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন । হয়ত, কেহ কেহ বালকের স্মৃতি-শক্তি পরি-বর্জন করিবার আশায়,—মধ্যে, মধ্যে,—ক্রোধাক চিত্তে নির্দয় রূপে, বালকের পৃষ্ঠে কশাঘাত অথবা তাহাকে তাড়না করিয়া থাকেন । ইহা নিতান্ত দোষাবহ । জনৈক ইউরোপীয় পণ্ড-চিকিৎসক তাহার বহু দর্শিতার কল লিপিবদ্ধ করিয়া এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন । তাহার এক স্থানে, তিনি, অশ্বের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, লিখিয়াছেন “শ্রেষ্ঠ জাতীয় তুরঙ্গকে যদি কশাঘাত বা তাড়না করা যায়, তবে, তাহার হৃদস্পন্দন বর্দ্ধিত হয় ও তুরঙ্গমাটি পীড়িত হইয়া থাকে ।” যদি ঘোড়কের সম্বন্ধে এইরূপ ঘটে, তবে, এই বিশ্ব মাঝে অশ্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব মহুষ্যের পক্ষে,—বালাকালে, স্নায়ু, মস্তিষ্ক, মেরুসজ্জা এবং হৃদযন্ত্র পূর্ণতা ও পরিপুষ্টতা লাভের পক্ষেই,—সর্বদা শারীরিক ও মানসিক গুরুতর দণ্ড ভোগ করিলে, সে সকল

যদি পৌড়িত্ব এবং সঙ্কুচিত হইতে পারে তাহাতে আর ইচ্ছা কি !—তাহার বৃত্তি ও স্মৃতি, উদ্যম ও অধাবসার বিমর্ষিত ও চমকিত হইবে, তাহাতে আর অসম্ভাবনা কি ? তাহার কলে,—বহুকালের জন্য—সেই বালকের উন্নতির বন্ধ রুদ্ধ হইতে পারে,—তাহার দেহ ও মনের পরিবর্জন হুগিত হইতে পারে—তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

বালক,—যৌবনে পদার্পণ করিয়া,—কুল-প্রদীপ অথবা কুল-পাণ্ডুল হইবে,—স্বাধীন জীবিকা আশ্রয় করতঃ স্বপদে দণ্ডারমান থাকিয়া—বুভুক্ষু দীন জনের অন্নদানে পরিতৃপ্তি সাধন করিবে, অথবা, সন্ধি-জাবক কর্মণ্যভূক্ত হইয়া কার-ক্রেমে পরিবার প্রতিপালনেই দিবস বামিনী অতিবাহিত করিবে, কিম্বা, কর্মদিন-বৃত্তি আশ্রয় করতঃ দ্রবিনের দারস্থ হইবে,—তাহা,—তাহার বাল্যকালে তৎপ্রতি গুরু জনের আচরণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। বাঙ্গালী সমাজের শ্রদ্ধাম্পদ স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়, ইংলণ্ডের ভক্তিতাজন উদার চরিত আর্গন্ডের ন্যায় আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি যখন উত্তর-পাড়ার ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্যে ব্রতী ছিলেন, তখন, সেই বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর জনৈক শিক্ষক একটি সুকুমার শিশুকে অযথা পরিমানে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। আঘাত-জর্জরিত শিশু ব্রাহ্মণ্যাদ প্রবনে—প্রধান শিক্ষক মহাশয়,—তহার নিকট উপনীত হইয়া, মধুর বচনে তাহাকে শাস্তনা করিতে লাগিলেন। তাহার সুকুমার অঙ্গে ক্ষত-স্যান্ধিনী শোণিত-ধারা যখন তিনি দর্শন করিলেন, তখন তাহার নয়নদ্বয় অশ্রু-সিক্ত হইল। তিনি বাপ-গদ-গদ-কণ্ঠে সেই শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় ! আপনি কোন্ প্রাণে এই শিশুর সুকুমার

অঙ্গে একরূপ নির্দিষ্ট ভাবে বেত্রাঘাত করিলেন? আপনি কি ভাবেন, যে, এই বিদ্যালয়ের এক একটি বালক এক একটি বংশধর। বাহাতে পিতার কুল-প্রদীপ হটতে পারে, তাহার উপায়-বিধান-করে প্রত্যেক বালক আমাদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে” ॥

ভাস্কর-বৈরাগ্য, একটি অপরিচ্ছন্ন প্রশস্ত মন্মথ কর্তন করিয়া, স্বীয় কল্পনা বলে,—চতুর্দিক্ত তুলসী-চালনা কোশলে,—শিল্প-চাতুর্যে নয়ন-রঞ্জিনী দেবী-মূর্তি, অথবা, বীভৎস-দর্শনা বিকট-দশনা রাক্ষসী মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে। সেই নিৰ্ম্মাণ কার্যে—সিতাসিত উপল খণ্ডের দোষগুণ—মূর্তিটির পরিপাট্যতা বিকানকল্পে কথঞ্চিৎ সাহায্য দান, অথবা, অন্তবায় সাধন কবে বটে, কিন্তু, অকুণ্ঠ ভাস্করের মন-প্রাণিলী বাসনা ও দক্ষতার উপর অধিকাংশ নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাল্যকালে, স্বভাবের বশে, স্কুমার বালকের হৃদয় অশ্রু-কবণ প্রিয়। সেই সময় মাতা পিতা গুরুজন, যদি, ক্রোধ-পর্যাকুল-লোচন হইয়া, বালককে পোড়া দান কবা দূরের কথা, তাহার সম্মুখে দাদ-দ্বাসীকে পর্যন্ত অকথা ভাষায় তাড়না করেন, তবে, তাহাও, অজ্ঞাতসারে শিশু-হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন বিবসন্ন করিবার পক্ষে সহায়তা করে।

মহুষ্যের স্থান—ভগবান কর্তৃক—পশু-জগৎ ও দেব-জগতে বসন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, মানব যে গরিষ্ঠ গুণাবলীর গুণে এই বিপুল উদধি-মেখলার সকল প্রকার পশুর শীর্ষদেশে স্থান-লাভ করিয়াছে,—যে গরীয়স্ গুণ-সমষ্টির জন্য সর্বজীব হইতে তাহার পার্থক্য নির্ণীত হইয়াছে,—সন্তানকে ভাবী জীবনে, সেই সকল মহত্তর গুণে গুণশালী করিবার জন্য, মাতাপিতাকে—বালকের সম্মুখে,—দেবভর্য্য আসন সর্বক্ষণ অধিকার করিয়া থাকিতে হইবে। মিষ্ট-



বাক্যে, কারুণ্যসম্পন্ন শিক্ষণে,—শিশুর কোমল হৃদয় অধিকতর কোমল করিয়া,—তাহা ক্রমে দেবত্ব পরিণত করিতে হইবে। শৈশব-কোমার-সময়েই তাহাকে কুসঙ্গের দোষ বুঝাইয়া—সৎসঙ্গ নির্বাচন করিয়া দিতে হইবে,—তাহার সঙ্গীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মিথ্যা বাক্য ও অসদাচরণের প্রতি বীতরাগ জন্মাইয়া দিতে হইবে,—তপঃ শিখাইতে হইবে। মর্গিষি যাজ্ঞবল্ক্য তপঃসাধনার—কলিযুগে—উপবাসের পরিবর্তে, জ্ঞান-দাতা আচার্য্য এবং মাতাপিতার সম্বোধন বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আচার্য্য-সম্বন্ধানের পক্ষে যম নিয়ম আচরণ অবশ্য কর্তব্য। আচার্য্য প্রসারণ-মार्গ মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। ত্যাগই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সাধনে মাৎস্যগুণের সংকোচন এবং, উপ-চিকীর্ষার পরিণাম সম্পাদনের ব্যবস্থা যৌবনোন্মেষের প্রথমাই করিতে হইবে। আত্মত্যাগ অর্থে—স্বীয় স্বার্থত্যাগের দ্বারা পর মঙ্গল সাধনের চেষ্টা। ইহার দ্বারা স্বীয় হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বিলুপ্ত হইয়া, আত্মার বন্ধন রজ্জু শিথিল করতঃ ইহাকে বিসরণ করে। ত্যাগের বিমলা দর্শনের পরিষ্করণে—তাহার ভাবী জীবনে—যৌবনে প্রোঢ়ে বান্ধক্যে—আত্ম-প্রসাদ লাভ হইবে,—ভোগের বাসনা তিরোহিত হইবে, ধনে ধাত্তের উপার্জ্জনে বাধা জন্মিবে না, প্রাজুর্ঘাতায় পতনের কারণ—অহঙ্কার—জন্মিবে না,—অভাবেও ক্লেশাহুভূতি হইবে না। লুক্ক আশা আর মুগ্ধ বাসনা, তাহাকে,—ভাবী জীবনে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। তাহার ফলে, ভাবী জীবনে,—যৌবনে—পদার্পণ করিয়া সেই সন্তান-জনক—জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবে;—আজীবন তাহাদিগের সেবা করিয়া,—সাধারণের মঙ্গল সাধিয়া,—মানব-জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদনে কৃতার্থ হইবে—বংশের গৌরব বর্দ্ধন

করিবে,—মাতা পিতার সুখোচ্ছল করিবে সন্দেহ নাই ।

শিশুকে তিরস্কার করিবার যদি নিত্যকাল আবশ্যক হয়, তবে তাহা অবশ্য করিতে হইবে,—কিন্তু, যত শূন্যভাবে তাহা সম্ভব হয় তাহাই করা কর্তব্য । গুরুজন, রোষ-কষাচিত-লোচনে স্নেহনি লেহন করিতে করিতে, বালককে ত্যাগনা করিলে তাহার কল উভয় হয় না । ক্রোধবশে আত্মহারা হইয়া, অভিভাবককে কর্তব্য পথ হইতে দ্রষ্ট হইতে হয়,—তাড়নার সময়ে, উপদেশের কথা তাহাকে বিন্যস্ত হইতে হয় । বালককে অবমৰ্ণ-পরিশৃঙ্খ-চিত্তে আবশ্যক মত শাসন করিতে হইবে,—নিষ্চয় ; কিন্তু, কর্তব্যের পন্থা সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শন করিয়া দিতে হইবে । অন্তরে, ক্রোধের লেশ উদ্ভিত হইবা মাত্র, শাসন-কার্য্য সেই মুহূর্ত্তে স্থগিত হওয়া বিধেয় ।

বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক—বালককে অত্যন্ত রূপে দণ্ড দিয়াছেন, এইরূপ বাক্য বালক বা তাহার সতীর্থের নিকট শ্রবণ করিলে, তাহার অভিভাবককে তৎক্ষণাৎ সে কথা চিত্ত হইতে অপসৃত করিতে হইবে । বালককে তখন একরূপ উপদেশ দান করা প্রয়োজন,—যাহাতে—সে আর কখনও শিক্ষকের অনভিপ্রেত কার্য্য না করে ;—যাহাতে সে—স্বীয় উন্নত চরিত্র এবং মার্জিত কার্য্য-প্রণালীর গুণে অত্যন্ত ছাত্রবর্গ অপেক্ষা,—শিক্ষক মহাশয়ের নিকট প্রেষ্ঠ ছাত্র রূপে পরিগণিত হইতে পারে । হৃদয়পলিষে মন্থরোৎকীর্ণ শাল ভঞ্জিকার ন্যায় বালকের মৰ্ম্ম-স্থলে একরূপ চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে, যেন-পাঠ্য জীবনে—সে কখনও তাহা উন্মূলন করিতে না পারে । তাহাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে হইবে, যে, জনক-জননী তাহাকে জীবন দান করিয়াছেন,—অন্ন বস্ত্রদানে তাহার শারীরিক অভাব দূর করিতেছেন,—আর, শিক্ষক মহাশয়গণ—এই মৰ্ত্ত্যধামে—তাহার

উপঢ়ীয়মান জীবনকে সাফল্য লাভের উপযোগী করিতেছেন,—  
 জ্ঞান-দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত  
 করিবার জন্য,— সংসারে বিসর্পিত ও বিভিন্ন সরণির উন্নতানত,  
 কঙ্কর ও কণ্টকময় বিপদাচ্ছন্ন স্থানগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি  
 দান করিতেছেন,—জীবনকে উন্নতির শিখরে উত্তোলন করিবার  
 উপযোগী করিয়া দিতেছেন । পাশ্চাত্য শিক্ষার বালার্ক-কর-প্রতিভাত  
 এই আনন্দের দিনে—যেন একটি ছুঃখের কৃষ্ণ-মেঘ আমাদের  
 আশার গগন বিমলিন করিতেছে । সেটা শিক্ষক ও অধ্যক্ষ  
 মহাশয়গণের প্রতি বালক ও যুবক ছাত্রগণের মনোভূতা শ্রদ্ধার  
 অভাব । প্রাচীর সেই দেব-স্বভাব-সুলভ কোমলতার স্থানে,—  
 মধুরিমায়র বিনয়ের স্থানে,—প্রভীচীর পঙ্কবতা,—অহঙ্কার-ছট্ট  
 কঠোরতা—আমাদিগের ছাত্রবৃন্দের হৃদয়ে স্থান লাভ করিবার  
 সম্ভাবনা ঘটিয়াছে । এই থানে আমাদের দেশের অতীত যুগের  
 একটি অন্ধ-বিশ্বাসের স্মৃতি মনে পড়ে ।—ইউক তাহা অন্ধ-বিশ্বাস,  
 তথাপি যেন তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে আকাঙ্ক্ষা হয় ।  
 সেই অতীত যুগে এক স্থানে জন্মদাতা জনক ও জ্ঞানদাতা আচার্য্য  
 উপস্থিত থাকিলে, বিজ্ঞা-বিনীত বালক বা যুবক ছাত্রকে  
 অষ্টাল ভূমিতে লুটাইয়া প্রথমে শিক্ষা গুরুকে পরে পিতাকে প্রণাম  
 করিতে হইত । এই জন্ত সাধ হয় মনে,—বর্তমান কালোপযোগী  
 পাশ্চাত্য-প্রভাব-দ্রোতক শিক্ষা-প্রণালীকে দেশ ও পাত্ৰোপযোগী  
 করিয়া লইতে,—প্রাচ্যের,—প্রাচীন ভারতব গুরু-ভক্তি ও আশ্রম-  
 প্রণালী-সম্মত-শিক্ষার সহিত সম্মিলন করিতে,—মণি-কাঞ্চনের  
 সংযোগ সাধন করিতে ।

শিক্ষক মহাশয়ের সমীপে, অভিভাবককে স্বীয় বালকের

সবন্ধে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইলে, বক্তব্য বিষয় গুরুজন কর্তৃক অতি সম্মান সহকারে—সবিনয়ে নিবেদিত হওয়া প্রার্থনীয়। অনেক প্রতীপদর্শী গুরুজন—মেহ-বশে—এই প্রণালীর মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাদিগের বালকগণের ভাবী-জীবন বিবাদ-কুহেলিকাচ্ছন্ন করিয়াছেন তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

গৃহে, শিক্ষাদাতা-জনক, বা অন্য গুরুজন, বালক-হৃদয়ে স্বীয় উন্নত চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলে, হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইলে,—তখন, তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ অধিক পরিমাণে ফলদান করে। গণিত-বিজ্ঞা-পারদর্শী শিক্ষাদাতা অনেক সময়ে বিস্তৃত হইয়া থাকেন, যে-এই দিবসের—বৃহৎ বৎসরের পরিশ্রমের ফলে, প্রচুর ষড়্, অধ্যবসায়, এবং, বহুদর্শীতার পরে তিনি গণিত-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন।

বয়োবৃদ্ধির ফলে এবং শারীরিক সামর্থ্যের গুণে,—তাঁহার প্রাণে প্রচুর বল সঞ্চার হইয়াছে। সেই প্রাণের বলে তিনি কঠিন গণিত-শাস্ত্রেব কুট রহস্ত-জাল অপসারণে সিদ্ধহস্ত, কঠিন প্রশ্ন তাঁহাকে নিকট সুরল বলিয়া অনুভূত হয় ;—না হওয়াই বিচিত্র।

শালক,—স্বভাবের নিয়মে,—শিক্ষা-ক্ষেত্রে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে ভীতচিত্তে দর্শন করিয়া থাকে। বহুদর্শী শিক্ষক মহাশয়ের মন-প্রাণ-বিমোহন, আনন্দ-দান জ্ঞানারণ্যে শিশু-পাঠ দিশাহারা হইয়া পড়ে। অনভ্যস্ত মার্গে অগ্রসর হইতে, প্রতি পদ-বিক্ষেপেই শঙ্কিত হয় ;—না হওয়াই তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক।

প্রত্যেক নূতন বিষয়ের শিক্ষার আরম্ভে, মিষ্ট কথায়,—অতি কৌশলে, শিক্ষার পথে—বালকের হস্ত ধারণ করিয়া, ধীর পদে, গৃহ

শিক্ষকে অগ্রসর হইতে হইবে । পারিপার্শ্বিক বস্তু নিত্যের সহিত তাহাকে—গল্পজালে—পরিচিত করিতে করিতে,—বালকের কৌতুহল পরিবৰ্দ্ধিত করিতে করিতে,—জাহার বৃত্তৃঙ্গের পরিভূষণি বিধান করিতে করিতে—তাঁহাকে ধীরে ধীরে চলিতে হইবে । বিভাগ্য,—বালকদিগের পরম্পরের জ্ঞানার্জনের সম্বন্ধে বল পরীক্ষার,—ধাবন প্রতিযোগিতার,—বন্ধুত্বের মধ্য দিয়া প্রতিদ্বন্দিতার—বিস্তৃত আগার রাজ । গৃহস্থের গৃহই শিক্ষার প্রকৃষ্ট স্থান । গৃহেই শিক্ষার প্রতি বালকের অনুরাগের সঞ্চার করিতে হইবে । জ্ঞানার্ণবে পরিভ্রমণ কালে, প্রথমে,—বন্ধুর মার্গে—শিক্ষার্থীর পক্ষে পদচ্যুতি না হওয়াই বিশ্বাসের কথা—একথা শিক্ষাদাতা গুরুজন সর্বক্ষণই বিশ্বৃত হইয়া থাকেন । সে পথে প্রতি-পদ-সঞ্চারে—অভিনব মূর্তিনিচয় পরিদর্শনে, প্রথমে, বালকের প্রাণে অনির্বচনীর আশঙ্কা জাগিয়া উঠে ! প্রাণের ওজস্বিতা নিম্প্রভ হইয়া যায় ! তখন তাহাকে মিষ্ট বাক্যে ভুট করিতে হইবে, আশার কথায়,—বিচিত্র আদর্শে তাহার প্রাণে বল-সঞ্চার করিতে হইবে । ভারত-লক্ষ্মীর প্রিয়-পুত্র প্রকৃত চক্রেয় রসায়নাগারে, অথবা, ভারতের সুসন্তান বিজ্ঞান-বিশারদ জগদীশ চক্রেয় বিজ্ঞানাগারের সাধিত প্রক্রিয়া অপেক্ষা—বালক-হৃদয়কে দেব-হৃদয়ে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া,—তুলনায় স্বয়ং গুরুতর কিনা—তাহা আমরা অবগত নহি । কিন্তু, অপরিণত বালক-হৃদয় লইয়া,—তাহাকে কোমল করিয়া—দেবমূর্তিতে পরিণত করা,—মনুষ্যত্বের পরিবৰ্দ্ধন করা নিতান্ত কঠিন কার্য্য বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

বালক জ্ঞানরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইতে, যখনই কোন স্থান বা অভিনব দৃশ্য দর্শনে ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইবে, তখনই, তাহার হস্তধারণ করতঃ সেই স্থান বা দৃশ্যের সমীপবর্তী হইয়া,—

তাহার হস্ত দ্বারা উহাকে স্পর্শ করাইয়া,—তাহার অন্তরের ভীতি দূর করিতে হইবে। সেই ভীতিপ্রদ স্বাক্ষর চতুর্দিকের বেইনী,—বালকের হস্ত ধারণ করিয়া পরিক্রম করিতে হইবে। কতকণ?—যতক্ষণ না শিক্ষার্থীর হৃদয় হইতে শঙ্কা দূরীভূত হয়,—সেই শিক্ষণীয় বিষয় নিতান্ত সহজসাধ্য হয়। একবার সহজসাধ্য হইলে বালক দ্বিগুণ উৎসাহে আনন্দোদ্বেগিত প্রাণে ঘুরিত পদবিক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে। শিক্ষার বিষয়গুলির সারল্য সম্পাদনে—সে সকলের সরলতার কথা—বুঝাইয়া দিতে হইবে। ওজোস্থিতির হীনতায়,—বালকের প্রকৃতিগত অলুকাবৃত্তি প্রবৃত্তির গাহাষা গ্রহণে,—যাহাতে তাহার ক্রান্ত প্রাণে উৎসাহবহিঃ সঙ্কুচিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

একদা, জনৈক শিক্ষক কতকগুলি শিশু ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া, অদূরবর্তী এক উচ্চাবচ অদ্ভি-তটে—খামারমান নিসর্গ-শোভা সন্দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। উন্নতানত দ্রোণি-বন্যে পরিক্রম করিতে কবিত্তে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বালক-কন-প্রোত্তিন্ন-কান্তি-সমুজ্জ্বল বালকেরা,—প্রত্যাগমন কালে—পথ-শ্রমে ক্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহাদিগের, অর্দ্ধ-পশুট-কমলানন বিমলিন হইল;—সকলে এক স্থানে বসিয়া পড়িল। সন্নিকটে কোন স্থানে অশ্ব বা গো শকট অগণা কণীবথ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। শিক্ষক মহাশয় শিশু ছাত্রদিগের জন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিছুকণ চিন্তার পর, বুদ্ধিমান শিক্ষক মহাশয়, এক অভিনব উপায় গ্রহণ করিয়া তাহার পরীক্ষার জন্ত উদ্যোগী হইলেন। পথ-পাশ্ববর্তী বৃক্ষ হইতে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত গুরুভার বিটপি-শাখা ভগ্ন করিয়া প্রত্যেক বালকের হস্তে প্রদান করতঃ—তাহাদিগকে নানাবিধ কৌশলময় বাক্যে

উৎসাহদান করিয়া,—প্রত্যেকের প্রাণে, এক একটি শাখা যেন এক একটি সুন্দর তরুণ্য এইরূপ কল্পনা জাগাইয়া তুলিলেন; তার পর বলিলেন—“এই দেখ এটি যেন আমার ঘোড়া। এই আমি চড়িলাম! এই প্রশাখা আমার যেন চাবুক,—এই আমার ঘোড়াকে চাবুক মারিলাম। তোমরা—তোমাদের ঘোড়া ছুটাইয়া—আমাকে ধর দেখি কেমন পার। ঘোড়া, ঘোড়া, হট হট!” শিক্ক মহাশয়,—হাস্ত মুখে, কল্পিত বলভে আরোহণ করিয়া দ্রুত-পদ-সঞ্চারে অগ্রসর হইলেন। শান্ত বালকেরা শান্তির কথা একেবারে বিস্মৃত হইল। শান্তি-চিন্তার স্থানে অথ পবিচালনের পরিকল্পনা স্থান গ্রহণ করিল। তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে, কল্পনার অথ পরিচালন করিতে,—করিতে,—পরস্পরের প্রতি প্রতিন্দ্বিতায় পক্ষা প্রকাশ করিতে কবিত্তে,—কোমুদি-দীপ্ত অঙ্গি-বয়স অতিক্রম করতঃ গন্তব্য স্থানে পহঁছিল।

কোন কোন বালকের শিক্ষাদাতা পিতা, ভ্রাতা, বা গুরুজন,—পাটীগণিত, জ্যামিতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি দ্রুত বিষয় শিক্ষাদান কালে,—তৎপ্রদত্ত উপদেশাবলী বশ্য, বালক, তাহার বাসনামুগায়ী কালের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলে, তিনি বালকেব ভাবী উন্নতি ব সম্বন্ধে আশাশূন্য হইয়া থাকেন। সকলবালকের একই বয়সে প্রথরা বুদ্ধি বা স্মৃতি-শক্তি লাভ হয় না,—হইতেও পারে না। তাহা অনেক পরিমাণে সূক্ষ্ম দেহ এবং বহুদিবস ব্যাপী বিজ্ঞানোচনা ও চেষ্টার পর ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং,—যথাকালে—পারীক্ষিক যন্ত্রাদির পূর্ণতার সহিত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

আবার, অনেক স্থলে, অনেক যুবক-শিক্ষার্থীর অকৃত-কার্যতার কারণ অনুসন্ধান করিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে, যুবকটি

সহায়্যাদিগের সহিত, হয়ত, পাটীগণিতের জটিল ভগ্নাংশের দুই চারিটি প্রস্তর সমাধান করিতেছে ; দুই পাঁচটি অঙ্ক সমাধান করিতে দুই চারি বার মুহিতেছে,—দুই চারি বার আবার কষিতেছে, তাহাও আবার লঘু হস্তের ফলে নহে ;—আর অধিকাংশ স্থলেই অকৃতকার্য হইতেছে । সেখানে সামান্য ভগ্নাংশের সঙ্কলনের মধ্যে,—হয়ত লঘু-করণের মধ্যে পুঞ্জীভূত গলদ রহিয়াছে ! জ্যামিতির প্রথম ভাগের বিংশ প্রতিক্রিয়াটি ক্রমবর্ণ কাঠ-কলকের উপর অসম্পূর্ণ অঙ্কন করিয়া, উৎকলিকাকৃণ-চিত্রে, খড়ি হস্তে, যুবক দণ্ডায়মান আছে । সেখানে—হয়ত—পূর্ববর্তী দুই একটি প্রতিক্রিয়া, দুই দশটি সংজ্ঞা স্মৃতিগত করণে সে অসমর্থ হইয়াছে । শিক্ষার সকল বিষয়েই, কোন না কোন স্থানে, এইরূপ নোষ সমূহ পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়া গিয়াছে । সে সকল দোষ অগ্রে অপসারিত হউক, অথবা, ছাত্রটিকে সেই বিষয়ের প্রথম স্থান হইতে শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ হউক, তাহার পর, সেই ছাত্র—দুই এক মাসের মধ্যে—সতীর্থ-সংহতির সঙ্গে হাস্য মুখে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে । আরও রাখিতে হইবে, যে, আমরাদিগের দেশের বর্তমান কালের শিক্ষা-প্রণালী পাশ্চাত্য দেশ হইতে গৃহীত । আমরাদিগের দেশের ছাত্রের পক্ষে সে শিক্ষা বড়ই কঠিন তাহা অনেক শিক্ষকই বিশ্বাস্ত হইয়া থাকেন । জ্ঞান-বিজ্ঞানানন্দ-সঙ্গমের ঘাত-প্রতিঘাতোদ্ভূত উচ্ছ্বাস-লহরি লীলা—পাশ্চাত্য-শিক্ষায় দীক্ষিত পরিণত-ধী শিক্ষকের প্রাণে শাস্ত্রত মাদুরি ধাবা ঢালিয়া দেয় । কিন্তু, এই অভিনব পাশ্চাত্য-জ্ঞান-বিবস্থানের দৃষ্টি-প্রতিঘাতী প্রচণ্ড বিজ্ঞান রশ্মি মালায় অবরুদ্ধ-দৃষ্টি • শিক্ষার সঙ্কট-বেলায় দণ্ডায়মান অপরিণামদর্শী শিক্ষার্থী—সেই জ্ঞান-সাগর সঙ্গমের উবেল তরঙ্গাবততি সন্দর্শনে,



ভীতি-চকিত-প্রাণে,—কম্পিত চরণে,—প্রথমে প্রতিফলিত পশ্চাৎপদ  
হইয়া পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

কৌমার-যৌবন-সঙ্গমে—শিক্ষার্থী যখন সংসার সমরাজ্যে প্রাণ-  
পণে যুদ্ধ করিবার জন্ত বিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত  
হইবে,—তৎপূর্ব্বকি তাহাকে সংসার রণ-ক্ষেত্রে যাত্রী হইবার  
উপযোগী করিয়া দিবার জন্ত গুরুজনগণকে বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিতে  
হইবে। যুবককে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে,—সংসার-ক্ষেত্রে  
অপ্রত্যাশিত ঘটনা নিচয়ের সহিত সংঘর্ষণ অনিবার্য্য। সেই জন্ত  
সর্ব্বক্ষণ তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বিপদে কোনও মন্তে  
মুহুমান হইলে চলিবে না। জ্ঞান সবে মৌনী, শক্তি সবে কমা, দান  
করিয়া আত্মপ্রাণ না করা, প্রয়োজন। আশক্তি-শূন্য হইয়া বিষম  
ভোগ করিতে হইবে, লোভহীন হইয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতে হইবে,  
ভীতির কারণ উপস্থিত হইলে ভীত না হইয়া আত্ম-রক্ষা করিতে  
হইবে, এবং, ক্রম ও বিপদার্ত্ত না হইয়াও নিত্য মনুষ্যত্ব বিধায়ক নিরম  
পালন ও ভগবৎ সেবা করিতে হইবে, এবং রক্ত-দ্রবণ-দক্ষ বাহ্য-  
ভাস্কর স্থিত রিপুদল হইতে, আত্ম-রক্ষার জন্ত-সারা জীবন,—বার্দ্ধকা-  
দশা,—এমন কি নাসারন্ধ্রের শেষ খাস গ্রহণের সামর্থ্য পর্য্যন্ত—  
ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে।





## অষ্টম অধ্যায় ।

—:—

### প্রতিভা ।

বিজ্ঞান্যের নিম্ন শ্রেণীতে, শিশুরা যদি সংবৎসর মধ্যে, শতাধিক সংকলন ব্যবকলন প্রশ্নের সমাধান করিয়া থাকে,—আর একটি শিশু, সেই শ্রেণীর সর্বনিম্ন স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া সেই বিষয়ে দুই দশটীর অধিক প্রশ্ন সমাধান করিতে না পারে, তবে সকলে তাহাকে গর্দভ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। সেই গর্দভ পদবী প্রাপ্ত শিশুকে—সেইরূপ দশটি প্রশ্ন বুঝাইয়া দেওয়া হউক,—পঞ্চবিংশ প্রশ্নের সমাধান কালে তাহাকে সাহায্য করা হউক,—বৎসরের মধ্যে তাহাকে সেইরূপ দুই শত প্রশ্ন বিনা সাহায্যদানে সমাধান করিতে বাধ্য করা হউক,—তার পর,—দুই তিন বৎসরের মধ্যে, সেই শিশুই প্রতিভাশালী বলিয়া পরিচিত হইবে,—ক্রমে বাৎসরিক পরীক্ষায় স্বশ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন প্রতিভা-সম্পন্ন বালকের সংখ্যা জগতে অল্প। সত্য কথা। কিন্তু তাঁহাদিগের অবগত থাকা উচিত যে,—সে কথাও যেরূপ সত্য, জগতে আজন্ম জড়ভরত, বুদ্ধিহীন ‘বাসভ’ বাল-

কের সংখ্যাও তদ্রূপ, অথবা তাহা অপেক্ষাও অল্প। ভগবানের আজ্ঞায় পশু জগতের উর্দ্ধতম প্রদেশে মানবের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর মানব শিশুই—ক্রমে বালক, পরে যুবক ও অবশেষে বৃদ্ধ মানবে পরিণত হইয়া থাকে। প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় শ্রেণীর বালকের মধ্যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মেধাবী বালকের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। গুরুজনের যত্নের অভাবে ও শিক্ষার প্রণালীর দোষে, সেই দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে, তৃতীয় শ্রেণীর জড়ভরত বা গর্দভ বালকের সংখ্যা পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য প্রেরিত হয়। তাঁহাদিগের যত্নে ও শিক্ষা-প্রণালীর গুণে,—সেই দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে—অধিকাংশ বালক অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া প্রথম শ্রেণিস্থ প্রতিভা-সম্পন্ন বালক-বৃন্দের পাশে স্থান লাভ করে।

‘প্রতিভা’ জিমিসটা কি? শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে সুবিশুদ্ধ বাখ্যা কবিয়াছেন। তাঁহাদিগের বৈজ্ঞানিক উদ্ভিৎ, আলোচনা না করিয়া, সাধারণে যেরূপ অর্থে ঐ শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। বালকের—ইঞ্জির সকলের সাহায্যে সকল বিষয় বুঝিবার যে শক্তি—তাহাই তাহার বুদ্ধি; আর সেই বুদ্ধি,—অধীত বিষয়ের বিশেষ আলোচনার ফলে,—তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইলে, সে যখন অতীত কালের অধীত বিষয় গুলি যথাযথ বর্ণনা করিতে পারে, তখন, আমরা তাহার প্রখর স্বাতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আর বালকের সেই বুদ্ধিবৃত্তি,—সেই প্রখর স্বাতি যখন পাঠ্য বিষয়ের আলোচনার পুনঃ পুনঃ মার্জিত হইয়া দীপ্তিমতী হয়,—সেই বালকের অনন্ত মূল্য প্রতিভার আবেগময় বিকাশ তখনই আমাদের নিকট উপলব্ধি হইয়া থাকে। বুদ্ধি নূতন শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করে। স্বাতি

অতীতের আলোচনা করে । আর প্রতিভা সেই গৃহীত শিক্ষা দীক্ষার পুরাতন তথ্য নিম্ন হইয়া,—সে সকল নিজস্ব করিয়া, ভাবিয়া চুরিয়া নবীন তথ্য নির্মাণে শক্তি দান করে । তবেই দেখা যাইতেছে, প্রতিভা লাভ করা,—সাধারণ-স্বাস্থ্য-সম্পন্ন-বালকের পক্ষে—অসম্ভব নহে । স্বল্প বুদ্ধিমান বালক অথবা যুবক ছাত্রকে, প্রথমে,—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়—স্বীয় পাঠ্য বিষয়গুলির প্রতি প্রীতি সংস্থাপন করিতে হইবে । তাহার উপায়—তাহার সহিত অধিক কাল ব্যাপিয়া নিত্য সম্মিলন ঘটে—কোন বিষয়ের আলোচনা হয়,—তাহারই দহিত,—প্রকৃতির নিয়মে—প্রীতি সংস্থাপিত হইয়া থাকে । তারপর,—প্রত্যহ অধিকক্ষণ প্রীতির সহিত কোন এক বিষয়ে আলোচনা হইতে থাকিলে, তাহার ফলে—আলোচ্য বিষয়ের মর্ম্ম পরিগ্রহ সহজ সাধ্য হয় । ইহাও প্রকৃতির নিয়ম । পাঠ্য বিষয় গুলি শিক্ষার জন্ত অমুরাগ না জন্মিলে শিক্ষার্থীর উপায়ান্তর নাই । নিত্য, যে পাঠ অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া আলোচিত হয়, তাহা পুনরায় আলোচনা করিবার জুহু,—অভ্যাসের ফলে—স্বতঃই অমুরাগ জন্মে,—আগ্রহ হয় । তৎপরে—যখন তাহার মর্ম্ম গৃহীত হয়, তখন পাঠে আনন্দ লাভ হয় । নূতন নূতন তত্ত্বের আলোচনায় প্রাণে আনন্দের প্রবাহ স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে । তৎপরে, সূচীক যেক্রমে আপনার কার্য্যালয়ে উপবিষ্ট থাকিয়া—স্বীয় পাদ বিতাড়নে—এক মনে—শিল্প-যন্ত্র-সংলগ্ন সূচীকে অল্পক্ষণ সঞ্চালন করে, যতক্ষণ সীবন কার্য্যটি সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ,—অল্পক্ষণ—সীবনী হেলিয়া ছলিয়া,—এদিকে ওদিক না ফিরিয়া, সম্মুখে,—কেবল সম্মুখে—আশ্রিত বস্ত্র মধ্যে নিরন্তর চলিতে থাকে ;—বালক বা যুবককে, সেই রূপে, যে পাঠ অভ্যাস করিতে হইবে, যতই গুরুতর হউক না,

যতই দীর্ঘ হউক না, তাহার জন্য চিন্তা নাই,—বিরাগ নাই, কেবল সেই  
 পাঠে মনঃসংযোগ করিয়া—মনটিকে হুটীটির মত হেলাইয়া ছুলাইয়া,  
 সম্মুখে—কেবল সম্মুখে,—বস্তুর পাঠ্য বিষয়টির অভ্যস্তর দিয়া  
 পরিচালনা করিতে হইবে। ততক্ষণ ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত আরক্ত সাধনা  
 সিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ!—ততক্ষণ উদরের ক্ষুধা প্রভাব প্রকাশে সমর্থ  
 হইবে না,—সম্মুখে রক্তিত রসনা-তৃপ্তিকর উষ্ণ ভোজ্য শীতল হইয়া  
 যাইবে,—নিজাদেবী প্রভাব প্রকাশ করিতে আনিয়া ব্যর্থ মনোবধ  
 হইয়া প্রত্যাবর্তন কবিস্বায় উপক্রম করিবেন। সংসারের সুখ  
 দুঃখ আত্মীয় স্বজনদের অস্তিত্বেব কথা—সেই কালের জন্ত—বিস্মৃত  
 হইয়াই হইবে। ততক্ষণ, সেই পাঠ্য বিষয়টির মধ্যে মনোমগ্ন হুটী  
 অক্ষুণ্ণ সুস্থ অগ্রভাগ বিদ্ধ কবিত্তে কবিত্তে—কেবল সম্মুখে  
 অগ্রসর হইবে। কেবল অভ্যাসান্তে মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য বাধিতে  
 হইবে, যেখানে যে মুহূর্ত্তে পূর্বাভ্যাস-বশীভূত বিষয়াস্তবে প্রস্তুতি  
 চিত্ত পূর্ব বিষয়ের প্রতি ধাবমান হইবে, সেইক্ষণে—সেই মুহূর্ত্তেই  
 তাহাকে বিবর্তন করতঃ পাঠের প্রতি নিয়ন্ত্রণ কবিত্তে হইবে।  
 তারপর সিদ্ধি করতলগত হইবে। এইরূপে, সিদ্ধি—বালকের  
 বুদ্ধির মধ্যে,—প্রতি আশ্রিত বিষয়ের আলোচনার যখন নিরন্তর  
 আত্ম প্রকাশ কবিত্তে সমর্থ হইবে, তখন আমরা বলিব—  
 “প্রতিভা”। প্রতিভা একটা আশ্চর্য্য ভনক, বা অপ্রাপ্য কিছু  
 নহে। ইহা সকল বালক বা যুবকের পক্ষে সাধনার বলে লাভ  
 করা সম্ভবপর কিন্তু, যিনি, দুরারোহ সহ্যাদি-শিখরে অবস্থিত  
 জ্ঞান-রাজ্যে আরোহণ করিবার জন্য, অত্রি-তট-সংলগ্ন অধি-  
 রোহণীর সর্ব নিম্ন সোপানে পদার্পণ করিয়া ধীরে ধীরে  
 আরোহণ কবিত্তে না চাহিবেন, তাঁহার পক্ষে সেই শিখরোপরি

অবস্থিত জ্ঞান-রাজ্যে অধিষ্ঠিতা প্রতিভা দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ অসম্ভব !

যে সকল শালক বাল্যকালে বিছালোচনায় যত্ন করে নাই,— প্রতিভা-পরিদূরণের চেষ্টা করে নাই, তাহাদের মধ্যে অনেকে, যৌবনের কিঞ্চিৎ পূর্বে বিজ্ঞা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া—প্রতিভার বিকাশে ধন্য হইয়াছে—একপ উদাহরণেব অভাব নাই । ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে—কলিকাতার উপকণ্ঠে—খিদিরপুরে, মাতা-মহের গৃহে কাশী প্রসাদ ঘোষের জন্ম হয় । বাগ্যে শরীরের শীর্ণতা এবং মাতামহের স্নেহাধিক্য বশতঃ তাহার বিদ্যাবাস্ত হয় নাই । দাদশ বর্ষে গৃহশিক্ষক, কাশী-প্রসাদকে মাতৃভাবার বর্ণ পরিচয় শিক্ষা দিবার জন্য ছয় মাস চেষ্টা করিয়া, কথঞ্চিৎ কৃতকার্য হইলেন । একদা তাঁহার পিতা, তথায় আগমন করিয়া পুত্রের বর্ণ পরিচয়কে পরীক্ষাগ্রহণ করতঃ, কাশীকে গর্ভিত শ্রেণিভুক্ত করিয়া যৎপরোনাস্তি ভিন্নস্থান করিলেন । পিতা প্রস্থান করিলে, কাশী প্রসাদ মাতা-মহের নিকট ক্রন্দন করিয়া কলিকাতার কোনও বিদ্যালয়ে তাঁহাকে প্রেরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন । মাতামহ বুঝাইলেন যে তাঁহার পিতা যথেষ্ট ধনবান ; কাশীকে কস্মণ্যভুক্ত হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে না । অনেক সাধনার পর মাতামহ, তাঁহাব পত্নীসহ পাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইলেন । কাশী-বয়োবৃদ্ধি বশতঃ তথায়--পরিচিত স্বয়ং বয়স্ক বালকবৃন্দের সহিত পাঠ করিতে অস্বীকৃত হইলেন । অনেক ক্রন্দনের পর, তাঁহার মাতামহ জামতাকে বলিয়া কলিকাতার হিন্দু-স্কুলে পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন । পাঠে আগ্রহ, ও অধিক পয়সের জন্য অভ্যন্তরীণ যত্নাদির পূর্ণতা বশতঃ, এবং, অধ্যবসায় গুণে—কাশী-প্রসাদ—সকল নিম্ন

শ্রেণীতে পাঠারম্ভ করিয়া, স্বীয় বুদ্ধির পরিচয় দান করিতে করিতে—  
উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইতে আরম্ভ করিলেন ।  
প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে কাশী প্রসাদ,—‘যুগ কবির প্রথম  
উদ্যম’ নামী একটি কবিতা ইংরাজীতে রচনা করিয়া,—  
শিক্ষকগণের নিকট প্রশংসা লাভ করিলেন । অষ্ট বৎসর মাত্র শিক্ষার  
পর, তিনি, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের  
আলোচনার মনোনিবেশ করিলেন । ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তৎকালের  
ইংরাজী-সাহিত্য-রথী কাণ্ডেন রিচার্ডসন্—বিশ্ব-বিখ্যাত ইংরাজ-  
কবিগণের কাব্যোদ্যান হইতে,—কবিতা কুসুম চয়ন করিয়া যে  
ছুইটিমাত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে, বাঙ্গালী কাশী  
প্রসাদের রচিত কবিতাটি ইংরাজী হৃদয়গ্রাহী কবিতা-প্রহ্নন স্থান  
লাভ করার বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত হইয়াছিল ।

বিশ্ব-বিখ্যাত সেনাপতি ক্রম ওয়েল বাল্যে বা যৌবনে,—কখনও  
অস্ত্র চালনা করিতে শিক্ষা করেন নাই । আবার তিনিই প্রৌঢ়  
কালে রণ-রঙ্গে যোগদান করিয়া, ক্রমে—অধ্যবসায়ের গুণে—  
প্রতিজ্ঞার বিকাশে অস্তঃসুপ্তা শক্তির পরিষ্ফুরণে প্রধান সেনাপতির  
পদ অধিকার করিয়াছিলেন । তৎপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শীর্ষ স্থানে  
প্রতিষ্ঠিত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহা অধিকারে রাখিয়াছিলেন ।

এই জন্ত বলিতেছিলাম, বালককে প্রথমে বুদ্ধিহীন বলিয়া  
বোধ হইলেও তাহার উন্নতি সাধক কার্য্যে ক্রমিক চেষ্টায় বিরত  
হইলে চলিবে না । জনক-জননীর অবিমুখ্যকারিতার ফল,—অনেক  
সময়ে,—সন্তানকে ভোগ করিতে হয় । তাহার চাচেন—মাকের  
উন্নতি । কার্য্যে হয়ত তাহার অবনতি সাধনের অশুকুল কার্য্য-  
প্রণালী তাহার অবগদন করিয়া থাকেন । সুস্থ-কায় বালক,—

উন্নতির বস্ত্রে স্বভাবের ক্রমে স্বতঃই পরিচালিত হইতে বাধ্য । যে সকল কার্য্য সেই উন্নতির বস্ত্রে রোধ করিতে পারে, তাহাঁ গুরুত্বপূর্ণের করা অসুচিত । যে সকল প্রক্রিয়া সেই উন্নতির গতির পরিণাম সংসাধনকরে,—ক্রমে উন্নতির প্রবাহ বলবান করে তাহাই করণীয় । যখন বালকের পেশী-মজ্জা, শিরা ধমনী, ন্নায়ু এবং ন্নায়ু কেন্দ্র সমূহ পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই,—পাকস্থলী ক্ষয় স্বাস-যন্ত্র যখন প্রচলিতমান প্রাপ্ত হইতেছে মাত্র,—সেই সময়ে বিদ্যা-শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অতিরিক্ত কার্য্য সাধনে—মাতা, পিতা আশার উৎপীড়নে,—তাহাকে নিয়োগ করিলে,—তদনুগত পরিবর্তনে জীবের সমস্ত ও রক্তোত্তর যেরূপ রুদ্ধ হয়, তদপ,—তাহার উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া যায়,— তাহার ধ্বংসের বস্ত্রে পবিস্কৃত হয় । উপরোক্ত বহুনিয়ম অগ্রে পরিপুষ্ট হইলে,—শরীর-তত্ত্ব-বিশারদগণের মতে, তবে মস্তিষ্ক বলবান হয় । প্রকৃতির অনুশাসনে,—সেই কারণে,—প্রোচক্ষন অপেক্ষা যুবার শরীর-সংকলন-ক্রিয়া অধিক আবশ্যিক, সেই জন্য যুবা অধিক চঞ্চল, অতিশয় ক্রীড়া-শীল, অত্যধিক হাস্ত-বস প্রিয় । বালকের শরীর-সংকলন-ক্রিয়ার প্রয়োজন আবও অধিক,—সেই জন্য,—বালক আবও চঞ্চল, আবও ক্রীড়া-শীল,—ধাবন-কুর্দন, তৎপর । বালকের পক্ষে—শারীরিক ব্যায়াম অগ্রে,—তৎপরে—তাহার মানসিক শ্রম-সাধা অধ্যয়ন । দৈনিক, এই দুইটা যাহাতে কালের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া, বৃদ্ধিতে অসুষ্ঠিত হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা অভিভাবকের কত্তব্য । বালকবৃন্দের নির্দোষ হাস্যের রোলে, উল্লাস তরঙ্গে প্রতি দিন গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইতে থাকিলে জনক-জননীর বিরক্তির পরিবর্তে আনন্দ হওয়া উচিত । বালকদিগের প্রকৃষ্ট পক্ষ



কান্তি সমুজ্জল হাস্য-প্রসুট আনন্দ, হৃদয়ে আনন্দ ও শারীরিক ব্যায়াম বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিকের পরিপ্রভ, তুল্যদণ্ডে পরিমাণ করার জ্ঞান ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা কল;—পাকস্থলীর বেদনা, উদরাময়, শিরঃপীড়া, শিরোধূর্ন, অস্থিরতা, ক্রোধ, দৃষ্টির অপ্রসন্নতা। তাহার পর আরও মানসিক পরিপ্রভ করিলে চির রুগ্ন দেহ, অকাল বার্দ্ধক্য;—শেষ ফল—অকাল মৃত্যু।

শিক্ষার উদ্দেশ্য,—কেবল যে কতকগুলি বাহ্যিক জ্ঞান মানস-পটে চিত্রিত করা, স্মৃতিকে অযথা ভাণ্ডারীকৃত করা,—তাহা নহে। সেই জ্ঞানগুলির প্রসরতা-সংসাধন, অন্তর হইতে বহির্দিশে তাহা-দিগকে শতগুণে বৃদ্ধি করিবার শক্তি লাভ করা, এবং হৃদয়ে শ্রান্তি ও বিরক্তির পরিবর্তে ভূমানন্দ লাভ করা। শিক্ষা মানুষকে অন্তরে বাহিরে বর্দ্ধিত করে, দোষনিচয় অন্তর হইতে উন্মূলিত করিয়া দেয়, মনুষ্যত্বের সৃষ্টি করে, পুরুষত্বের পরিবর্দ্ধন করে। উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিবার উপযোগিনী শক্তি দান করে।

বাল্য-জীবনে মার্জিতা বুদ্ধি ও প্রবলা স্মৃতি অপেক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, অধ্যাসায়, মনোনিবেশ ও গুরুজনের আজ্ঞাপালন এবং ভাবি-জীবনে সংসার সমরাজ্যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার কালে আত্মরক্ষার প্রধান সহায় পবিত্র চরিত্ররূপ স্মৃদুত সন্মানে আবৃত হইবার অভ্যাস সর্বপ্রথম প্রয়োজন।

উপরোক্ত গুণ নিচয়ের ফলে ধরাবাসী কত বালক কত যুবক উন্নতিলাভ করিতেছে। শিক্ষার আলোক প্রবাহ সাধুচিত্ত পান্ডিত্য বৃদ্ধি মণ্ডলীর দ্বারা নিত্যনববর্ণাঙ্কুরজিত হইয়া তাহাদিগের অধ্যবসায়ের ফলে ধরণীর সর্বদেশে আলোক তরঙ্গ প্রেরিত হইতেছে, যে

সকল দেশের নাম কর্তৃকশতাকো পূর্বে এ দেশ বাসীরা .  
জানিত না, সে সকল দেশের দূর বেন অন্তর্হিত হইয়া  
বাটতেছে, দেশের কত ক্রম অপসারিত হইতেছে,—দেশবাসীর  
স্বথের পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কোথায় নব অভ্যুত্থিত  
আমেরিকাবাসী বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর শিবোৎসব এলভা এডিসন্—  
আর কোথায়—কত দূরে আমাদের স্বর্ণপ্রসূ জন্মভূমির  
আর্য্যাবর্ত ও দক্ষিণ-পথে এডিসনের অমুগ্ধীতা সৌদামিনী  
ধনিকার লাস্ত-লীলা। কোথায়, কতদূরে বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ মার্কনির  
ক্রীড়াগার নব জাগ্রত ইটালী—আর, কতদূরে—আমাদের এই  
প্রাচীন ভারতে, বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদান-ক্রিয়া। কোথায়—  
কোন দেশে—বোম্বাইনের,—বাইপ্লেনের আবিষ্কার,—আর কত দূরে  
ভারত-গগনে গগন-বিহার। কোথায়—কোন অজানিত সপ্তে—নগন  
ক্লাইভের স্মৃতিকাগার,—কোথায়, কোন অপরিচিত গিরিতটে অনশন  
ক্রিষ্ট ছেটিংসের, বালা-কালের ছুচিস্তাক্রিষ্ট মস্তিষ্কেব করিত লক্ষ্যের  
উদ্ভব-ক্ষেত্র,—আব—কোথায় কতদূরে প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান  
জাতের প্রতাপ ও মহাবাহু শক্তির সহিত সংঘর্ষণ-ক্ষেত্র—বিপ্লাব  
বসোকসাবা—এই ভারতে ঠাহার মার্জিত লক্ষ্যেব প্রকৃষ্ট বিকাশ,—  
হৃদয় নির্ঝর নিঃসৃত অশাস্ত্র। শক্তি-তবঙ্গিনী অক্ষরন্ত লীলা!—  
কোথায়—কতদূরে দার্শনিক চুচামনি-ষ্টীফেন, “সাহিত্যরথী টনী,  
হেনরী জেম্‌সেব জন্ম-ভূমি,—আব কতদূরে—ঘনাচ্ছন্ন ভারতে  
ঠাহাদিগের প্রশান্ত প্রতিভালোকেব অনন্ত তরঙ্গ-ধারা ভারতবাসীর  
আলস্য বিমলিন হৃদয়ের অজ্ঞানাক্রান্ত গিলোন করিতেছে, কত শত  
নূতন কেন্দ্রে জ্ঞানেব দীপ এখনও প্রদীপ্ত করিতেছে,—রহিয়া রহিয়া  
—এখনও ঠাহাদিগের প্রতি ভাব-তরঙ্গ—বহিরা বহিরা—ভারত-

বাসীদিগকে এত সুখ দুঃখ, শিকা-দীক্ষা, একই আশা ও  
 আকাঙ্ক্ষার সমবেদন-স্থত্রে ঐখিত হইবার উপায় প্রদর্শন করিতেছে !  
 এ সকলই ভিন্ন, ভিন্ন মানবের বাল্যকালের, যৌবনের, ও প্রৌঢ়  
 কালের শিকা-দীক্ষা ও অধাবসায়ের চরম ফলসম্ভবপর হইয়াছে !





## নবম-অধ্যায় ।

—:~:—

বিলাস-বিদগ্ধা বহুধরার শান্তি নিব্বার ভারতের হবির্গন্ধামোদিত চির-শান্তি-পরিমলময় তাপসারণ্য হইতে,—একদা,—অতি প্রাচীন যুগে, বোগীশ্বর পতঞ্জলীর ভাবাবেশ-বিহ্বল আবেগ-বিকম্পিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—“ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” এই অমৃতনিভ ঋষি-বাক্য মূল্যবান ও সত্য-গর্ভ সন্দেহ নাই। উক্ত বাক্যে নির্ভর করিয়া, আমরাগিরের দেশের,—বর্তমান কালে,—কোন কোন ব্যক্তি আপনাদিগের উন্নতির জন্ত অস্থির; অথচ সিদ্ধিলাভে ব্যর্থমনোরথ! ইহার কারণ কি?

কারণ, তাঁহারা ঋষিবর পতঞ্জলীর ঐ বাক্যে তাঁহার উপদেশ টার পরিসমাপ্তি করিয়া থাকেন। মহর্ষি যে সেই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে যম, নিয়ম সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন তৎপ্রতি তাঁহারা কণ-পাত করিতে চাহেন না। যোগিশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলীর সাধন-প্রণালীর সাহায্যে পূর্বকালে সাধকবর্গ চতুর্ধর্গ ফল লাভ করিতে সমর্থ হই-  
য়াছিলেন, অনেকে জীবনুত্তম মহাপুরুষ হইতে পারিয়াছিলেন, আর আজ তাঁহার বাক্য উপরোক্ত ব্যক্তিগণের নিকট ইহজীবনের উন্নতি

চোঁতোও ব্যর্থ হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি আছে ?

ঐ সকল ব্যক্তিগণের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় বিনা পণ-বিনিময়ে অভিলষিত জ্ঞান লাভের অভিলাস । তাঁহাদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যবহারজীবী আছেন, যাহারা পণ্ডিতবর রাস বিহারি ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, বৈষ্ণনাথ দত্ত, নীলমাধব, অথবা নলিনাক্ষ রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যবহার-জীবীকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । তাহা কর্তব্যবাহী হইয়াছে । কিন্তু তাঁহাদিগের সাধনার বাসনা নাই, উক্ত মনিষীবর্গের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিতে, কার্য শিক্ষা করিতে, সাধনা করিতে অর্থোপার্জননের পথে জ্ঞানের মর্যাদা রক্ষার বাসনা নাই । এক্ষণে অনেক নবীন চিকিৎসক হরত আছেন, যাহারা শ্রদ্ধালু সারদা প্রসাদ সর্বাধিকারী, সুনন্দ্রীমোহন দাস, নীলরতন সরকার, ব্রজচরী, কেদারনাথ দাস বা বামন দাস মুখোপাধ্যায় এবং প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি খ্যাত-নামা প্রচুর অর্থোপার্জনে সমর্থ-চিকিৎসা-বিজ্ঞা-বিশারদগণের জ্ঞান অর্থ ও যশঃ উপার্জন করিবার জন্য অস্থির, উন্মত্তপ্রায় । তাঁহাদের গৃহীতাদর্শ-সমূহ যথার্থ হইয়াছে । সেরূপ আকাঙ্ক্ষাও নিন্দনীয় নহে, নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় । কিন্তু ঐ সকল সাধুচরিত চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিৎগণের জ্ঞান অধ্যয়নশীল, অহুসন্ধিৎসু, ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন হইয়া, তার পর তাঁহারা আপনাপন অকৃত-কার্য্যতার কথা ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন কি ? অনেক যুরক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া শিক্ষাকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন । হরত পণ্ডিতবর আশুপদকে, বা হেরথচন্দ্র মৈত্র, অধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কল্যানবুদ্ধি মনিষীদিগকে

লক্ষ্যের আসনে বসাইয়াছেন। উত্তম কথা, আনন্দের বিষয়। কিন্তু, ঐ মনিষীদিগের সাধনার মত সাধনা, যত্ন, শ্রমশীলতা কোথায় তাঁহাদের ! এ ভারতে যশঃ বা অর্থ উপার্জনের জন্ত, পরোপকার সাধনের জন্ত, জ্ঞান বিস্তারের জন্ত বহুদূর বিস্তৃত বিবিধ কার্য্য-ক্ষেত্র সমূহ পতিত রহিয়াছে। অভাব কেবল যম-নিয়ম-অভ্যাস-তৎপর উপযুক্ত গুণসম্পন্ন সাধকের ।

বিফলমনোরথ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ একরূপ মনে করেন যে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা, আপনাদের সৌভাগ্য বশতঃ যখন উন্নতি-লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তখন তাঁহারা সাধনা আরম্ভ করিয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন।" উন্নতি-প্রয়াসী অথচ আলস্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ বা একরূপও মনে করেন, সুযোগ যখন আপনা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদ প্রান্তে বিলুপ্তি হইবে, তখনই, কেবলই, তখনই তিনি কৰ্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন, উন্নতির জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, সর্কাস্তকরণে কার্য্যে ব্রতী হইবেন। ইনি ভাগ্যধরগণের জ্ঞান উন্নতি লাভ করিলে তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিকতর পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইবেন !

কথাটা একবারেই মূলাহীন। সুযোগ আপনা হইতে উপস্থিত হয় না ; আর উপস্থিত হইলেও, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি চাই। গ্রহণের পর সুযোগের ব্যবহার আবশ্যক। ইহা আপনা আপনি কখন উপস্থিত হইলেও, উন্নতি কখনও স্বয়ংমগত হয় না। লৌহ স্বাভাবিক অবস্থায় নিভান্ত কঠিন। ইহাকে প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ করিলে, যখন তাহা সিন্দূর বর্ণ ধারণ করে, তখনই

উহাকে যুদ্ধের দ্বারা আঘাত করিয়া আমাদের ব্যবহারোপযোগী আকারে পরিবর্তন করিয়া লইতে হয়। সেই রক্তিমায় উদ্ভাপাবস্থা বিগত হইলে শতগুণ আঘাতেও আর তাহা কার্যোপযোগী হয় না। কালের সহিত-কর্ম-ক্ষেত্রে, লক্ষ্যানুবর্তনের উদ্দেশ্যে, আমাদের চেষ্টা যত্ন ও শ্রীবনী শক্তির সংঘর্ষণ ফলে, কার্য্য করিতে করিতে সুযোগের উদ্ভব হয়। আর তৎক্ষণাৎ সেই সুযোগকে ব্যবহারে আনিয়া উন্নতির পথে নিয়োগ করিতে হয়। সুযোগকে যদি একটি সুন্দরী রমণীর ন্যায় কল্পনা করা যায় তবে বলিতে হইবে সে অতি সতর্কতার সহিত সকলের সম্মুখ দিয়া গত্যাত করে। দূর হইতে আসিবার সময় তাহাকে চিনিতে পারা যায় না। তাহার মস্তক ইন্দ্রলুপ্ত রোগাক্রান্ত। কিন্তু সুন্দর সীমন্ত প্রদেশটি প্রচুর চিকুরজ্বালে সুশোভিত। সম্মুখে আসিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারা যায় কিন্তু অনতিবিলম্বে দ্রুত পদসঞ্চারে পলায়ন করে। তাহাকে চিনি বামাত্র তাহার সীমন্ত প্রদেশের কেশগুচ্ছ সবলে ধৃত করিতে পারিলেই তবে সে ধরা পড়ে। নতুবা এক অঙ্গুলিমাত্র পশ্চাতে তাহার ইন্দ্রলুপ্ত রোগাক্রান্ত বৃহৎ মস্তকোপরি হস্ত পতিত হইবামাত্র সেই সুযোগ-সুন্দরী রক্তভরে দর্শকের প্রতি হাস্য করিয়া বনশোভনা হরিণীর দ্বারা চকিতে বহুদূরে পলায়ন করে।

যখন ইউরোপের নৃপতিবর্গ একত্রিত হইয়া মহাবীর নেপোলিয়নকে দমন করিবার জন্ত বদ্ধ পরিকার হইরাছিলেন তৎকালে এক দিবস ইংরাজ সেনাপতি ওয়েলিংটন ইংরাজ ও পর্তুগীজ মিলিত সৈন্যদলে যোগ দিবার জন্ত এক পর্ব্বতের উপর দিয়া অস্বারোহণ গমন করিতেছিলেন। ফরাসী বীরকুলধ্বজ বৃদ্ধ সেনাপতি সেন্ট সর্সেস্ত্রে সর্বোবরন নগরে অবস্থিত বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করিবার

উদ্দেশ্যে নগর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। সোণ্টের কুট রণকৌশল ও অদম্য সাহসের বিষয় সকলেই অবগত ছিলেন এক্ষণে তাঁহার রণোন্মত্তভাব দর্শনে বিপক্ষ পক্ষের সেনানায়কবৃন্দ ভীত, ও চমকিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কে এই মহাবীরের কুট সৈন্য-পরিচালনা বুঝিতে সমর্থ হইবে? কে তাঁহার রণোন্মত্ত সৈন্যদলের ভীম আক্রমণ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে? চির বিজয়ী সোণ্টের বিশালাবাহিনী আর অর্ধ দণ্ড মধ্যে তাহাদিগের মিলিত সৈন্যদলের উপর আপতিত হইয়া তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে এই চিন্তায় সকলেই আকুল। বিচক্ষণ সেনানায়ক বলিতে লাগিলেন কে সাহস দানে সৈন্যদলকে উত্তেজিত ও সোণ্টের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ? যদি ওয়েলিংটন এক্ষণে এ স্থানে উপস্থিত থাকিতেন।” এমত সময়ে জনৈক পত্নীগৌজ সেনাপতি দূরবীক্ষণ দ্বারা চতুর্দিক পর্যাবেক্ষণ করিতে করিতে দূরে পর্বত গাত্রে খোদিত কাল ভজিকাবৎ অশ্বারোহী ওয়েলিংটনকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। বীরবর ওয়েলিংটন দূরবীক্ষণ সাহায্যে কবাসী সেনা নাগ্নকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ সঙ্গী পথ প্রদর্শককে কহিলেন “দেখ! দেখ! প্রভূত পরাক্রমশালী ঐ মহাবীর সোণ্ট আমাদের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিবার জন্য বীরগর্বে অগ্রসর হইতেছেন। বীর কেশরী সোণ্ট! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার প্রতিষ্ঠা। এমত সময়ে ওয়েলিংটনের আগমন বাক্তা উভয় সৈন্যদলের মধ্যে মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখন সেই সম্মিলিত শক্তি-সংহতির আনন্দের রোল গগন প্রান্তর ছাইয়া ফেলিল। রণ কুশল সতর্ক দৃষ্টি করাসী সেনানায়ক রনোন্মত্ত ফরাসী বাহিনীকে আক্রমণ কার্য্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া শত্রু পক্ষীয় আনন্দোচ্চাসের



কারণ-তত্ত্ব নির্ণয় করে নিযুক্ত হইলেন। রণরক্ষ ওয়েলিংটন উৎসাহ সহকারে কহিলেন সতর্ক বুদ্ধি বীর চুডামনি, তোমার অদ্যকার লিখিত রণ বিজয় তোমার অতি সতর্কতারূপ ছিদ্র দিয়া পতিত হইল! তুমি তাহা দেখিতে পাইলে না? সম্মিলিত সৈন্যদল আমার আগমনে উল্লাসিত হইয়া তারস্বরে যে চীৎকার করিয়াছে, তাহা তোমার কর্ণরঞ্জে প্রবেশ মাত্র তুমি আক্রমণ কার্য্য স্থগিত করিয়াছ। ঐ আনন্দ রোলের কারণ অবধারণ না করিয়া আর তুমি এক পদও অগ্রসর হইবে না।

এই সময়ের মধ্যে আমাদের সাহায্যকরী বহু সংখ্যক সৈন্যদল আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই 'দুর্ব্বল সৈন্যদলে বল বর্দ্ধন করিবে। আমিও তোমার বীর বাহিনীর বিজয় গোরব চূর্ণ করিতে সমর্থ হইব।" তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সৈন্যদলে উপস্থিত হইলেন। রণ কুশল চির বিজয়ী সেন্ট অত্যন্ত সতর্কতার জন্য স্বীয় স্বর্ণ সুর্যোগ হারাইলেন; আর সেই একই ক্ষেত্রে ওয়েলিংটন করাসী সেনানীর ভ্রমোৎপন্ন সুর্যোগের গ্রহণ ও সম্বাবহার করিয়া স্বদেশের কল্যান সাধনে এবং আপনার বংশ বর্দ্ধনে সমর্থ হইলেন।

মহাবীর নেপোলিয়ান যে এত অধিক যুদ্ধজয় করিতে সমর্থ হইতেন, তাহার কারণ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং বুদ্ধিবলে সুর্যোগের সৃষ্টি করিতেন, এবং সেই স্বসৃষ্ট-সুর্যোগের সম্বাবহার করিতেন। তিনি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, স্বীয় বাহিনীর পশ্চাতে—কিয়দূরে—কোনও উচ্চতর স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেনাপতিগণকে সহপদে দান করিতেন, এবং দূরবীক্ষণ যোগে সেই উপদেশের কার্য্য-ফল সন্দর্শন করিতেন। বখন, বিপক্ষের কোনও সৈন্যদল একটু বাজ চকল-ইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, সেই মুহূর্ত্তে—তাহার সঙ্কেতে

সকল কামান সেই একই দিক লক্ষ্য করিয়া গভীর গর্জনে ডাকিয়া উঠিত—সকল সৈন্য সেই একই দিকে বন্দুকের গুলি বর্ষণ করিত। তখন বিপকের সেই চঞ্চল সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইত। যে অঝারোহা সৈন্যদল এতক্ষণ বিশ্রাম উপভোগে বিরক্ত হইয়া রণাভ্যাসের অধীর হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে সবেগে সেই প্রস্তুত শত্রুসৈন্যের উপর বীরবিক্রমে আপতিত হইয়া তাহাদিগকে মথিত, বিভ্রাসিত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিত। এই রূপে স্ব স্বই স্রবোগের ফলে বীর শ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের রণ জয় হইত।

পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিয়া অনন্ত কালের অংশরূপ মুহূর্ত-নিচয়ের সম্ভাবহার করিয়া সবিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে “মহাকনো যেনঃ গন্তঃ স পত্না” নীতি আশ্রয় করতঃ অসামান্যাদ্য বসায়-সম্পন্ন জনগণ সেবিত। সৌভাগ্য-সম্মীর শুভোদয়কর্মণ-মণ্ডিত মন্দিরোদ্দেশে যাত্রা করিতে হয়। উৎকটোৎসাহ সম্পন্ন ধৃতিমান সাধক স্বীয় প্রযত্নে সেই আলস্যবিলাসোজ্জল বন্ধুর ধণ্ডাঙ্গীর্ণ বাধা-বিল-বহুল বন্ধে যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরি প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। ক্রমে অসময় সুসময়ে পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন সেই অজ্ঞাতানুরোধ নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান কাল সাধকের সহিত স্রবো-গের সম্মিলন সংসাধনের পক্ষে সাহায্য করে। ক্রমে অতিক্রান্ত-স্তরায় দুর্ভাগ্য সাধকের পক্ষে বহুদিনানুধ্যাত উন্নতি শিখরে আরোহণ এবং নিরাশ্রয় মনুষ্যবশীকার্য্য কমলালয়ার আলর সন্দর্শন সুলভ হইয়া থাকে। প্রবল পরাক্রান্ত দুর্ভাগ্য-রক্ষকের মনে বিপাটনের ইহাই গুপ্ত রহস্য।

কালের সম্ভাবহারের সহিত স্রবোগেরও সম্ভাবহার করিতে

পারিলে, এবং অধ্যবসায়ের সহিত সত্বরে সংমিশ্রণ করিতে সমর্থ হইলে, সাধকের প্রেরোলাভ ঘটিয়া থাকে । অবশ্য প্রতিপাল্য পরিবারবর্গের প্রতিপালন, আত্মীয় নির্বিশেষে প্রতিবেশীগণের উপকার-সাধন, কুধা-ব্যাধি-তরফুর ভীষণাক্রমণ জর্জরিত কলেবর অনাথের হুঃখ দূরীকরণ, ছুঃখের দমন শিশুর পালন ন্যায়বান ক্রীতীশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জম্বুভূমির প্রতি আপনাদিগের সচ্চরিত্রতা ও মহুয্যত্বের বিকাশের দ্বারা কর্তব্য পালন, ন্যায়ের পথে—ধর্মের বশে অর্থোপার্জন এবং বহু সাধনার ধন জ্ঞানের অর্জন প্রভৃতি শুভ কার্য সাধনের সুযোগ উপস্থিত হইলেই সেই সুযোগে সদ্যবহার করিতে হইবে । রাজ-বশে,—রম্য প্রদোষ কালে, স্নেহা-পরিক্রম সময়ে জনৈক মার্গান্তর জিগমিষু অন্ধ ব্যক্তির সহিত সন্দর্শন ঘটিলে, হয়ত, অর্থাভাব বশতঃ তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতে পারা যায় না । কিন্তু, তাহার সেই অবিরতানুগ্রহগ্রহণাত্মক হস্ত ধারণ করিয়া অশ-গো শকট ভূয়িষ্ঠ জন-সঙ্কুল চতুষ্পথ উত্তীর্ণ করাইয়া তাহার অভিপ্রেত নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার সুযোগ উপস্থিত হইলে, তাহা সম্পন্ন করতঃ সেই সুযোগের সদ্যবহার করাই সমীচীন কার্য । এই প্রকার সাধুজনাভিনন্দিত কার্য সমূহের দ্বারা সাহায্য-গ্রহীতার অপেক্ষা সাহায্য-দাতার সমধিক উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে । এতাদৃশ কার্যানিচয়ের অভ্যাস ফলে সম্মার্গাবলম্বী সাধকের আত্ম-প্রসাদ লাভ হইয়া থাকে এবং তদীয়, হৃদয়, নিহিতা শুভ প্রযুক্তিরাজিও প্রমুদিতা হইয়া উঠে । আশ্রয়ের পরিত্যাগেচ্ছা হৃদয়ে-পোষণ ও সেই ইচ্ছার কার্যে পরিণতির চেষ্টা, এবং, অন্যান্য নানাবিধ সচ্চিহ্না-চর্চিত-হৃদয়ে, সাধকের

জীবনকে অমরত্বের পথে অগ্রসর করাইয়া থাকে । স্বার্থ-সম্পর্ক-শূন্য শুভ কর্মের সম্পাদন-চেষ্টার ফলে, সময়ে, আপনাই মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে । যে হেতু, কর্মস্বরূপ-ফল-বিধাতা বিবেচকের মঙ্গলময় রাজ্যে অবিচার নাই—শুভ চিন্তা ও শুভ কর্মের নিষ্ফলতা নাই ।

অবিখ্যাত পলাশী রণক্ষেত্রে রণাভিনয়ের কয়েক মাস পূর্বে, বিবিধ পণ্যপূর্ণ রঞ্জিত নিবদ্যাপ্রাণ-শোভনা নগরী কাশীম বাজারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া বণিক সমিতির মূল্যবান কুঠী প্রবল প্রতাপাধিত নবাব সিরাজু উদৌলার প্রবল পরাক্রান্ত সেনা কর্তৃক নুষ্ঠিত হইবার পর, তাহারা উত্তেজিত হইয়া তথাকার ইংরাজদিগকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে ইংরাজ কর্মচারিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছিলেন । সেই সময়ে কয়েক জন যবনসৈন্য কর্তৃক অহুদ্রুত জনৈক স্বল্প-ভূতি-ভুক ইংরাজ-ভৃত্য, প্রাণভয়ে পলায়নপর হইয়া, কাশীম বাজারের কোথাও আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া,—অবশেষে একটি ক্ষুদ্র পূণ্যবীথিকাভ্যন্তরে বিবিধ হইয়া কুটাব-দ্বাবে উপনীত হইল । সেই বেগমান ইংরাজ যুবকের ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, শ্রমবারি-সিক্ত-পরিচ্ছদ, এবং আচঞ্চলা দৃষ্টি সন্দর্শনে সেই দরিদ্র আপনিক তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিল । অবিলম্বে সে বুঝিল, ইংরাজ-যুবকের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন, এই জন্য সেই বণিক-ভৃত্য তাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থী । আরও বুঝিল, সেই মুহূর্ত্তে আশ্রয় দান না করিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় ;—আর আশ্রয় দিলে, তাহা প্রকাশ হইবারও সম্ভবনা, শেষ ফল, সেই অপরাধে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার প্রবল-বল-দর্পিতাধিপতি নবাবের আজ্ঞায় তাহার ও তদীয় পরিবারবর্গের মৃত্যু সকল ও

কক্চ্যুত হইয়া ধরাতে পতিত হইবে, আশ্রয়-হীন সম্পত্তি-হীন পাশ্চাত্য যুবকের নিকটেও কোন উপযুক্ত পুরস্কারের আশা নাই। সমস্তা বড়ই গুরুতর ;—একদিকে নিস্বার্থ অতিথি-সৎকার, শরণাগতের আশ্রয়, —অন্যদিকে সংপরিবারের আসন্ন মৃত্যু বিভাবিকা। এই দুই বিরোধ চিন্তায় নিমগ্ন হইলে তাহার প্রাণ অস্থির হইল। অবিলম্বে, সেই দরিদ্র আপনিক আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দানই কর্তব্য বলিয়া মনে করিল ; এবং সেই শঙ্কাকুল বৈদেশিককে স্বীয় বিপনি মধ্যে প্রতিসৌরাস্ত্ররালে মলিন কঙ্কা দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ, স্বয়ং উৎকলিকাকুল চিত্তে, পণ্যবিক্রয়ের ব্যাপদেশে নির্দোষ আসনে উপবিষ্ট হইল। কয়েক দণ্ড অতীত হইলে পর এই অজ্ঞাত-কুল-শীল প্রতীচীন মসিপণ্য,—নিবিড় ভাস্বিনী রজনীতে—স্বযোগ বুঝিয়া তথা হইতে নিজস্ব হইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল।

কয়েক মাস পরে পলাশী ক্ষেত্রে রণাভিনয় হইয়া গেল। তাহার পরেও, দিন, মাস, বৎসর ও যুগ অনন্ত কালের তরঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কোন অতীত দেশে—বিস্মৃতির রাজ্যে যাইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইল। শরণাগত বৎসল দরিদ্র কান্ত সুদি সেই বৈদেশিক যুবকের কথাও বিস্মৃত হইল। একদা, অশান্তি-আশঙ্কা-নিশাঙ্ক-কার পরিব্যাপ্ত ভারত খণ্ড, জনৈক ইংরাজের প্রথম প্রতিষ্ঠান কিরণ সম্পাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, নগর-প্রান্তর মরু-কান্তার নদ-নদী পর্বত মালা সহ আসন্ন ভারত “কল ব্রিটেনিয়া” নিবাসে মুখরিত হইল। সহস্র কামান সহস্র মুখে গর্জন করিয়া হেষ্টিংসের জয় ঘোষণা করিল। সেই সঙ্গে, সেই দরিদ্র আপনিক—কান্তসুদি হেষ্টিংসের মহাহতবতা শুনে, কাশীম-

রাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্ত বাবু নামে ভারতের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইলেন । কৃষ্ণ কান্ত মন্দির জীবনে, উন্নতির সুযোগ মুহূর্ত্ত কালের জন্ত দেখা দিয়াছিল । তিনি, সেই ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত্তে, চঞ্চল-চরণা সুযোগ-সুন্দরীর পশ্চাদংশ—কেশ-শূন্য-মস্তকের সীমন্ত-সংলগ্ন কুন্তলাগ্র—ক্ষিপ্ৰ মুষ্টিতে ধারণ করিয়া স্বীয় উন্নতির বন্ধু অজ্ঞাতে সম্মার্জিত করাইয়া লইয়াছিলেন । তৎপরে, দাসী রূপে তদীয় বশ্যতা স্বীকার করিয়া,—সুযোগ-সুন্দরী, তাঁহার জীবনের কর্ম-ক্ষেত্র,—সম্মার্জনী-করে—শত বার মার্জন করিয়া দিয়াছিল ।

বেলা-বপ্র-বলয় ইংলণ্ডের এক জনপদে, কোনও সময়ে, একটি ইংবাজ বালক,—তদীয় পিতার ঋণের দায়ে বিক্রীত প্রকাণ্ড ভূমি-সম্পত্তির একাংশে শয়ন করিয়া, প্রাতে—মধ্যাহ্নে—সায়াহ্নে চিন্তা-মগ্ন থাকিত । কখন বা তাঁহার পিতার পুর্ব্বাধিকৃত সিতা-সিতোপদ-পণ্ড-বিনিম্বিত অন্ন-ভেদী সৌধের তাম্রকার শীর্ষ দেশের প্রতি,—প্রতিভা-ক্ষুবিত নেত্রে দারদ্র্য দৃষ্টি পাত করিত, কখন বা পৈত্রিক প্রজাদিগের পুত্রগণের দৃষ্টি ক্রীড়া করিত । সেই সময়,—স্বয়ং অভিজাতা হুগেব কথা,—পৈত্রিক বৈভবের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিত—“আমাদেব দেশে এক প্রবচন প্রচলিত আছে—ইচ্ছা থাকিলেই পথ আছে,—চেষ্টাব দ্বারা, সাধনার দ্বারা সকলই সিদ্ধ হয় । তবে আমি চেষ্টা করিলে,—সাধনা করিলে, ঐ বিপুলকায় হুগেব,—এই বিস্তৃত ভূমি-সম্পত্তি কেন পুনরায় হস্ত-গত করিতে পারিব না ? দেখিব,—চেষ্টা করিব,—সাধনা কবিব । এক দিন ঐ বিশাল-কায় সৌধোপরি দণ্ডায়মান হইব,—বলিব ‘ইহা আমার’ । বালককর এইরূপ দৈনন্দিন চিন্তার ফলে, মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল,—যে রূপ ইচ্ছা থাকিলে পথ প্রাপ্ত হওয়া

বার—সেইরূপ ইচ্ছা—সৃষ্ট হইল। বালক, ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়া,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক এক সাংঘাতিক সজ্জের অধীনে একটি সামান্য কর্মে নিযুক্ত হইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়া,—স্বীয় লক্ষ্যস্থ-বর্তনের সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল। ইনিই সেই ইংরাজ বালক ;—ইংল্যান্ড নাম হেষ্টিংস। হেষ্টিংস এক দিন—বিগত যৌবনে, স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া—সেই পিতৃ-সম্পত্তি ক্রয় করতঃ সেই সুবৃহৎ সৌধে উঠিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—“ইহা আমার।”

যে দেশ যত উন্নত,—যে দেশে নীলেন্দীবরলোচনা ইন্দ্রিয়ার কল্পনা যত অধিক পরিলক্ষিত হয়, সেই দেশের অধিবাসীগণ সুযোগের তত অধিক সদ্যবহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহারা শত্রুর প্রতিও কর্তব্য সাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, তাহার সদ্যবহার করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে সুইডেন ও ডেনমার্ক নৃপতিদ্বয়ের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া, অষ্ট বৎসর কাল তাহা স্থায়ী হইয়াছিল। একদা বিজয়-শ্রী—ডেনমার্ক-ভূপতির প্রতি প্রসন্ন হইলে, রণ-শ্রান্ত অরাজি-চমু, হতাহত বহু সংখ্যক সৈন্য রণ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া, দূরে পলায়ন করিল। ফ্রেন্সবার্গ নিবাসী এক জন আহত দিনেমার পদাতি সৈন্য,—তৃষ্ণাক্ত হইয়া—সমরক্ষেত্রে উপবেশন করতঃ তদীয় কটি-বিলম্বিত দারুণ ভাণ্ড হইতে পানীয় পান করিবার উপক্রম করিতেছেন ;—এমত সময়ে,—সেই ভীষণ রণ-ক্ষেত্রে নিপতিত আহত সৈন্যগণের মন্ব-যাতনা-বিষাদ-ক্লিষ্ট তুমুল সংরাবের মধ্য দিয়া,—জটিল মুমূর্ষু কাতর ক্রন্দন-রোল তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তকের ভাবার মর্মে নিবেদন করিল। যে দিক হইতে সেই কাতর-ধ্বনি আসিতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া—আহত দিনেমার দেখিতে

পাইলেন,—শত্রুহত-বয়স-নিপীড়িত জনৈক অরিসৈন্য—নিদারুণ তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া,—তাহার নিকট পানীয় চাহিতেছে। প্রবৃদ্ধ তৃষ্ণাপহত আহত দিনেমার বুলিলেন আতুর শত্রুর প্রতি কঠবা সাধনের সুর্যোগ উপস্থিত। কর্তবা-পরায়ণ উদার-হৃদয় সিপাহী অতি কষ্টে মুমূর্ষু—শত্রুর সন্নিকটে উপনীত হইয়া কহিলেন,—“ব্রাতঃ ! আমি আহত ও পিপাসার্ত ; তুমি ততোধিক আহত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া আমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিতেছ। এক্ষণে তুমিই ইহা পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ কর।” এই কথা কহিয়া তিনি যেমন প্রদারিত করে শত্রুকে সেই পানীয়পূর্ণ ভাণ্ডটি প্রদান করিবেন, তৎক্ষণাৎ সেই তৃষ্ণার্ত অরির হস্তস্থিত ক্ষুদ্র নালীকাঙ্গের মুখ-বিনির্গত সন্ধান তাহার অঃসদেহ ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া গেল। সুইডির কম্পিত-কর-বিনির্গত সন্ধান লক্ষ্যিত বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া সদাশয় দিনেমারকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইল না। ক্ষণকাল মধ্যে উদার-চরিত দিনেমারের মস্তিষ্ক বিমূর্খিত হইল। তদীয় পিধান-বন্ধ অসি অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত হইয়া—আবার তাহা কোষ-নিবদ্ধ হইল। সাধু চরিত বীর-পুষ্পব স্বেদ বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন “রে ভ্রষ্ট ! তোমাকে এক্ষু সন্তোষণ করিয়া, অসন্নিধ্য চিত্তে তোমার সন্নিকটে উপবিষ্ট হইয়া—তোমারই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। তাহার এই প্রতিদান ! তোমার ইহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। তোমাবই সম্মুখে এই পানীয় পান করিয়া তোমার পিপাসার বয়স আরও বৃদ্ধি কবাইব।” এইরূপ বলিয়া তিনি ভাণ্ডস্থ পানীয় ধীরে ধীরে পান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার অর্ধেক পান করিয়া, পুনরপি তিনি শত্রুকে কহিলেন “পূর্ণ ভাণ্ডের পরিবর্তে এক্ষণে



এই অর্ধ ভাণ্ড মাত্র পানীর পান কর । তীব্রতর তৃষ্ণায় তুমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছ । তোমার দণ্ড যথেষ্ট হইয়াছে ।” এই সমাচার,—  
 যথাকালে—ডেনমার্ক-নরপতির কর্ণ-গোচর হইল । তিনি সাধুচরিত  
 সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি তৎক্ষণাৎ সেই ছুটের শিরশ্ছেদ  
 করিলে না কেন ?” সিপাহী করযোড়ে বিনয় নম্র বচনে উত্তর করিলেন  
 “প্রভো! আহত শত্রুর প্রতি অস্ত্র-চালনা করিতে তো কখনও আপনি  
 উপদেশ দেন নাই ।” ডেনমার্ক-পতি কহিলেন, “তুমি একজন নির  
 শ্রেনীর সিপাহী বটে, কিন্তু তোমার হৃদয় আভিজাত-সম্প্রদায়ের  
 আকাজিকত বহিয়ার বিমণ্ডিত । আমি তোমাকে এই দণ্ডে আভিজাত্য  
 সমাজের শ্রেষ্ঠ উপাধি দান করিলাম ।” এবং, নরপতি এই  
 ঘটনার অভিজ্ঞান স্বরূপ একটি শর-বিদ্ধ দারুমর ভাণ্ড তাঁহাকে  
 অর্পণ করিলেন ।

বিজ্ঞা, ধন, বশঃ বা প্রতিভা,—এমন কি সুযোগের অভাবেও,  
 কেবল সাধনার দ্বারা—সিদ্ধিলাভ অসম্ভব নহে । উন্নতিকামী  
 পুরুষের সাধনার ফলে, ধন বশঃ প্রতিভা, সাধনার বশে অর্জিত  
 হয় । উন্নতির সুযোগের সহিত,—সাধন-ক্ষেত্রেই, সাধকের  
 সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে ! শুদ্ধ চিত্তে, প্রশান্ত অন্তরে,  
 নিরমিত কাল ব্যাপিয়া লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে সাধিত কন্সের পুনঃ পুনঃ  
 অভ্যাস করাকেই আমরা সাধনা বলিয়া উল্লেখ করিতেছি ।  
 নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করিতে করিতে,—সিদ্ধির পূর্বে—সুযোগ আপনি  
 আসিয়া কার্য-ক্ষেত্রে সাধকের সম্মুখ দিয়া গমনাগমন করে ।  
 সেই সময় সাধকের হৃদয়ে শক্তির উৎস উথলিয়া উঠে । সুযোগকে  
 ধরিবার,—জহার সহ্যবহার করিবার সামর্থ্য জন্মে । ক্রমেই  
 সিদ্ধি নিকটস্থ হয় । তখন—সেই সাধনার পথে, সাধকের

পক্ষে—উদ্বোধনশালিনী প্রতিভা,—প্রচীরমানা মেধা,—প্রচুর ধন,—  
 চিরস্থায়ী গৌরব,—স্বভাবের নিয়মে লক্ষ হইয়া থাকে ।  
 বাহারাই ইহজগতে দরিদ্রতার কঠিন শৃঙ্খল ভগ্ন করতঃ চঞ্চলা  
 কমলাকে অচঞ্চলা করিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ  
 হইয়াছেন,—বাহারাই এই মরজগতে, বিত্তা, যশঃ, ও প্রতিভার  
 বিভূষিত হইয়া অমরত্বলাভে কৃতার্থশ্রদ্ধ হইয়াছেন,—দরিদ্রের  
 হুঃখ নিবারণে, কুধার্তকে অন্নদানে, আত্মের বিপদ দূরীকরণে,  
 দাসত্ব বিমোচনে—কৃতকার্য হইয়া অবিনশ্বর কীর্তি সংস্থাপন  
 করিয়াছেন,—তঁাহারা সকলেই কালেব সহিত কার্যের শৃঙ্খলা  
 রাখিয়া, যথেষ্ট অধ্যবসায় যত্ন ও সাধনা করিয়া,—প্রতি শ্রুয়োগের  
 সদ্যবহার করিয়া, জীবনের লক্ষ্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—  
 সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । অমিত-পরাক্রম কাল,—কেবল তাঁহা-  
 দিগের নিকটেই—মুহূর্ত্ত-পরম্পরায় একত্র সংগৃহীত ও সংহত  
 হইয়া,—অক্ষুণ্ণ জাগ্রত পুরুষকারের দ্বারা নিষ্পেষিত ও পীড়িত  
 হইয়া,—শ্রুয়োগের মুখদ্বারে,—ধারাকারে, এই মরধামে অমরত্বের  
 কারণবারি—অমৃতধারা নিঃস্রব করিয়াছে ।

দিল্লীস্থর ছমায়ুন, বজ্রারের যুদ্ধে স্বাবলম্বন-নীতিপরায়ণ  
 অমিত-ভক্তবল-দর্পিত সেরসাহ কর্তৃক পরাভূত হইয়া,—আগ্রার  
 রাক্ষ-প্রাসাদ হইতে অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাদিগকে সঙ্গে লইয়া,—  
 শতাবধিক সংখ্যক শরীর-রক্ষী অশুচর এবং বদ্ধ বান্ধব কর্তৃক  
 পরিবেষ্টিত হইয়া,—বহু বাধা-বিঘ্ন সহ্য করিয়া রাজস্থানের মন্ত্র-  
 ভূমে আশ্রয় লইলেন । তিনি পর দিবস প্রত্যুষে আবার  
 রূপথে নিজাকান্ত হইলেন । ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত  
 হইল । পূর্ব দিবসের ভয়াবহ দৃশ্য পুনরায় আবিভূত

হইতে আরম্ভ হইল। সহস্র-দীর্ঘিতি অগ্নি-শিখার শত সহস্র  
কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া সেই ঘোর মক্কেল মনুষ্য, অন্ধ, ও  
উষ্ট্র সকলকে সম্ভ্রান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। পদতলে উত্তপ্ত  
বালুকা-রাশি অসহ্য হইয়া উঠিল। কোমলপ্রাণ ললনাদিগের  
অশ্রুট মর্ষ-বস্ত্রণা, সৈন্তগণের হাহাকার, পশুগুলির নীরব-যাতনা,  
অধ্যবসায় মাত্র সঞ্চল হুমাযুনের রাজ্যোচিত প্রাণ আকুল  
করিয়া তুলিল। অনেক অনুসন্ধানের পর একটি কূপ দৃষ্টিগোচর  
হইল। কূপটি অতি গভীর, জল অতি নিম্নে। জল তুলিতে  
অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। তৃষ্ণাকুল সৈন্তগণ প্রত্যেকেই  
সকলের অগ্রে জলপান করিবার জন্ত বাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ করিল।  
ছই পাঁচ জন জলপান করিবার পর সকলে উন্মত্তপ্রায় হইল।  
হুমাযুন কাহাকেও শাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না,—শাসন করিতে  
পারিলেন না। জলপাত্রটি কূপের মুখের উপর উঠিতে না  
উঠিতে দশ বার জন তৃষ্ণাকুল ব্যক্তি সেই পাত্রটির উপর ঝুঁকিয়া  
পাড়িল। রজ্জুটি ছিন্ন হইয়া গেল। পাঁচ ছয় জনকে সঙ্গে লইয়া  
জলপাত্রটি কূপের গভীর গহ্বর মধ্যে নিপতিত হইল। হুমাযুনের  
ব্যথিত প্রাণ আরও ব্যথিত হইল। তাঁহার চতুর্দিকে নিরাশা,—  
চারি দিকে হতাশের আক্ষেপ !

পর দিন প্রত্যুষে যাত্রা করিয়া,—আবার দ্বিপ্রহরে—সেই বিপ-  
দার্ত্ত, ও তৃষ্ণাতুর যাত্রীরা একটি জলাশয়ের সমীপে উপনীত  
হইল। সকলের নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ও কালিনা-ব্যাপ্ত কঙ্কালময় বদনে  
আনন্দের হাস্য দেখা দিল। উষ্ট্রগুলি বহু দিবস জলপান করে নাই।  
তাহাদের কয়েকটি ছুটিয়া গিয়া—আনন্দ-ব্যঞ্জক অশ্রুট আঁরাবে—  
সদেহ-সলিল-মধ্যে অঙ্গ-নিমজ্জন করিয়া গাত্র-দাহ নিবারণ

করিল,—সেই সঙ্গে প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া প্রচুর বারি সেবনে .  
 চিরশান্তি লাভ করিল। রাজাঅচরবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন  
 হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া,—নিষেধ না শুনিয়া,—ক্রত-পদ-সন্ধারে  
 সলিল মধ্যে প্রবেশ করতঃ আকণ্ঠ দেহ নিমজ্জন করিয়া প্রচুর জলপান  
 করিল। অত্যন্ত কাল মধ্যে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইরূপ  
 কয়েকটি বিপদ অতিক্রম করিয়া তবে তিনি হতাবশিষ্ট অমুচরবর্গ  
 ও পুরমহিলাদিগের সমভিব্যাহারে অমরকোটে পৌছিয়া সেই  
 রাজ্যের রাণা উপাধিদারী ক্ষত্রিয় সামন্ত-নৃপতির নিকট কয়েক  
 দিবসের জন্য আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।

হমায়ুন,—এত ক্লেশ ও বিপদের মধ্যে—কখনও—লক্ষ্য ভ্রষ্ট করেন  
 নাই। কোন উপায়ে আবার ভারত রাজ্যে স্বীয় অধিকার  
 পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন তাহার চেষ্টা করিতে এক  
 দিনের জন্য উদ্যোগ-শূন্য ছিলেন না। তাঁহার প্রতি কার্যে  
 —প্রতি পদ-বিক্ষেপে, অমুচর, মিত্র, ও সেনাপতিবর্গের  
 সহিত কথাবার্তার মধ্যে লক্ষ্যটি অপরোক্ষ ভাবে প্রকটিত  
 হইতেছিল। তাঁহার সাধনায়ি পাছে নির্বাপিত হয়,—সঙ্গের  
 কুদ্রা বাহিনী পাছে যুদ্ধের প্রণালী বিনষ্ট, এবং যুদ্ধ কালে ভীত  
 হইয়া পড়ে, এইরূপ আশঙ্কায়—বীরোচিত বাক্যে তাহাদিগকে  
 উৎসাহদান করিতেন। পথি-মধ্যে মুলতান হইতে সাগর  
 উপকূল পর্য্যন্ত সিদ্ধনদ তীরবর্তী এক একটি দুর্গ অধিকারের  
 চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ছবরে আশা, একটি দুর্গ অধিকৃত  
 হইলে সৈন্যগণের আশা, বল, সাহস, ভরসা ও সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে।  
 তাহার ফলে ক্রমে এক-একটি করিয়া সকল দুর্গ অধিকার করিবেন।  
 ক্রমে প্রজাসকল তাঁহার সহায় হইবে, তাঁহাকে অর্থ সাহায্য

করিবে। কার্যকরী শক্তির বৃদ্ধি হইবে,—লক্ষ্য-মार्গ পরিষ্কৃত হইবে। হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা,—লক্ষ্যানুসারী মার্গ হইতে,—কর্তব্য সাধনের পথ হইতে, কোন মতে দূরে যাওয়া হইবে না। কিন্তু, প্রতি আক্রমণেই তিনি পর্য্যদস্থ ও দূর হইতে দূরতর দেশে বিতাড়িত হইতে লাগিলেন। সঙ্গী সৈন্তগণের প্রভুর প্রতি কর্তব্য-সাধন-সূত্র এবং প্রভুর বাচনিক আশ্বাস ভিন্ন আর কোনও বন্ধন-সূত্র ছিল না। তাহারা ক্রমে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল।

তিনি কখনও পারশ্বের রাজ-পরিশ্রমে সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন, সেনাপতি ও পারিষদবর্গকে নানারূপ বাক-চাতুর্ঘ্যে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছেন;—কখন বা নিরাশ হৃদয়ে প্রাণুণিকরূপে পিতৃ-ভূমি ফারগণা রাজ্যে সাময়িক আশ্রয় যাক্সা করিতেছেন;—কখন কাবুলে, কখনও বন-জঙ্গলে কিরাত কুলেব নিকট সাহায্য প্রার্থনার পরিভ্রমণ করিয়া লক্ষ্যানুর্তনের চেষ্টা করিতেছেন। দ্বাদশ বৎসর কাল এইরূপ পরের সাহায্যের আশায় ভিক্ষা-বৃত্তি আচরণ করতঃ যখন কুত্ৰাপি প্রকৃত সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি—গিরিমালার অভ্যন্তরে, বিশাল অরণ্যানী মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া,—পরের সাহায্য লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া—তাঁহার পূর্ব সাধন পথ—স্বাবলম্বন নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি তথায় বসিয়া নিজের যথা সঞ্চিত অর্থ দৃঢ়কায় লোকও রণ-সম্ভার সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সেই লোকদিগকে রণ-কৌশল এবং রসন-সংগ্রহ প্রভৃতি যুদ্ধ সম্বন্ধে অবশ্য প্রয়োজন কার্য প্রণালী শিক্ষা দিতে,—এবং সময়ের সদ্যবহার, ও কালের—সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্য-হলে—সুদূরে, দিল্লীর সিংহাসনে—কুরুপদ পরিপস্থি সেকন্দের বাদশাহ উপবিষ্ট।

দূরে,—দূরে, অভিমানজনরাশি-সন্নিভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘনাকার ঘনরাশি  
আশে পাশে চতুর্দিকে মৃদু-গবন-হিল্লোলে খেলিতেছে,—হলিতেছে,  
ক্রমে একত্র হইতেছে। হুমায়ুন বিবেক-সমুৎপন্ন দূরদৃষ্টির  
সাহায্যে প্রেক্ষণ করিলেন, সে সকল—বড়বস্ত্র ও বিদ্রোহ  
প্রয়াসের ছিন্ন ভিন্ন মেঘ খণ্ড । ক্রমে অম্লসন্ধানের দ্বারা বুদ্ধিলেন,—  
বাদসাহের ভ্রাতৃবর্গ সিংহাসন অধিকারের চেষ্টায় পরস্পর  
বড়-বস্ত্র করিতেছেন,—বিদ্রোহ উৎপন্নের চেষ্টা করিতেছেন ।  
ক্রমে অন্তর্বিপ্লবের ঘোর প্রভঞ্জন সেই খণ্ড খণ্ড ঘন-রাশি একত্র  
ও ঘনীভূত করিতেছে । তখনও হুমায়ুন স্থির ভাবে লক্ষ্য  
লাভের উপায় সকল সংগ্রহ করিতেছেন,—বল-পুষ্টি করিতেছেন,—  
দিল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছেন । তার  
পর যখন তিনি দেখিলেন, স্থানে স্থানে ঘোরতর মেঘপুঞ্জ অশনিশব্দে  
মর্দিত হইতেছে,—আলামার প্রলয় বায়ু দিল্লীর সিংহাসনকে টলানমান  
করিতেছে,—অন্তর্বিপ্লবের অগ্নি-শিখা গগনস্পর্শ করিয়াছে,—সেই  
অবসরে—সেই সূযোগে,—তিনি তদীয় আশ্রয়-স্থান—সেই গিরি-  
ভ্রম হইতে স্বাবলম্বনের কল—সংগৃহীত সেই ক্ষুদ্রা বাহিনী সঙ্গে,  
বাদশ বর্ষীয় বালক আকবরের উপর সেনাপত্যের ভারার্পণ করতঃ  
শরাহিন্দের রণক্ষেত্রে সেকান্দারের সুসজ্জিত বিশালা বাহিনীর  
উপর সিংহ-বিক্রমে আপতিত হইলেন ।

রাষ্ট্র-লালসা-কলুষিত ভ্রাতৃ-বিষেব,—বহুি এবং, হীন-চেতা সেনাপতি  
ও পার্শ্ববর্গের স্বার্থ-সংঘর্ষণোৎপন্ন বিদ্রোহাগ্নির আলোকে  
—স্বীয় সাধন-মার্গে সূযোগের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া,—হুমায়ুন,  
সেই বহুি, ইচ্ছন নিক্ষেপে বর্দ্ধায়তন করতঃ সেই অগ্নিতেই  
সেকান্দারের চতুরঙ্গিনী অনিকিনী পূর্ণাহুতি দিয়া স্বীয় সাধনা

পূর্ণ করিলেন;—যুগাধিক কালের সাধিত লক্ষ্য তাঁহার লাভ হইল—সিদ্ধির কল স্বরূপ ভারতের একচ্ছত্র সিংহাসনে করামলকবৎ তাঁহার করতল গত হইল ।

এই ধরণীয় বিশাল কর্মক্ষেত্রে, অনেক কর্মবীর,—দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে—কেবল কর্মের দ্বারা চির অরণীয় কীর্তিস্তম্ভ কর্মক্ষেত্রে সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন । কি জ্ঞানী, কি বৈজ্ঞানিক, কি স্থপতি, কি বীর পুরুষ, সকলেরই সাধনা, কর্মের বন্ধুর 'বখে' আরম্ভ হইয়া,—সকলের উন্নতিতে—লক্ষ্য লাভে—সেই সাধনার পরিণতি ঘটিয়াছে । ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহাদের মধ্যে কাহারও প্রতি সহসা প্রসন্না হয়েন নাই ; কখন নিকটকে কাহাকেও লক্ষ্যানুবর্তনের পথ দান করেন নাই । ভাগ্য-লক্ষ্মী সাধকের কর্ম-ক্ষেত্রে কণ্টকরাশি—বিঘ্ন রাশি, বিপদের বিপুল উপলব্ধি আত্মাণ করিয়া রাখেন । তাহা সাধকের অমঙ্গল সাধনের জন্য নহে,—সাধকের বল বৃদ্ধি—অধ্যবসায় বৃদ্ধির জন্য—লক্ষ্য-পথে শক্তি সহকারে অগ্রসর হইবার পক্ষে তাঁহাকে সামর্থ্য দানের জন্য । যে সাধক সেই বিঘ্ন-নিটপকে,—স্বাবলম্বন নীতির সাহায্যে, স্বপলে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন—বিরোধী ঘটনা পরস্পরাকে স্বীয় শক্তির দ্বারা লক্ষ্য-মার্গ হইতে অপসারণ করিতে পারেন,—পরিশ্রান্তির পর বিলাস পরামর্শ না হইয়া, সাধনার পথেই সুযোগের প্রতীক্ষা করেন,—তাঁহারই প্রতি—কেবল তাঁহারই শিরোপরি ভাগ্য-লক্ষ্মীর মঙ্গলানীর্ষাদ বর্ধিত হয় ।





## দশম অধ্যায় ।

লক্ষ্য এবং অধ্যবসায় ।

বিশাল সংসার-জলধি-বক্ষে জীবন-তরণীকে যে লক্ষ্যাবিস্মুখে পরিচালন করিতে হইবে,—তাহা—সৰ্ব্বাঙ্গে নির্ণীত হওয়া বিধেয়। যাত্রার প্রাকালে বিভিন্ন দিকস্থ দুই পাঁচটি অথবা দশ পনেরটি বন্দরের কথা মনে উদ্ভূত হইতে পারে। বায়ুর অমুকুলতা, আপনার আয়োজন, শক্তি, ও প্রয়োজনানুসারে,—একটি মাত্র দিককে এবং একটি মাত্র প্রসিদ্ধ বন্দরকে লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তার পর,—যাত্রার সময়ে—সেই পথে যে সকল দৈব দুর্বিপাক ও দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, তন্নিবারণের জন্য সাধ্যমত প্রস্তুত হইয়া, অদম্য উৎসাহ ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত যাত্রা করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে,—অৰ্ণবপোতে—লগুনকে লক্ষ্য রূপে স্থির করিয়া যাত্রা করিতে হইলে,—লক্ষ্য—সেই মহানগরী লগুনের পথকেই আশ্রয় করিয়া পোতকে পরিচালন করিতে হইবে। সুনিপুণ নাবিক, তারপরে,—কালাপানি বা অশ্রদ্ধারে, অথবা উত্তমাশা কূলে—সাগর-বক্ষে,—প্রবলঝটিকোথিত পর্কত-প্রমাণ-তরঙ্গ-মালা বা কল্লোলময় ঘোরারণি সম্মর্শনে দিশা-হার হইয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া,—কখনও পূর্বে, কখনও দক্ষিণে,—স্বীয় অৰ্ণবধানকে পরিচালনা করিতে বাসনা করেন না,—কর্ণ ছাড়িয়া, বিহ্বল চিত্তে—পোতোপরি—



চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেও চাহেন না। ঝটিকার বেগ বতাই তীব্র হইতে থাকে, অবিচলিত-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন কর্ণধার ততই দৃঢ় মুষ্টিতে কর্ণধারণ করিয়া, মানচিত্রের চিহ্নাঙ্কিতপথে অনিমেঘ লোচনে চাহিয়া,— সংঘাতিকগণের হৃদয়ভেদী আর্তনাদ অগ্রাহ্য করিয়া,— আরোহী সৈনিকের ত্রুটি কুটীল লোচনেব প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া,— ধীর ও প্রশান্ত চিত্তে, —দিগদর্শনের আশ্রয়ে,— মহার্ঘব-বক্ষে শ্রবণ-ভৈরব-কল্লোল-নাদী উদ্গি-মালা শতধা বিদীর্ণ করিয়া অর্ণবযানকে পরিচালন করিয়া,— যথা সময়ে—লক্ষ্য-স্থান—লগুনের পোতাশ্রয়ে উপনীত হইয়া থাকেন। সেই অবস্থায় যে কর্ণধার চঞ্চলতা বশতঃ মুহূর্ত্তমান হইয়া লক্ষ্য পথ হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারই তবণী নিমগ্ন হইয়া যায়।

জীবনের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইলে, সেই লক্ষ্যের ধারণার আবশ্যক। একটি লক্ষ্য আশ্রয় করিয়া কিয়দূর অগ্রসর হইয়া,—সম্মুখে বিপত্তি দর্শনে,—দিক পরিবর্ত্তন করতঃ আর একটির গ্রহণ—এইরূপ ক্রমিক পরিবর্ত্তনে কখনই টই সাধিত হয় না। প্রথমে লক্ষ্য নির্ণয়, তৎপরে তাহা,—জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা গ্রহণীয় হইলে,—গ্রহণ করিতে হইবে। তার পর, সেই লক্ষ্যের ধারণা, তৎপরে লক্ষ্য লাভের উদ্দেশে সাধনার আবশ্যক। সেই সাধনা,—মূহ, মধ্য, ও তীব্র,—এই তিন প্রকারেব মধ্য দিয়া—অনবচ্ছিন্ন ক্রমে সাধিত হওয়া বিধেয়। কিয়দূর অগ্রসর হইলে,—অনেক স্থলে, প্রতিকূল ঘটনা-পরস্পারার সহিত বিরোধ সম্ভবপর। তখন, দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে,—প্রতিকূলতাকে লক্ষ্যপথ হইতে উৎসাদন করিয়া—সম্ভব হইলে, অপসারণ করিয়া,— বিপুল উৎসাহে সেই পরিকৃত বয়ে চলিতে হইবে। যেখানে উৎসাদন বা অপসারণ দ্বার শক্তিব অতীত, সেখানে কোণাল ক্রমে

তাহাকে উল্লেখন করিয়া,—উপস্থিত কার্য-ক্ষেত্রে—আবশ্যক মতে—তাহাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া, কিঞ্চিৎ লক্ষ্যপথ ছাড়িয়া আবার আশ্রিত বস্তুর পুনরাগমন করিতে হইবে। ক্রমে লক্ষ্য যত নিকটবর্তী হইতে থাকিবে, ততই তাহার দূরগত জ্যোতিঃ অঙ্গ-গোচর হইতে থাকিবে, ততই সেই লক্ষ্যের প্রতি অঁহুরাগ বর্দ্ধিত হইবে, ততই তাহাতে তন্ময়তা আসিবে;—তাহার পরেই সিদ্ধি ।

সাধনারন্তে, লক্ষ্যের ক্রমিক পরিবর্তনে, বা অস্থির সাধনার ফলে, মহতী ধী-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরও প্রতিভা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ! অসাধারণ প্রতিভাশালী লর্ড ব্রাউহামের জীবনীতে ইহার প্রকৃত নিদর্শন পরিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞান মেধাবী, উদ্যমশীল ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ছন্দস্রবাহী বাগ্মিতা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিত। পণ্ডিত-সমাজে তিনি একজন সুলেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ধী-শক্তি ও চিন্তাশীলতা প্রশংসনীয়। তিনি ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার-শাস্ত্রে পারদর্শিতার ফলে ইংলণ্ডের মহানুসম্মানার্থ লর্ড-চান্সেলরের পদবী লাভ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। এবং, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মৌলিক গবেষণার দ্বারা বৈজ্ঞানিক-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণে তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। সাধারণের চক্ষে ইহাই প্রচুর পুরস্কার বলিয়া বিবেচিত হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু, তাঁহার জ্ঞান মনীষা-সম্পন্ন নরসিংহের নিকট ইহাই যথেষ্ট নহে। আত্মসো-প্রস্তুরে মরীচি-মালীর রশ্মিমালা নিপতিত হইলে সে সকল কেন্দ্রীভূত হইয়া তন্নিম্নস্থ পদার্থকে যেকোন দিক করিতে সমর্থ হয়, পরন্তু তদতিরিক্ত মার্জিত-করণাশি কেন্দ্রীভূত না হইয়া সেই পরিমিত স্থানে পতিত হইলে

বহির ফুলিঙ্গ মাত্রও উৎপন্ন করিতে পারে না ; তদ্রূপ, ব্রাউহামের অমানুষিক শক্তিধারা যদি রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে শতধা বিভক্ত না হইয়া, কেন্দ্রাভিকর্ষণী হওতঃ কোনও একটি লক্ষ্যে অনুবর্তিত হইত, তবে, তিনি মরধামে কীর্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেন । মানব-সমাজও অপরাপর মহাপুরুষগণের কৃত কার্যের জ্ঞান তাঁহার কার্য্য হইতে বিপুল লাভবান হইতে পারিত । কিন্তু, তাহা ঘটে নাই । তিনি, একটি লক্ষ্য আশ্রয়ের পর, সেইটি ত্যাগ করিয়া আর একটি গ্রহণ করিতেন । এইরূপে, ক্রমে তিনি পল্লবপ্রাণী হইয়া পড়িয়াছিলেন । তিনি কখনও কোনও লক্ষ্যের উদ্দেশে তীব্র বা দীর্ঘ সাধনা করিতে পারেন নাই । সেই ফলে সকলই বিফল হইয়াছিল । এ কারণ, জীবিতমানেই, জ্ঞানী, পণ্ডিত, বা বৈজ্ঞানিক সমাজে, তিনি, স্থায় যশঃ, এমন কি, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া-ছিলেন । এ স্থলে তাঁহার চঞ্চল চিত্তের একটি মাত্র নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতেছে । একদা তাঁহার জনৈক প্রতিবেশী ভদ্রলোক অট্টালিকায় বন্ধুবর্গের সহিত তাঁহার আলোকচিত্র অঙ্কনেব জগৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন । লর্ড ব্রাউহাম বন্ধুবর্গসহ অগ্নিনে দণ্ডায়মান হইলেন । ভদ্রলোকটি কিয়দূরে অবস্থিত থাকিয়া,—লর্ড ব্রাউহামকে পাঁচ সেকেণ্ড মাত্র সময় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার যন্ত্রটি উদ্ঘাটন করিলেন । এই অল্প কাল মাত্র স্থির থাকিবার কারণ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিলেন । লর্ড ব্রাউহাম দৃঢ়তা-বাক্যক স্বরে উত্তর করিলেন, “অধিক বলিতে হইবে না, আমি যথেষ্ট বুঝিয়াছি ;—পাঁচ সেকেণ্ড বইত নয় ! এই স্থির হইলাম, স্বচ্ছন্দে কার্য্য কর ।” কার্য্য তখনই শেষ হইল, আলোক-

চিত্র খানি ব্রাউহামের হস্তে অর্পিত হইল। তিনি চিত্র দর্শনে বহুগুণের প্রতিকৃতি পরিকুর চিনিতে পারিলেন; নিজের চিত্র ও খুঁজিয়া পাইলেন, দেখিলেন তাঁহার স্থানে অদ্বুত ছিন্ন ভিন্ন পদার্থের একটি চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে! অব্যবস্থিত চিত্তের ইহাই নিদর্শন।—

বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস কালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মহতী-প্রতিভা-সম্পন্ন পণ্ডিত-মণ্ডলীর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের যে সকল পাঠ্য-পুস্তক পরীক্ষার জন্ত নির্ধারিত হইয়া থাকে,—সে সমুদয় অবশ্যই অধ্যত এবং তাহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু, যে সকল জ্ঞান-পিপাসু উন্নত-চেতা পুরুষ-পুঙ্গব শাস্ত্র-চর্চার পাণ্ডিত্য অথবা বিজ্ঞানোদ্ভাবিত যন্ত্রাদির নিৰ্ম্মাণ বা অর্থার্জন দ্বারা সংসারে চিরস্বরণীয়া কীর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন,—তাঁহারা—কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর নির্ভর কুরিয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহারা,—প্রত্যেকেই,—বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া,—দৃঢ় অধ্যবসায় বলে জ্ঞানালোচনার দ্বারা নিজে নিজে উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের মুখ দর্শন ঘটে নাই,—অথচ, কেবল স্বাবলম্বন-নীতি ও আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করতঃ—অজ্ঞানতা ও দরিদ্রতাকে পদাঘাতে বিদূরিত করিয়া,—ধরাধামে মহতী কীর্ত্তি সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, এরূপ কর্ম্মদী-এবং সদ্‌ষ্টান্তও বিরল নহে।

তাঁহারা,—প্রত্যেকেই—বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া, দৃঢ় অধ্যবসায় বলে,—কোনও একটি বিষয়কে আশ্রয় করিয়া—সেই সম্বন্ধে জ্ঞানালোচনার দ্বারা আপনাদের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। একই শিক্ষার্থীর পক্ষে,—ইংরাজি, বাঙ্গলা, লাটীন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায়,—এবং, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ও শিল্পে—সমানভাবে—

সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের চেষ্টা পাইলে, সকল বিষয়ে যুগপৎ সাফল্য লাভ, সম্বন্ধে তাঁহাকে নিশ্চয় বিফল-মনোরথ হইতে হইবে। এইরূপ আচরণে বুদ্ধিবৃত্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞানরাজ্যে গভীর ভাবে সম্প্রবিষ্ট হইতে পারে না,—কেবল আশ্রিত বিষয় সকলের উপরি-ভাগে বিস্তৃতিলাভ করে মাত্র। কি বিদ্যা-শিক্ষা, কি ধনার্জন, কিবা শিল্পোন্নতি অথবা যন্ত্রাদির উদ্ভাবন, যে কোনও সম্বন্ধেই হউক না কেন, একই বিষয়কে আশ্রয় করিয়া তাহার জন্য সাধনা করিলে সিদ্ধি করতলগত হইবে।

বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে সার ফাউয়েল বাক্সটন্ সাহেবের সহিত ইংলণ্ড-নিবাসী বিশ্ব-বিশ্রুত ধনকুবের রথচাইল্ডের এক দিবস আলোচনা হইয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বাক্সটন্ স্বীয় দ্ব্যাহতাকে যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার একাংশে লিখিত ছিল,—“গত কল্যাণ আমি নিঃস্বর্ণ রক্ষার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম। তথায় রথচাইল্ডের সহিত আমাদের আলোচনা হওয়ায়, তিনি আমাদের অনুরোধে—তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিস্কিৎ পরিচয় দান করিয়া, আমাদেরকে বাধিত করিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন—‘ফ্রাঙ্কফোর্ট-অর্থভাণ্ডার-কার্যালয়ে ( ব্যাঙ্কে ) আমাদের সকলের সংকুলান হইল না। আমি ইংরাজী মালের ব্যবসায় করিতাম। এই মাল লইয়া এক জন প্রসিদ্ধ বণিক তথায় আগমন করিলেন। বাজারটি যেন তাঁহার মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ হইল। যদি তিনি মালগুলি আমাদেরকে বিক্রয় করিতেন, তবে বড়ই উপকার হইত। যে কোন কারণে হউক, তিনি, আমার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন,—কিছুতেই তাঁহার মালের নমুনা আমাকে প্রদর্শন করিতে সম্মত হইলেন না। একটি মঙ্গলবারে এই ঘটনা

ঘটিয়াছিল। আমি পিতার নিকট বাইরা বলিলাম—“আমি ইংলণ্ড বাইব।” আমি আশ্রয় চাচ্ছি আর কোনও ভাবার কথা বলিতে পারিতাম না। বৃহস্পতিবারেই আমি যাত্রা করিলাম। বড়ই ইংলণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই জিনিসের দর সস্তা বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। মাঝেমাঝে পঁছিয়াই আমার সমুদয় অর্থ দিয়া বিস্তর মাল খরিদ করিয়া ফেলিলাম। তাহাতে আমার প্রচুর লাভ হইল।’

এই সময়ে এক ব্যক্তি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—  
‘আমার বোধ হয়, অন্যান্য অত্যাবশ্যক কার্য্য সকলের অপেক্ষা, আপনার পুত্রগণের বিষয় কৰ্ম্ম এবং অর্থের প্রতি অধুনাগ অল্প ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, আপনিও সেরূপ চাহেন না’ । তিনি সাগ্রহে কহিলেন,—“কেনই বা চাহিব না ? আমি নিশ্চয়ই তাহাই চাই। আমি চাই, যে, তাহারা তাহাদের মন ও প্রাণ, জ্ঞান ও শরীরকে সম্পূর্ণরূপে বিষয় কৰ্ম্মে নিয়োজ করিবে। কার্য্যে সাধকতা লাভ করিয়া সুখী হইত হইলে ইহাই উপায়।” তার পর, তিনি আমার পুত্র এডওয়ার্ডকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“হে যুবক ! একটিমাত্র বিষয় কার্য্যকেই আশ্রয় কর। তোমার সুরা প্রস্তুতের কারখানার উপরই তুমি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর কর। তাহা হইলে লণ্ডনের সমুদয় কারখানার মধ্যে তোমারই কারখানা সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু,—যদি একবারেই হঠাৎ বড়লোক হইবার ইচ্ছা—নিজের সুরা কারখানা চালাইয়া আবার ও মহাজনী কারবার চালাইতে চাও,—সঙকাগর হইতে ইচ্ছা কর, —এবং, সঙ্গে সঙ্গে মালপত্র তৈয়ারি করিবার কারখানা বসাইতে চাও, তবে শীঘ্রই তোমাকে লাল বাতি জালিতে হইবে।”

একদিনাত্র বিষয়-কৰ্মকে আশ্রয় করিয়া, তাহার সার্ববাদিন উন্নতি-সাধনে সমর্থ হওয়া অপেক্ষা,—যন্ত্র প্রকারের কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, প্রত্যেকটিতেই নিজ অকৰ্মণ্যতার পরিচয় প্রদান করা কখনই প্রশংসার্হ হইতে পারে না । অন্যর কীর্তিলালী জেমস ওয়াট, তদীয় মানসিক অসীম শক্তি-ধারাকে কেন্দ্রাভিকৰ্ণী করিয়া, তাঁহার জীবনের একই লক্ষ্যের প্রতি নিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, বাষ্পীয় শক্তিবস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া সাগরায়রা ধরণীর কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে,—জলপথে, স্থলপথে,—দেশে দেশে,—আবেশন সমূহ হইতে,—বাষ্পরথ হইতে,—নিবিড়-কৃষ্ণ-ধূম-পটল উদ্ভিত হইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া,—ব্যোম পথে উঠিয়া,—সিতাংগু-দিবাকর-কর-সম্পৃক্ত সুনীলাবরসঞ্চারী ঘনবিন্যস্ত ধোতাদুর্গাত্রে,—সেই কীর্তিমানের কীর্তি-গাথা যেন এখনও লিখিত হইতেছে,—বংশীমুখে বাষ্পরাশি বিনির্গত হইয়া, গগনভেদী উচ্চনিমাদে যেন ওয়াটেরই নিকলক্ষ যশোগীতি গাহিতেছে !

চতুর শিল্পী রিচার্ড আর্করাইট সূত্র শয়নের নবোদ্ভাবিত-যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্য স্বীয় সমগ্র বুদ্ধিশক্তি বিনিয়োগ না করিয়া, যত্বপি সেট বিশ্ব-বিজয়ী প্রতিভাসংরস্ত দশদিকে প্রবাহিত করিতেন, তবে তাঁহার সভ্যজ্ঞানদূত নাম চিরস্মরণীয় শিল্পীকুলের নামাবলী হইতে এত দিনে বিলুপ্ত হইত না কি ?

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী রবি বর্ণা বা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত, কোন চিত্রকরকে কৃতকার্যতা লাভ কবিত্তে হইবে,—উন্নতির পথে উঠিতে হইলে, তাঁহাকে মৌনব্রত অবলম্বন করিতে হইবে । যেহেতু, একই ব্যক্তির পক্ষে, সুনিপুণ চিত্রকর হওয়া—এক, বাস্তবতার প্রেততা লাভ করা—যুগপৎ কখনই সম্ভবপর নহে । চার্লস ডিকেন্স বলিয়া

ছেন,—“মনের দ্বীপে যে কার্যই সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছি, তাহা সূচক রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য সাধ্য মত চেষ্টা পাইয়াছি। কখন যে কার্যোত্তমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সাধনোদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে নিরোগ করিয়াছি। যে কার্য সাংসাদনোপলক্ষে আপনাকে সর্বভোভাবে নিরোগ করিতে অক্ষম,—তাহাতে—প্রথম হইতে একবারে হস্তাংশ না কবাই বিধের। বেহেতু, তাহা হইলে আমার অপদ্রব কৰ্মসমূহে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।” ইহাই তাঁহার কার্য-সংসিদ্ধির পক্ষে মূল মন্ত্র ছিল। তাঁহার এই স্বীকাবোক্তি—সরল, অর্থ,—সুগভীর,—কার্য সাধনের জন্য সকলের পক্ষেই অনুকূল।

এই মবধামে, আদিকবি বাম্পীকি, বম্পীকস্ত পে শরীরপাত দ্বারা,—রামনাম রূপ একই মস্তের সাধনা করিয়া—রামায়ণ রূপ অক্ষর কৌন্তিস্তম্ভ রক্ষা কবতঃ অমর হইয়া রহিয়াছেন। শিলা-তট-পরি-প্রাবিনী কল্লোলিনী ক্রীণকায়ী লুপ্তিনীর তট-বিশোভ কপি-শাস্ত্রব অমলবলউপলখণ্ডবিনির্মিত বিন্দ্যাবক রাজ-প্রাসাদে, রাজভোগে পরিপুষ্ট রাজকুমার সিদ্ধার্থের মুকুমার বপু,—রাজাস্তঃপুরসংলগ্ন প্রমোদ-কাননে যে সাধনায় ক্রীণ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল,—সেই বরতম্বু বোধিত্রমনিষে, অনাহাবে অনিদ্রায় ক্রীণতর হইয়াছিল। তার পর,—হাঁ, গিয়াছে,—কালের করাল নিয়মে,—সারা ধরা-পৃষ্ঠেপরিত্র আলোক বিকীর্ণ করিয়া—আমাদের সেই জাতীয় জীবন-প্রদীপ মহাকালের ফুৎকারে নির্ক্ষাপিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি সেই একই সাধনার পূর্ণসিদ্ধি—নির্কষণ,—অশোকের বিজয়-পতাকার সঙ্গে জারতেতর দেশে দেশে ফিরিয়াছে। সিদ্ধার্থের কৌন্তিস্তম্ভ—নির্কষণ—চীন ব্রহ্মদেশ সিংহল জাপানের



অসংখ্য নরনারী জনরে ধারণ করিয়া শাঙিলাভ করিতেছে ।  
 যাবৎ চন্দ্র-দ্বিধাকর ধরা-পৃষ্ঠে কিরণ দান করিবেন,—তাবৎকাল পর্য্যন্ত  
 শাক্যমুনির যোগাগ্নির নির্ঝাণ-শিখা ধরণীর বক্ষে নির্ঝাণ প্রাপ্ত  
 হইবে না । পরম সন্ন্যাসী প্রভু চৈতন্যদেবের প্রাণান্ত সাধনার—  
 প্রেম-বারি সিকনে,—জাতিনির্কিংশেবে প্রীতি-সোহাদ্যের চির-শ্যামল  
 কর-লতিকা অক্ষুরিতা ও পুষ্পিতা হইয়া পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্মরূপ ত্রিদিব  
 সৌরভে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছে,—প্রভু চৈতন্য  
 দেবের এক-ধারা-প্রধাবিনী চেষ্টার সাক্ষাদান করিতেছে । কেশবচন্দ্রের  
 অসাধারণী প্রতিভা—অনন্তদেশব্যাপিনী হইয়াও,—মুদ্র ইউবোপ-  
 খণ্ডে তুষাবাবৃত খেত-বীপবাসীদিগকে ইংরাজি-বাগ্মিতার শ্রোতে  
 প্রাবিত করিয়া আসিলেও,—সেই অপূর্ব বাগ্মিতা, ও সেই নিবজনা  
 প্রতিভা, সেই এক মাত্র লক্ষ্যের অমুকূলে প্রয়োজিত হইয়াছিল ।  
 সেই—সাধনার সিদ্ধি, সেই লক্ষ্যই—নববিধান । বঙ্গ-কুলগোবীন্দ সৎসক-  
 শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ,—নারায়ণ-চরণ-বিনিঃসৃত — প্রহ্লাদিনী  
 —কলনাদিনী—মুক্তি-দায়িনী জাহ্নবী-কল্মাশ-বিধোত শক্তিমান্দিরে  
 —ভাগবতাবতার বিশ্ব-প্রেমিক পরমহংসের পদতলে বসিয়া,—যে  
 সাধনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—যে বেদগান শিখিয়া-  
 ছিলেন,—ভারতের মরীচিকাচ্ছন্ন নর-প্রান্তবে,—তুষারখণ্ড-  
 বিমণ্ডিত হিমগিরির বিজন উপত্যকার,—অমরনাথের অভ্রভ্রমী  
 উন্নতানত গিরিশৃঙ্গে,—কদম্ব-মকরন্দবাহী-প্রভাত-সমীর্ণ-বিক্ষেপি-  
 বীচিমালা-সংবৃষ্টিত-মৃদু-শ্রামবংশোন্নব-নাদিনী ক্ষীণতটী যমুনার  
 শিলা-তটে,—অভিদূর-বিসর্পিনী-বিশাল-হৃদয়-কুফোপকূলে, সেই  
 একই সাধনা সিদ্ধিতে পরিণত হইয়াছিল । তাবপর, সেট নরসিংহ,—  
 সিংহলে, আপানে, তুরস্কে, আমেরিকার যে সামগান গাহিয়া-

ছিলেন,—ভিন্নধর্মী-নরনারী-মুখে যে গাথা প্রতিধ্বনিত হইয়া,—  
আকাশে উঠিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, ভারতের ঋষি-  
মুখবিনাদিত হোম-ধুমময় বেদ-মন্ত্র-মুখরিত ইরশাদবিজড়িতধনময়  
গগনে এখনও ধ্বনিত হইতেছে—সেই গাথা—ভারত হৃদয়ে—অস্তিত্ব  
দশায়,—এখনও পূর্ব-স্মৃতি জাগ্রত করিবার প্রয়াস পাইতেছে, সেই  
নরসিংহের—সেই অপূর্ব প্রতিভাময় কৰ্ম্মযোগীর সাধনা দিগন্ত পরি-  
প্লাবিনী হইয়াও, একই সাধনা—শক্তি-সাধনাভিমুখে কেন্দ্রীভূত  
হইয়াছিল,—সেই একই লক্ষ্যাভিমুখে নিয়মিত হইয়াছিল ।

দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত একমাত্র লক্ষ্যের অভিমুখে সাধনা  
আরম্ভ করিয়া, সেই সুদূর লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অবশ্য সমর  
সাপেক্ষ । তজ্জন্তু ধৈর্যের যে আবশ্যকতা আছে তাহার সন্দেহ  
নাই । বিভিন্ন দেশে,—বিভিন্ন সময়ে,—যে সকল সংগীত-কলা-  
বিশারদগণ গুণপণ্যের জগৎ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন,—তঁাহাদের  
শিক্ষাকালের পরিমাণ শ্রবণ করিলে, বা সাধনার জগৎ যেরূপ  
অপরিমিত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে  
বিস্মিত হইতে হয় । যে সঙ্গীতাচার্যের বীণার ঝঙ্কারে,—সুর-তান-  
লহরি-লীলার দিল্লীখর আকবরের সভা-মণ্ডপ সুখের ধারায় নিমগ্ন  
হইয়া যাইত,—শ্রোতৃবৃন্দ স্তম্ভিত হইয়া পড়িত, সেই সংগীত-কলা-  
বিশারদ তানসেনের আজীবন সাধনার ফলে তঁাহার সাফল্য  
লাভ ঘটিয়াছিল । যে বীণা-বাদকের বীণা-তন্ত্রীনিঃসৃতামুর্চ্ছনা-তরঙ্গিনী  
সমগ্র ইউরোপ-বৎ আনন্দরসে পরিপ্লাবিত করিয়াছিল,—সেই  
সংগীতাচার্য গিরাভিনীকে, জনৈক শিক্ষার্থী, ভায়লিন-যন্ত্র কত  
দিনে সুন্দর রূপে আলাপ করিতে পারা যায় জিজ্ঞাসা করিলে,  
তিনি তৎক্ষণে বলিয়াছিলেন,—“প্রতি দিবস ষাট ঘণ্টা পরিমিত

সময়—রীতিমত—শিক্ষা করিলে বিংশ বর্ষ পবে শিক্ষা পূর্ণ হইতে পারে।”

কোন কোন ব্যক্তি অকারণে ভাগ্যের নিন্দা করিয়া,—কেহ বা নিজ বুদ্ধিহীনতার উল্লেখ করিয়া,—কেহ বা কার্যে ভ্রম করিয়া,—কোনও ব্যক্তি বা দুই এক বারের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া,—কর্মক্ষেত্রে কাষ্ঠপুতলিকাবৎ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া পড়েন। তাঁহাদের পক্ষে কর্মবীরগণের জীবন-চরিত অথবা উন্নতিশালী জাতি সমূহের ইতিহাস আলোচনা করা কর্তব্য। এ সংসারে,—বড় হইতে চেষ্টা করিলে,—কেহই ছোট থাকিতে পারে না।—নিশ্চয়ই পারে না। যিনিই প্রকৃত ভাবে সাধনা করিবেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।

এক জনের সহিত আর এক মনুষ্যেব যে বিশেষ পার্থক্য,—দেখা যায়,—প্রবলের সহিত দুর্বলের যে পার্থক্য, ধনীর সহিত দরিদ্রের যে পার্থক্য, জ্ঞানীর সহিত অজ্ঞানীর যে পার্থক্য,—তাহার মূলে, অধ্যবসায়,—হৃদমনীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার ক্রম—বর্তমান ;—অর্থাৎ যে লক্ষ্য একবার স্থিরাকৃত হইয়াছে, যে ব্রত উদ্ঘাপনের যোগ্য বলিয়া একবার পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার জন্য সাধনা, তাব—হয় বিজয়িনী জীব আশীর্বাদ লাভ,—নতুবা,—মৃত্যুর সহিত আলিঙ্গন ! এই গুণ,—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাহার হৃদয় মধ্যে অবস্থিত, তাহার দ্বারা,—মানব শক্তিতে বাহ্য সম্ভবপর,—তাহা নিশ্চয় সাধিত হইবে। বিপুলাধীশক্তি, পর্যাণ্ড আর্থিক অবস্থা, সৎস্র সুযোগ, একত্র অবস্থিত হইলেও,—সে সকল একমাত্র ইহারই অভাবে—কোনও মানবকেই মনুষ্যত্ব প্রদানে সমর্থ হয় না।

যিনি কোনও একটি ব্যবসায়-বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া সংসারে

অর্থোপার্জন ও উন্নতিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকেও ইহার জন্য সাধনা করিতে হইবে,—যে দ্রব্যের বিনিময়ে ব্যবসায় চালাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহের জন্য মনোনিবেশ করিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে সর্বপ্রকারে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। অনুসন্ধিৎসু হইয়া, দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রাপণ পরিশ্রম এবং সতর্কতা অবলম্বন পুরঃসর কার্য্য করিতে হইবে। লক্ষ্মী-দেবীর লীলা-নিকেতন আমেরিকায়—উইলিয়াম ষ্ট্রবণ্ড, এই চিরন্তন নিয়মের বশবর্তী হইয়া,—আপনাকে ক্রোড়পতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বেক্রপ দৃঢ়তর অধ্যবসায়, অদনা উৎসাহ, ও অপবিসীম পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আর্থিক-উন্নতি-আকাজ্জলী বাণসায়ার পক্ষে সূৰ্ব্বতোভাবে অনুকরনীয়। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ উৎসাহ-সম্পন্ন ব্যক্তি, বাহ্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা সাধাবণ মানবের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তিনি পণ্ডলোম ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসায় করিতেন। তৎসংশ্রবেনাহা বাহ্য অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক তৎসমুদয় অবগত হইয়াছিলেন। দালালগণের সহিত স্বয়ং বাক্যালাপ দ্বারা সকল সমাচাৰ সংগ্রহ করিতেন। এই কার্য্যে লাভালাভের কারণ সকল সবিশেষ বিদিত হইয়াছিলেন। তিনি পবিণাম বুঝিয়া,—যখন নবম বাজারে গরম দবে জিনিস ক্রয় করিতেন,—অথবা যখন গরম বাজারে সস্তা দর দিতে চাহিতেন তাহা দেখিয়া অপর ব্যবসায়িগণ আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। কিন্তু, তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধীয় তথ্য সকল পূৰ্ণ হইতেই সংগৃহীত থাকায়, তিনি সবিশেষ উদ্ভেষ্টের সহিত সেই সকল কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতে পারিতেন।

যখন যুক্ত-রাজ্যের অধিবাসী প্রকৃতিপুঞ্জ ইংলণ্ডের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া আপনাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন,—সংগ্রামও অবসানোন্মুখ; কেবল ডেট্রইট, ন্যায়াগ্রা প্রভৃতি কতিপয় মাত্র জনপদে সিংহ-বিক্রান্ত বৃটনের পতনোন্মুখ গৌরব-পতাকা হুলিতেছিল, সেই সময়ে, সকল বন্দরে দ্রব্যসামগ্রীপূর্ণ পোত সকল বিপক্ষীরগণের দ্বারা ধৃত হওয়ায়, অত্যাশ্রয় পণ্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা পণ্ডলোমের ব্যবসায়ীরাও সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এষ্টরও ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। বন্দরের দ্রব্যজাতপূর্ণ সাগরপোতসকল নাবিকগণ কর্তৃক দূর সমুদ্রে নীত হইতেছে, কোনও তরণীর পণ্যরাজী সৈন্যগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইতেছে। অনেকেই পণ্ডলোম ক্রয়ের কার্য্য ছাড়িয়া অন্যত্র যাটয়া অন্য অন্য ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কেহ বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিকলচিত্তে গৃহে বসিয়া হায় হায় করিয়া মনঃদ্বাতনা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। উদ্যোগী-পুরুষ-সিংহ এষ্টরও অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রোপকূল ছাড়িয়া,—দূরে,—অতিদূরে, বন-বিন্যস্ত শাখা-পত্রযুক্ত ক্রমরাজিসমাকীর্ণ জ্ঞাপদসঙ্কুল সুবিস্তৃত অরণ্যানী মধ্যে সম্প্রবিষ্ট হইলেন। মুখমণ্ডল-ক্রকুটি-পূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা-ব্যঞ্জক,—তবে ক্ষতিগ্রস্তবলিয়া ক্লিষ্ট। হৃদয়ে—অমিত বল, প্রাণে—প্রবল উৎসাহ; প্রতিজ্ঞা—প্রনষ্ট অর্থের সম্পূরণ। বাজারে ক্রয় করিবার লোক নাই। শিকারীদের গৃহে রাশি রাশি পণ্ডলোম জমিয়া রাহিয়াছে। বনবাসীদের গৃহে আসিলে তাঁহারা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় সংবর্দ্ধনা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সমুদয় মাগেরই বারনা করিলেন। তিনি আরও অনেক পরিমাণ মাল লইবার জন্য তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে চুক্তি করিলেন। মধ্যে দালাল এবং অন্তরাল লোক রহিল না। দরিদ্র মৃগয়দিগের আনন্দের সীমা রহিল না। সেই

ঘোরারগু মধ্যে তিনি অনেক কার্যালয় স্থাপন করিলেন । অপর সাংঘাতিকগণ এই ঘটনা অবগত হইয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন । কিন্তু, এষ্টর আশ্চর্য্যায়িত হইলেন না । তিনি জানিতেন,—জ্ঞান্ধী, ক্রান্ত, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পশুগোম-সংক্রান্ত ব্যবসায়-কেন্দ্রসকল মালের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । যুদ্ধও শীঘ্রই শেষ হইবে । তাহাই ঘটিল । যুদ্ধ শেষ হইল । এষ্টব ক্রোড়পতি হইলেন । তিনি যদি সেই সময়ে, যে ব্যবসায়ে তিনি অজ্ঞ সেইরূপ কোন নূতন ব্যবসায় আশ্রয় করতঃ আপনার সামর্থ্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া, পূর্বাশ্রিত কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন, তবে ফল নিশ্চয় অগ্নিরূপ হইত । কিন্তু, স্বীয় কার্য্যসাধিকা শক্তিকে নানা—দিকে বিভক্ত না করিয়া, কেবল পশুগোমের ব্যবসায় চালাইয়া,—স্বীয় জীবনে উৎসাহ, যত্ন, ও অধাবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতঃ, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন । একই মাত্র জীবিকাকে আশ্রয় ও সাধনা করিয়া তাহার সার্ব্বাঙ্গিন উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই, তাহা,—সময়ে—সুবর্ণরাশি বর্ষণ করিয়া থাকে ।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ধনৌশ্রেষ্ঠ মুশাজ্জি হাজি সাহেবের নাম বৈদেশিক বণিক সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত । তিনি,—দরিদ্রের সন্তান,—বাল্য কালে লেখাপড়া শিক্ষার কোনও উপায় করিতে পারেন নাই । তিনি যে শ্রেণীর গৃহস্থের গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে শ্রেণীর মধ্যে বিত্তাচর্চ্চা তখনও আরম্ভ হয় নাই । মুশাজ্জি,—যৌবনে পদার্পণ করিয়া,—কোনও একটি আত্মীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কলিকাতার আসিয়া ছিলেন । আত্মীয়টি বিলাতী জাহাজে খালাসীর কার্য্য করিত । তাহার নিকট বিদেশের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া মুশাজ্জির মনে বিদেশ দর্শনের

বাসনা জন্মিল। আত্মীয়ের সাহায্যে মেকিনান মেকেন্সের একটি জাহাজে, তিনি,—সামান্য বেতনে,—খালাসীর কক্ষে নিযুক্ত হইলেন। আপনার চরিত্রগুণে, ও পারদর্শিতা দর্শাইয়া—ক্রমে পদবৃদ্ধি হইয়া, তিনি 'ট্যাণ্ডেল' হইলেন। তাঁহার কার্যপ্রণালী সন্দর্শনে অর্গব-পোতের কর্মচারীরা এবং আপিসের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। যখন যে বন্দরে জাহাজ লাগিত, তিনি সেখানে কৌতূহল পরবশ হইয়া—অর্গবযান হঠাৎ অবতরণ করিয়া—সহর পরিদর্শন করিতে যাইতেন। অত্যাশ্চর্য্য সকলে যেক্রমে দর্শন করে তিনি সেক্রমে দেখিতেন না। জাহাজে ইংবাদিগণের সঙ্গে থাকিয়া,—সাহচর্য্যের অপবিহার্য্য ফলে,—সময়ের সুব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া সেই দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, খাদ্যাশািত্র প্রভৃতির তথ্য অল্পসন্ধান করিতেন। রাজ্যেরে যাইয়া সন্ধান লইতেন,—কোন জিনিস কোথা হইতে আসিয়াছে। সে সকল কাছারা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে, এবং কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে সকল ব্যবহৃত হয় তাহা বিশেষ করিয়া জানিতেন। যখন অল্পসন্ধান করিতেন, তখন সে সকল তাঁহার কোনও কার্য্যে লাগিবে না তাহাও জানিতেন। পঞ্চবিংশ বর্ষ কার্য্য করিয়া,—স্বীয় সাধু চরিত্র, ও মিতব্যয়িতার গুণে—পরিজন প্রতিপালন এবং আত্মীয়বর্গকে সাহায্য করিয়াও, তিনি পাঁচ সাত হাজার টাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের সময় সন্নিবর্ত দেখিয়া তিনি ব্যবসায় কার্য্যে কনোযোগ দিলেন। মেকেন্সদের জাহাজ রেজুন চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশেও গিয়া থাকে। সে সকল দেশে অধিবাসীরা রপ্তান ও রনিয়া প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সে সকল

জ্বা কলিকাতা হইতেই রপ্তানী হইয়া তৎকালীণ বাজারে আমদানী হইয়া থাকে । কলিকাতা হইতে মুশাজি স্বীয় সঞ্চিত অর্থ লইয়া রপ্তান ও ধনিয়া ইত্যাদি ক্রয় করিয়া রেঙ্গুন ইত্যাদি স্থানে বিক্রয় করিতে লাগিলেন । কোম্পানী,—পুরাতন ভৃত্য ধনিয়া তৎপ্রতি দয়াপরবশ হইয়া—মাণ্ডলের হার অপরের অপেক্ষা অধিক করিয়া দিলেন, এবং ইহাও স্থির হইল যে, অল্প ব্যবসায়ীর মাল জাহাজ বোঝাই হইবার পর মুশাজি মাল বোঝাই হইবে । এই দুই কারণে তাঁহার নানাবিধ সুবিধা ঘটিল । বাজারের মাল স্বেচ্ছামত মূল্যে ক্রয় করিবার ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল । যে হেতু মাণ্ডলের হার তাঁহার পক্ষে অধিক হওয়ায়, তিনি, অপর সাংখ্যাত্মিক-গণের সহিত প্রতিযোগিতা সূত্রে বাজার দর অপেক্ষা মাণ্ডলের হার পরিমিত টাকা বেশী দিয়া ক্রয় করিলেও তাঁহার লোসকানের সম্ভাবনা নাই । কাজে কাজেই সকল ব্যবসায়ী তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া পণ্য সমূহের মূল্যধারণ্য করিতে লাগিলেন । অন্যান্য সকল ব্যবসায়ীর মালপত্র জাহাজে বোঝাই হইলে বাজারে ক্রেতার অভাব ঘটিয়া থাকে । মকঃসলবাসী বিক্রেতার কাচামাল কলিকাতার বাজারে দ্বিতীয় জাহাজ ছাড়িবার দিন পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিতে পারে না । তখন একাকী সমুদ্র মাল মুশাজি সস্তায় ক্রয় করিতে সমর্থ হইলেন । সকলের মালের উপরিভাগে তাঁহার মাল রাখিবার স্থান নির্দিষ্ট হওয়ায়, তাঁহার মাল ভাল অবস্থায় গন্তব্য-স্থানে পৌঁছিতে লাগিল । সকলের অগ্রে তিনি রেঙ্গুনের বাজারে—অধিক মূল্যে মাল বিক্রয়ে সমর্থ হইলেন । ব্যবসায়ের কৌশল ও তিনি ভাল রূপ শিক্ষা করিয়াছেন । নূতন ফসল উৎপন্ন হইবার মাত্র,—জাহাজ ছাড়িবার দুই সপ্তাহ পূর্বে,—তিনি সমব্যবসায়ী



বণিকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পাঁচ টাকা মূল্যের দ্রব্য সাত  
টাকা ধার্য্য করিয়া দিলেন । সমুদয় বঙ্গদেশে,—পল্লীতে পল্লীতে—  
কুস্বাস্ত শীর্ণ পল্লিবাসীদিগের দীর্ণ প্রাণে যেন একটা নবীন-জীবন-  
স্রোত বহিয়া গেল ! আশা-মায়াবিনীর কুহক-দণ্ড বিতাড়নে,—  
কৃষক প্রাণে যেন জীবন্ত উৎসাহের লহরিলীলা প্রবাহিত হইতে  
লাগিল । শত শত তরুণী তাঁহাদের শ্রমবারি সজ্জাত শস্তভার বন্ধে  
লইয়া নদিত্তে ক্লেপনী ক্লেপণে নৃত্য করিতে করিতে পদ্মালয়ার  
প্রীতি-নিকেন কলিকাতা অভিমুখে ছুটিল । কৃষকগণ আশাতিরিক্ত  
অর্থপ্রাপ্তে ছুটছুটি করিয়া দেশে ফিরিল । দশ হাজার টাকার  
বিক্রাপনে যে কার্য্য সিদ্ধ না হয়, সেই কার্য্য প্রথম বারে স্বল্প  
লাভে কার্য্য করিয়া, সিদ্ধ হইল । সপ্তাহ না বাইতে লক্ষ লক্ষ  
জন মাল কলিকাতার পৌছিল । 'আড়তে হান নাই, রাখিবার  
জায়গা নাই । জাহাজ ছাড়িবার বিলম্ব আছে, যাহা সাত টাকার  
সাত দিন পূর্বে বিক্রয় হইয়াছে, তাহা তিন টাকা মূল্যে বিক্রয়  
হইল । জাহাজ ছাড়িবার দুই তিন দিন পূর্বে কেবল মুশাজির ক্রয়  
করিবার দিন । বাজারে আর অন্য ক্রেতা নাই, কাজেই রঙুন ও  
ঘনিয়ার দর আরও নরম হইয়া পড়িল । মুশাজি লক্ষপতি হইলেন ।  
তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতা-ব্যাঞ্জক বেশ-বিজ্ঞাস শূন্য সাধারণ লোকের  
ন্যায় স্বয়ং আড়তে আড়তে বেড়াইয়া, স্বচক্ষে দেখিয়া দ্রব্যাদি ক্রয়  
করিভেছেন । কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতার  
তাহার ত্রিশ লক্ষ টাকা নষ্ট হইয়া যায় । তাহাতেও তাহার কাজকর্ম্ম  
বন্ধ হয় নাই ! তিনি এক্ষণে ক্রোরপতি । তিনি তীর্থ পর্য্যটন,  
স্থান, ও পরোপকারে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন । মুসলমান  
সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্ম অতুলনীয় । তাহার ন্যায় পরোপ-

কারী-সহৃদয় ব্যক্তি মুসলমান সমাজে বিরল। তাঁহার জ্ঞান অধ্যবসায়ী কৰ্ম্মীও বিরল।

বিশ্ববিখ্যাত রসায়ন-তত্ত্ববিদ ফ্যারাডের জীবনী পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে দরিদ্রতা জ্ঞানার্জনের পথে,—  
 ধনার্জনের বন্ধে অন্তরায় রূপে তিষ্ঠিতে পারে না। রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ  
 পণ্ডিত চুড়ামণি ফ্যারাডে, বাল্যকালে,—দরিদ্রতা নিবন্ধন ও সহায়-  
 শূন্য অবস্থায় বিশ্ব-বিদ্যালয়, হইতে জ্ঞানার্জন করিতে পারেন  
 নাই। গ্রাম্য পাঠশালায় কথঞ্চিৎ পরিমাণে মাতৃভাষা—ইংরাজি  
 শিখিয়া, তিনি, একটি দপ্তরীর দোকানে উমেদার নিযুক্ত হইলেন।  
 জ্ঞানার্জন-পিপাসা তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেল করিয়া তুলিল। উৎসাহ,  
 একাগ্রতা ও যত্ন ইত্যাদি মনুষ্যোচিত গুণাবলী তাঁহার অন্তরে  
 বর্তমান। অভাব কেবল অর্ধের। সেই উদ্যমশীল যুবক মহোৎসাহে  
 জ্ঞানার্জনের উপায় অবেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহতী  
 প্রতিভা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত  
 না হইয়া, মাত্র রসায়ন-শাস্ত্রকেই আশ্রয় করিল। এমত সময়ে, জ্ঞান-  
 রত্নের বিপুল ভাণ্ডার ‘এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানীকা’ নামক বিশ্ব-  
 কোষ সেই দোকানে বাধাইবার জন্য প্রেরিত হইল। তিনি,—  
 প্রভুর আদিষ্ট কার্য নিত্য নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করিয়া যে সময়ে  
 সাবকাশ পাইতেন—সেই সময়ে, উক্ত বিরাটাবয়ব পুস্তক হইতে  
 রসায়ন-বিদ্যা পাঠ করিতে লাগিলেন। দিন দিন ঐ শাস্ত্রে তাঁহার  
 অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তার পর শ্রীমতী মারসেট প্রণীত  
 সুন্দর রসায়ন গ্রন্থও বাধাই হইবার জন্য সেই কার্যালয়ে প্রেরিত  
 হইল। ফ্যারাডে, তাহা হইতে স্বীয় অভিজ্ঞ সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট  
 সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু, রসায়ন-বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর পক্ষে পুস্তক

হইতে জ্ঞানলাভ যেরূপ আবশ্যক, তৎসঙ্গে সাক্ষাৎ পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয়ও উৎকৃষ্ট প্রয়োজন। রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণেরও বিশেষ ভাবে আবশ্যকতা আছে। ফ্যারাডে স্ত্রনিতে পাইলেন নিকটবর্তী হায়েন কোনও এক জন পণ্ডিত রসায়ন-শাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। উক্ত পণ্ডিতের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য ফ্যারাডে প্রভু সঙ্গীপে অনুমতি চাহিলেন। তিনি সেই দরিদ্র যুবকের জ্ঞানার্জন-লালসা অবগত ছিলেন। প্রভু প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। সেই সময় পণ্ডিতবর সার হামফ্রে ডেভি সর্বসাধারণের জ্ঞান বিকাশের জন্য রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁহার শেষ চারিটা বক্তৃতা-সভায় ফ্যারাডে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। এই জ্ঞান-পিপাসু দরিদ্র যুবক বিজ্ঞান-মন্দিরের মধ্যে—অত্যন্ত ছাত্রবর্গের এক পাখের নীচে উপবিষ্ট থাকিতেন। পণ্ডিতবর ডেভি,—বাস্প, ধাতু প্রভৃতির সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লেষণ, এবং মৌলিক গবেষণা পূর্ণ যে সকল জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা দিতেছিলেন, তাহা, ফ্যারাডে একাগ্রচিত্তে হৃদয়ে ধারণা করিতেছিলেন। রসায়ন সংক্রান্ত যে সকল পরীক্ষা সর্ব-সমক্ষে সম্পাদিত হইতেছিল, তাহা, তিনি স্থিরদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে, কয়েক দিবস পরে, ফ্যারাডে স্বহস্ত লিখিত একখানি স্মৃহং পুস্তকের সহিত একখানি লিপি লিখিয়া জ্ঞান-বুদ্ধ ডেভির নিকট প্রেরণ করিলেন। জ্ঞানগুরু ডেভি সে সকল পাঠ করিয়া সান্তিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন সেই পুস্তকখানিতে তাঁহার শেষ চারিটা বক্তৃতার সাধারণ অংশ প্রথমে স্মারকরূপে লিখিত হইয়াছে; তার পর পরীক্ষণীয় অংশগুলি তুলিকা সাহায্যে স্মারকরূপে চিত্রিত

বিশ্বমভাবে বিবৃত রহিয়াছে। সৰ্বপথে বর্ণমালাক্রমে সজ্জিত একটি সূচী-পত্ৰ লিখিত রহিয়াছে। তিনি পত্ৰ পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন, অজ্ঞাত কুলশীল লেখকের রসায়নশাস্ত্রে সাতিশর অল্পরূপে জন্মিয়াছে। তখন পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ডেভি লণ্ডনের রাজকীয় বিজ্ঞান-মন্দিরের রসায়ন-পরীক্ষাগারে সহকারী অধ্যাপকের পক্ষে শিক্ষার্থী অপরিচিত যুবক ফ্যারাডেকে মাসিক এক শত শিলিং বেতনে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে, দরিদ্র যুবক ফ্যারাডে, স্বীয় প্রযত্নে ও অধ্যবসারে, সভ্যজগতের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক বিশ্ববিজয়ী রাসায়নিক-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া আখ্যাত হইলেন।

যেখানে, বীর জয়দে অশীষ্ট লাভের উদ্দেশে আত্মবিকৃত আকাঙ্ক্ষা বলবতী,—অদম্য উৎসাহ বর্তমান, সেখানে যাবতীয় বাধাবিম্ব শীত্ৰই অন্তৰ্হিত হয়। শত প্রত্যাহও সেই জলন্ত উৎসাহ নির্দোষিত করিতে পারে না। কিন্তু, এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, যদি সেই প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষের ক্ষুণ্ণমতী ধীশক্তি একমাত্র রাসায়নিক শাস্ত্রে নিয়োজিত না হইয়া দশ দিকে দশটি বিষয়ের প্রতি বিক্ষিপ্ত হইত, তবে, হয়ত আজ ফ্যারাডের পাণ্ডিত্যের অকলঙ্ক যশোভাতি পণ্ডিত সমাজের নয়নমন পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইত না।

আমরা এরূপ বলিতেছি না, যে, সাহিত্যবিৎ—ইতিহাসের আলোচনা করিবেন না, বা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অকশাস্ত্রের আলোচনা নিষিদ্ধ। পূৰ্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, আমাদের দেশের যুবককে বিদ্যান্ধুলী কর্তৃক নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সীতিকা শিক্ষালাভ করিয়া, তার পর, তাঁহাকে আশ্রিত লক্ষ্যপথে উদ্দেশ্যে

স্বীয় জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে। সে জন্ত অজ্ঞাত শাস্ত্র দর্শন কোনও মতেই নিষিদ্ধ নহে। তবে,—সকল গুলিতেই সিদ্ধিলাভ—জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। জীবিকার্জনের জন্তও এইরূপ একটি মাত্র লক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়া তৎসংসৃষ্ট শাখা নিচয়ের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা অতি আবশ্যক। তাহা না হইলে সে জ্ঞানে পূর্ণতা লাভ হইল না।

মহামতি ক্যানিং, মহামন্ত্রী উইলিয়াম পিটের বন্ধুত্বে নির্ভর করিয়া স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে আরম্ভ করেন। পিটের বন্ধুত্ব লাভ না করিলে তাঁহার উন্নত জীবনের আরম্ভই হইত কি না বলিতে পারা যায় না। কিন্তু, তাঁহার বন্ধুত্ব পিটই বলিয়াছেন, “ক্যানিং যদি তাঁহার ব্যবশ্রিত লক্ষ্যের পথে যাত্রা করিয়া,—ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া সেই পথ হইতে মাঝে মাঝে দূরে বাইয়া না পড়িতেন,—মধ্যে মধ্যে অল্প মার্গে পদার্পণ না করিয়া বরাবর লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইবার অভ্যাস করিতেন, তবে তাঁহার দ্বারা কোন কার্য না সাধিত হইতে পারিত?” কিন্তু, আমরা দেখিতেছি তাঁহার জীবন নিষ্ফল হয় নাই। তিনি যেরূপ শূন্যকোশলে বাক্য বিস্তার করিয়া বিজ্ঞপ করিতে পারিতেন, যেরূপ সুন্দর বাগ্মিতার শ্রোত্রে শ্রোতৃবর্গকে পরিপ্লাবিত করিতে সমর্থ ছিলেন, যেরূপ রাজনীতিবিৎ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে যেন বোধ হয় তাঁহার মেধা দশ দিকে বিভক্ত হইয়া সামর্থ্যহীন হইয়া পড়াই সম্ভবপর। কিন্তু এই সকলের মূলে সেই একই লক্ষ্য বর্তমান। রাজনৈতিক শক্তিলাভই তদীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। অপূর্ণীয় রাজনৈতিকদলের বিরোধী মতাবলম্বী দলপতিগণের উপরেই সেই সকল বিজ্ঞপবাণ বর্ষিত হইত। তাঁহার অপূর্ণ বাগ্মিতা ও

রাজনৈতিক জ্ঞান, একমাত্র রাজনৈতিক শক্তিসাধক রূপ লক্ষ্যের অভিমুখেই প্রয়োজিত হইত ।

যে ক্ষেত্রে এক জন মানব সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে, সেইরূপ সাধনার, সকলেই সিদ্ধি লাভের অধিকারী । ইহাই বিশ্বরাজ্যে বিশ্বনিয়ন্তার চিরন্তন নিয়ম বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি । কিন্তু, কোন কোন ক্ষেত্রে, এক এক জন কৰ্ম্মবীরের অমাতুল্যিক সিদ্ধি দর্শনে আমরা বিমোহিত হইয়া পড়ি । বোধ হয় যেন সেরূপ সাধনা, সেরূপ সিদ্ধি অপরে সম্ভবে না । তাহার কারণানুসন্ধান করিতে বাইরা বিশ্বসাগরে নিমগ্ন হইয়া দিশে হারা হই । প্রাচীন গ্রীসের সেই বিজয়-বৈজয়ন্তী যে অরাজিতপন কৰ্ম্মবীরের অমাতুল্যিক সাধনার সমগ্র ইউরোপের নগরে নগরে দেশে দেশে উড্ডীন হইয়া ঘুরিয়াছিল, সিকতাঙ্কর আফ্রিকার স্থনীল নীলনদতীরবর্তী শ্রামলশস্ত্রভারবিভূষিত ভূভাগ সাদরে সেই পতাকা বক্ষে ধারণ করিয়াছিল ; তুবক, আরব, তাতারের ধুরন্ধর বীরগণ বাহার পদতলে, মস্তাহত ভূজঙ্গের স্থায়, নিজ নিজ শির নত করিয়াছিল ; প্রাচীন গর্বোন্নত পারস্যের বিচূর্ণিত মন্তকোপরি সংগঠিত বিবাহ-বাসরে দাঁড়াইয়া উষা-বায়ু সস্তাড়িত অর্ধ প্রফুট কমল কোরকবৎ সুষমাময়ী পারস্য-রাজ ছহিতা যে সাধকের বরকণ্ঠে ভিকারিণী বেশে বাষ্পপীড়িত লোচনে কুসুম-মালা দোলাইয়াছিলেন ; বীর প্রসবিনী ভারত-জননী সিদ্ধনদতীরে বাহার বিজয়-ভৈরব-নিদাদ প্রতিগোচর হইবা মাত্র, সিংহ-বিক্রান্ত পুরুষাজ সিংহ-বিক্রমে রাজকোট হইতে নিজ্রান্ত হইয়া সাদরে রণক্ষেত্রে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, সেই কৰ্ম্মবীর আলেকজেন্ডারের পরিত্যক্ত

রক্ত-রাজি-বিখচিত-হৈম-মুকুট আর কোনও সাধকের শিরে উঠিল না কেন ? সূর্য্যবংশাবতঃ সূর্য্যকরোজ্জ্বল যশোভাতি-সম্পন্ন মহা-রাণা প্রতাপ সিংহ, হলদিঘাটের দ্বিঘণ্টা-শোণিতসিক্ত কৰ্ম্ম-ক্ষেত্রে মদগ্লাবিত করিকুণ্ডশিরে উপবিষ্ট আধোরণকে ভল্লাহত করিয়া দিল্লীশ্বর-তনয় সেলিমের সম্মুখে যে ব্রত গ্রহণ করিয়া চৈতক-পৃষ্ঠে নিজাঙ্গ হইয়া আরাবল্লীর কাস্তারে, প্রান্তরে, গিরিগুহার, অধিত্যকার,—পঞ্চবিংশ বর্ষ-ব্যাপী যেরূপ সাধনা করিয়াছিলেন, পৃথিবী-ইতিহাস অধ্বংস কবিতা তাহার তুলনা, অমুরূপ সাধনা অমুরূপ সাধক কোথাও দেখিতে পাইলাম না—কেন ? মহাবীর টোগো ক্ষুদ্রদ্বীপ জাপানের নীলগুরুশিবক্ষে ফেনিল তরঙ্গোপরে যে অভিনব শ্মশানক্ষেত্র রচনা করিয়া শব-সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন কৈ, আর একটি সাধককে সেরূপ সাধনা করিতে দেখিতে পাই না কেন ? কে উত্তর দিবে ? আর এক জন সাধক—দার্শনিক চুড়ামণি জন ষ্টুয়ার্ট মিল। দর্শন-শাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে যাহার মহীয়সী প্রতিভা পর্য্যবসিত হয় নাই ;—উদ্ভিদৃত্ত, ও সঙ্গীত-কলাতেও সেই একই প্রতিভা প্রতিফলিত হইয়াছিল, সেই অতুলনীয় ধীশক্তি-সম্পন্ন-সাধকশ্রেষ্ঠের তুলনা আর কোথাও নয়ন-গোচর হয় না কেন ?

আর মনে পড়ে,—আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের, ক্ষুদ্র বালকের—অক্ষুদ্র সাধনা। সেই সাধনা যেন অনন্ত—অশ্রমে! অশান্ত লবনাধু বৌচমাণী পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র কোসিকা দ্বীপের অধিবাসী দরিদ্র-অশান্ত বালকের অপূর্ব সাধনা। যে বালককে সেই ক্ষুদ্র দ্বীপের অন্তে কেই জানিতনা, তাহারই সাধনা সর্ব-জন-বিদিত হইয়াছিল। বালকও যৌবনে অঙ্গারপণ করিয়া স্বীয় সাধনার বলে অনন্ত বহুধাকে মুক্তা

করিয়াছিল ! কোটি কোটি নরনারী সাধকে হৃদয়ের ভক্তি অর্পণ  
করিয়াছিল । লক্ষ লক্ষ বীৰ্যাহীন মৃতকল্প পুরুষ সেই সাধকের নিকট  
মন্ত্রগ্রহণ করিয়া অমুপ্রাণিত ও সজীবিত হইয়াছিল । লক্ষাধিক ধুরন্ধর  
দেশ-সেবক বীর-হৃদয়ের রক্তদানে সাধকের চরণতল বিধৌত করিয়া  
স্ব স্ব প্রাণ দক্ষিণা দিয়াছিল । সেই সাধক,—বালকবেশে, নিরাশ্রয়ে,  
করাসিরাজ্যে প্রবেশ করিয়া, স্বীয় হৃদয়ের অমিত বিক্রম বিপুল  
সাহস, অলস্ত উৎসাহ এবং নিশ্চল ধীশক্তিকে সহায় করিয়া—অহুরন্ত  
যৌবনেই করাসি-রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন । তাঁহার  
রাজনৈতিক জ্ঞানেব নিকট সভা-অগতের রাষ্ট্রনিচয়ের কূটরাজনীতি-  
বিশারদ সচিববৃন্দ পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।  
নিশান্তে,—সংগ্রাম-ক্ষেত্রে—আরক্ত-সংগ্রাম যখন ঘোরতর হইয়া  
লক্ষাধিক বীরগণের গগনভেদী বিকট চীৎকার, ও তুরঙ্গের রেবণ,  
অস্ত্রের ঝন্ঝনার সহিত মিশিয়া রণস্থল বিকম্পিত করিত ; তখনও  
সেই সাধক—সেই অবিদ্যম সাধন-ক্ষেত্রে, ধীর, স্থির, স্থানবৎ ;—  
নির্বীতে নিঃশব্দ দীপ + শিখাবৎ অটকল । যখন সহস্র কামান ভৈরব  
গর্জনে ডাকিয়া ডাকিয়া কালানলশিখার সহিত পুঞ্জ-পুঞ্জ ধূমো-  
দগীরণ করিত ; তখনও সেই—সাধক সেই অগাতিবিজয়ী সাধন-  
ক্ষেত্রে লক্ষ্যের সাধনার নিমগ্ন । মধ্যাহ্নে যখন মুগু্যুর আর্তনাদ,—  
আহুতের করুণ চীৎকার,—লক্ষ লক্ষ লৌহময় নালিকমুখ বিনির্গত  
শন্ শন্ শব্দ সহ মিশ্রিত হইয়া, নদী-গর্ভে, পর্বতের উপত্যকায়  
প্রতিধ্বনিত হইয়া, ফিরিয়া আসিয়া, কামান গর্জনের সঙ্গে মিশিয়া,  
ধূমপুঞ্জগিরে লইয়া, পবন-হিল্লোলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ঘনাত্মে  
উঠিয়া, যগধনস্তরে মিশ্রিত হইয়া, দিনান্তে, ভৈরবীকপিণী-ভমস্বিনীর  
তমাচ্ছন্ন ক্রোড়ে গড়াইয়া পড়িয়া, প্রলয় কালের মূর্তি অঙ্কিত করিত,



তখনও সেই অসমর্থন সাধক—সাধননিরত, তখনও শান্তচিত্ত,—  
 লক্ষ্যের অমুগামী । পর দিন প্রভাতে বিজয়লক্ষ্মী কোন পক্ষকে  
 বরদান করিবেন, এই ভাবনায় ক্লিষ্ট, নিদ্রাক্ষণ পরিশ্রমে ক্লান্ত,  
 নারকগণের বশীভূত ধূমাচ্ছাদিত অবসন্ন অবয়ব যখন সন্তাপ-হারিণী  
 নিদ্রাদেবীর সুকোমল কোড়ে শায়িত, তখনও সাধক-শ্রেষ্ঠ  
 নেপোলিয়ান কর্তব্যযোগে নিযুক্ত রহিয়াছেন ! সেই সংশয়জনক  
 মুহূর্তে লিপিকুশল দ্বাদশ ব্যক্তি রাজ-নৈতিক, বিশ্ববিদ্যালয়,  
 বালিকা-বিদ্যালয়, পুস্তকবিভাগ, সৈন্তগণের অস্ত্র বিনামা প্রস্তুত,  
 তাহাদের আহাৰ্য্য সংগ্রহ, দূরস্থ সেনাপতিগণের প্রতি উপদেশ  
 প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকারের বিভিন্ন বিষয়ে লেখনী পরিচালনা  
 করিতেছেন । সচিববর্গ লেখক, বক্তা সম্রাটকেশরী নেপোলিয়ান  
 স্বয়ং । অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের চন্দ্রাতপ তলে—সুদূর বর্তিকার  
 অশেষ আলোকে কার্য্য চলিতেছে । আলোক অস্পষ্ট, পাছে শত্রুপক্ষ  
 সেই ক্ষীণালোক লক্ষ্যে আলোকময় লোহপিণ্ড নিক্ষেপ করে ! সেই  
 সংশয়জনক মুহূর্তে, পীরানিজ পর্বতশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া মিত্রবর  
 স্পেনরাজ মিত্রতার আওরণে রণ-রঙ্গ-প্রয়াসিনী স্পেনিস-বাহিনী  
 সঙ্গে ফরাসী সাম্রাজ্যের দক্ষিণসীমা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন ।  
 অবসর্প সে সম্রাটের বিজ্ঞাপন করিতেছে । সেই সংশয়াত্মক ক্ষণে,  
 প্রগিধি-বাক্য প্রগিধানোও সাধক-শ্রেষ্ঠ অচঞ্চল,—কর্তব্যপালনে  
 নিযুক্ত ! সেই মিত্ররূপী অরক্ষকে কি উপায়ে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া  
 স্বীয় সাম্রাজ্য রক্ষার নিযুক্ত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁহারই  
 উপদেশ অনতিবিলম্বে আর এক জন সহচর দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়া  
 সেই অবসর্পকরে অর্পিত হইল । সন্দেহবাহী স্বরাগতি পত্রহস্তে  
 ষোটকা-রোহণে নিজাক্স হইল । যখনই বিপক্ষীয় বিশাল বারিধি

সদৃশ বিশাল চম্বর সহিত সত্রাট নেপোলিয়ানের অপেক্ষাকৃত বহু  
সৈন্তশ্রেণীর ভয়ঙ্কর সংঘর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, তখনও তিনি তাঁহার  
সৈন্তগণকে অংশবশে বিভাগ করিয়া ক্ষুদ্রতম অংশটিকে সৈন্যবাহের  
পশ্চাতে বিশ্রামের জন্য রাখিয়া দিতেন। তাঁহার পরিমিত  
সৈন্তসংখ্যা দর্শন করিয়া অরিপক্ষীয় অপরিমিত সেনাদল  
আশ্চর্যজনক করিত। ক্রমে অত্যধিক শ্রমে যখন তাহারা শ্রান্ত  
হইয়া পড়িত, তখন তিনি দূরবীক্ষণের সাহায্যে বিপক্ষের প্রতি  
দৃষ্টিপাত করিতেন। বিপক্ষীয় কোনও সেনামুখ, যেখানে,—যে মুহূর্তে  
একটু ভাঙ,—কথঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছে, সেই স্থানেই—সেই  
মুহূর্তে তাঁহার সৈন্যদল নিপতিত হইল। লক্ষ্যও স্থির হইয়া গেল;  
কর্তব্যও অবধারিত হইল, যুদ্ধও শেষ হইয়া গেল বলিতে হইবে।  
যে ব্যর্থ-পক্ষি এতক্ষণ বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিল, সেই  
পুতনা,—নেপোলিয়ানের ইচ্ছিতমাত্র,—সেই বিচঞ্চল সেনামুখ  
অভিমুখে ধাবিত হইল। তাঁহার ক্লাস্ত সৈন্তদল, তদদর্শনে নবীন  
উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া তাহাদিগকেই আক্রমণ করিল;  
কুণ্ডলীকৃতি লোহময়ী সমগ্র কামানশ্রেণী দিগন্ত ধূমপটলে  
আচ্ছাদন এবং গুলীর গর্জনে প্রকম্পন করিয়া সেই একই লক্ষ্যে  
অগ্নিময় গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল; সমুদয় বন্দুকের গুলি  
সেই এক মাত্র লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। রণভেরী,—  
সাহিত্যিক নিনাদে—নিশ্চিত-মৃত্যুর তরঙ্গ-ভঞ্জে রণরঙ্গে যশ প্রদান  
করিবার জন্য—ফ্রান্স-রাজ-লক্ষ্যীর রণোন্মত্ত সন্তানগণকে আবেগ  
বিকম্পিত-আকুল-নাদে আহ্বান করিতে লাগিল! সেই আহ্বানে  
সমুদয় লাদী,—সমগ্র পদাতি, প্রতি পত্তি,—সেনামুখ সংহতি,—  
প্রতি বাহিনী,—প্রত্যেক অনীকিনী সেই একই লক্ষ্যে ভীত চকলিত

সেনাবাহু প্রাক্রমণ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন, ধ্বংস, ও বিক্রান্ত করিয়া ফেলিল। কৰ্ম্মবীর নেপোলিয়ান যুদ্ধের মূল্য বুঝিলেন। এই সময়ের কার্য্য, সেই একই যুদ্ধের নিশ্চয় হইল। যখন সেই লক্ষ্যস্থ রিপক্ষান্ত সৈন্যদল ইতস্ততঃ প্রাণভরে পলায়ন করিতেছে, তখনও নেপোলিয়ানের সমগ্র শক্তি বারিশ্রোতোবেগে পশ্চাতে ছুটিতেছে। সেই প্রাক্রমিত সেনাবাহুর দৃশ্যবস্থা দর্শন করিয়া বিপক্ষীর বিরাট চমক চমু বুঝিল, তাহার। পরাজিত হইয়াছে। তখন তাহার।ওরণে পরাজয় স্বীকার করতঃ—ভীত,—বিভ্রান্ত কটকের দৃষ্টান্ত অহুসরণ করিল। নেপোলিয়ানের রণজয় হইল। এই জগদ্বিখ্যাত কৰ্ম্মযোগীই অভিধান হইতে ‘অসম্ভব’ শব্দটি মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন। ‘অদ্রস্তেয়ী’ জগৎব্যবস্থা আশ্চর্য্যগরিমালা বহু পাতিয়া এই কৰ্ম্মবীরের অমুচরবর্গকে সমস্ত্রমে পথ দান করিয়াছিল। একরূপ ভাষ্যতী ধীশক্তি, জীবন্ত অধ্যবসায়, এবং অলস্ত উৎসাহের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল নহে কি ?

এই সকল কৰ্ম্মবীরের কৃতকার্য্যতার মূলে যে সকল গুণ বর্ত্তমান, তাহা অগ্রে সম্ভারিত কিনা, তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। তবে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে,—সাধারণ স্বাস্থ্য ও বিভা-বুদ্ধি-সম্পন্ন যে কোনও ব্যক্তি একমাত্র লক্ষ্যের আরাধনার তাহার স্বাভাবিক শক্তি ক্রমশঃ প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই তিনি কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেই সাধকের আভ্যন্তরীণ শক্তিপ্রবাহিনী কোনও একটি লক্ষ্য সাধনে প্রযুক্ত হইয়া, পথিমধ্যে সহসা,—স্বাভাবিক বিয় সন্মর্শনে, তাহা কল্পনা রম্য ভীষণ ভাবিয়া কল্পনা—পথভ্রষ্ট হইয়া—বিভিন্ন লক্ষ্যের সাধনার নিয়োজিত হইলে, কেবল কৰ্ম্মবাহিনী তরলী বায়ুভরে গন্তব্য-পথে প্রাবৃত্ত হইয়া, লক্ষ্য

বাতচক্ষে—স্বার্থবে—বিদ্বান্ভ, বিগ্ৰহই হইয়া, অবশেষে গণ্য একে  
সাংবাদিকবর্গ সহ নিমজ্জিত হয়, ভ্রমণ, সাধকেরও বিপর্যাস্ত হইয়া  
পঞ্জিবার সমধিক সম্ভাবনা ।

মানব-জীবনে, একটি লক্ষ্যের সাধনা. ও একটি বিষয়ের সাধনা,  
জীবীর বিভিন্ন । এক বিষয়ের সাধনার সঙ্গে আর পাঁচটি লক্ষ্যের  
সাধনা চলিতে পারে না । কিন্তু একটি লক্ষ্যের সাধনার পাঁচটি  
বিষয়ের শিক্ষা চলিতে পারে । এবং, যে ক্ষেত্রে বিষয়গুলির সহিত  
লক্ষ্যটির অঙ্গাঙ্গিতা, সেই স্থলে লক্ষ্যের সহিত বিষয়গুলির সাধনা  
অপরিহার্য্য ।

ইংলণ্ডের সচিব-শ্রেষ্ঠ গ্যাডকোনেব রাজনৈতিক উন্নতিলাভই  
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল । তাঁহার জ্ঞান দয়া, ধার্মিকতা, আত্ম-  
বতী-প্রভৃতি সদগুণ সমূহ করজবন অমাত্যের ছিল ? করজব সচিব  
তাঁহার জ্ঞান সাহিত্য-চর্চায় কৃতিত্ব দর্শাইতে সমর্থ হইরাছেন ? যে  
সুষ্টিমের ব্রহ্ম-কুবকদিগের সহিত সংগ্রামে ইংরাজ-বীরের শোণিত-  
প্রবাহ ছুটিয়া আফ্রিকার উত্তম বালুকামণি সিঁড় করিয়াছিল, যে  
বোরতর সংঘর্ষে অগ্ন্যঙ্কুরী গ্রেট-বুটনকে বীৰ-শূন্য-প্রায় করিয়া  
কেলিয়াছিল, যে সমরে ইংলণ্ডবাসী ধনী ও দরিদ্রের শোণিত-সম-  
স্রবণরাশি দেশ দেশান্তরে রণ-সম্ভাব-সংগ্ৰহে ব্যয়িত হইরাছিল,—  
পুণ্যবতী বুটন-রাণীর অমূল্য জীবন মরণের পথে অগ্ন্যবতী হইয়া-  
ছিল ; সেই ভয়াবহ ঘটনা দশবর্ষ পূর্বে, মাজুবা-গিরি-সঙ্কটে সংঘটিত  
যুদ্ধের পরদিনই ঘটিবার কথা । কিন্তু, এই কর্মযোগী,—রাজনৈতিক-  
অধী-সমাজের শিরোমণি মহামতি গ্যাডকোনের বহুদর্শিতার ও সুবুদ্ধির  
কালে সংঘটিত হইতে পারে নাই । রাজনৈতিক সাধনার এই সাধক-  
চূড়ামণি সিঁড়লাভ করিয়াছিলেন ;—ইতাই তাঁহার জীবনের

একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কিন্তু অপরূপ মনুষ্যত্ব-বিকাশী বিষয়ের আলোচনায় তিনি অমনোযোগী ছিলেন না।

যেহেতু, সীমনী-কন্ম-নিপুণ হুচিক কেবল জীবন-কার্য্যকেই জীবনের লক্ষ্য রাখিয়া যদি আপনাকে একটি জীবন্ত হুচীতেই পরিণত করে,—অথবা, যেহেতু অনেক শ্রমজীবী বুদ্ধভিৎ দ্বারা কাঠ ছেদনে ধনার্জনমাত্র করিয়া যদি তাহার জীবনকে পানাহারক্ষম জীবন্ত বুদ্ধাদনেতেই পরিণত করে,—মনুষ্যত্বলাভ ও জ্ঞানার্জন প্রভৃতির দিকে একবারেই দৃষ্টিপাত না করে, তবে ঐ সীমনী বা বুদ্ধভিৎ-মাত্র-লক্ষ্য জীবনের সার্থকতা কোথায়? সে সকলকে জীবিকার বিষয় মাত্রে গ্রহণ করিয়া,—কোনও এক উন্নত লক্ষ্য আশ্রয়ে—মানব-জীবনের সার্থকতা সাধনের জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে। পণ্ডিতবর বিশপ্ বট্‌লার, ধর্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অমূল্য পুস্তক প্রণয়নে তদীয় অমূল্য জীবনের বহুমূল্য—বিংশতি বর্ষ ব্যয় করিয়া ছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাই বলিয়া তিনি তাঁহার অপূর্ণ প্রতিভার উন্মেষণে বা তদীয় ধর্মপথের কর্তব্য নিচয় সম্পাদনে কখনও অবহেলা করেন নাই।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন “রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন” নামক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ এবং রচনার জন্য বিংশ বর্ষ অমাত্যবিক শ্রমসাধ্য সাধনায় নিরত ছিলেন। ঐ ইতিহাসের সম্পাদন কার্য্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তৎসঙ্গে নানাবিধ জ্ঞানালোচনায় ও মনুষ্যত্ব-বিকাশক কন্ম সাধনে,—লক্ষ্যপথে—বিশ্রাম লাভ করিয়া, শাস্ত্রকার ও ক্লাসিক মনকে নবীন উৎসাহ দানে সজীবিত করিতেন।

লক্ষ্যের প্রতি সাধকের একান্ত অহুরাগ থাকা নিতান্ত

প্রয়োজন । লক্ষ্যের সাধনার আনন্দানুভব করা চাই । একই লক্ষ্যের  
বহুদিন ব্যাপী নিরন্তর সাধনার, কন্ম-মার্গে যে ক্লান্তি ও বিরক্তি  
অন্নিয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিক । সুচতুর কন্ম-যোগীকে, হৃকোশনে,  
—মাঝে মাঝে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশের দ্বারা—আবশ্যক মত  
বিশ্রামলাভ করিয়া, বিপুল উৎসাহে, নবীন উদ্যমে ব্রত সাধনার  
ব্রত থাকিতে হইবে । বুদ্ধিমান সাধকবৃন্দ, বিশ্রাম অর্থে,—আলস্যের  
ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত নহেন । তাঁহারা কার্যের পর  
কার্যান্তরে নিয়োজিত হইয়া, আবশ্যক মতে নির্দোষ আমোদ-  
প্রমোদের দ্বারা,—শারীরিক ব্যায়াম প্রভৃতির দ্বারা, মানসিক  
ও শারীরিক ক্লান্তি দূর করিয়া—শরীরে ও মনে নবীন উদ্যমে  
কন্ম-শীলতার প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া থাকেন । এ সম্বন্ধে, সকল  
বিষয়, কার্যক্ষেত্রে, সাধকের উপস্থিত-বুদ্ধির—প্রভূত্বপন্নমতির উপর  
নির্ভর করে । সাধনার প্রকৃত রহস্য এই যে, জীবনে যে লক্ষ্য আশ্রয়  
করিয়া সাধন-মার্গে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, আবশ্যকানুযায়ী, মাঝে মাঝে  
লক্ষ্যপথেই বিশ্রাম করিয়া, তুল্য জ্যে বিয় সন্দর্শনে দুঃখনারমান না  
হইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, স্বীয় লক্ষ্যের—অতীষ্ট দেবতার দেবায়তনে  
পহুঁছিয়া, মন্দির-ভাবে, শরীরিক ও মানসিক সমগ্র শক্তি সুহঁকারে  
পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতে হইবে । আঘাতের পর আঘাত. —তার  
পরেও আঘাত, তাহার পর—গৌরব-দীপ্তি-প্রদীপ্তা সিদ্ধেশ্বরীর  
সুবর্ণ-মন্দিরের হিরণ্ময় দ্বার উদঘাটিত, এবং অমিতৈশ্বর্যশালিনী  
বিজয়-স্ত্রীর আশীর্বাদে সাধকের কণ্ঠ বিবৃত্ত হইবে,—সাধনা পূর্ণ  
হইবে ;—বিজয়-লক্ষ্যের করুণা-কটাক্ষের জ্যোতিষ্ময় প্রবাহ সম্প্রাতে  
সাধকের হৃৎপিণ্ডের ঘনীভূত তমোরাশি বিলয় প্রাপ্ত হইবে ।



## একাদশ অধ্যায় ।

### সাধনার পথে ।

জ্ঞান, ধন, বা অন্য কোনও লক্ষ্য উপলক্ষে সাধনারস্ত করিয়া কৃতকার্য হইতে হইলে, সাধকের অন্তরস্থ অনমুভূত স্বাভাবিক গুণালোক প্রদীপ্ত করতঃ—গন্তব্য-মার্গ আলোকিত করিয়া, তাহার সাঙ্গাঘো সাধকে গমন করিতে হইবে। ইহার জন্ত তাঁহাকে বাহিরে বাইতে হইবে না। সে আলোক প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়াভ্যন্তরে অস্পষ্ট অবস্থায় ভগবদেচ্ছায় সংরক্ষিত আছে। কেবল তাহার নির্মলতা ও বিকাশ সাধনার প্রয়োজন। আর্জব, সচ্চরিত্রতা, মাৎস্যশৃঙ্খতা, সত্য, দম, তিত্তিকা প্রভৃতি ব্রহ্মস্বয় পরিচায়ক নানা বর্ণে অল্পরঞ্জিত সেই পবিত্র হৃদয়-জ্যোতিঃ অন্তরস্থ হইতে সঙ্গুণাবলিরূপে সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত করিতে হইবে। ঈশ্বর্য, অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষতা সাধন অবশ্য করণীয়। সাধনার বস্ত্রে চলিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রান্তির আবেশে শীঘ্রকে বখন পথিমধ্যে বসিয়া পড়িতে হয়,—প্রত্যাবর্তনের কথা বাস্তব মনে পড়ে, বিকলতার অন্ধতায় যাতনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তখন বন্ধুবর্গের আশ্বাস-বাণী, অথবা কৃতার্থমন্য সাধকের

সদৃষ্টান্ত—অতীব সাহায্য করিয়া থাকে। অভ্যন্তরীণ হিমগিরি-  
শিখরে অধিষ্ঠিত ভগবান্ বজ্রিনারায়ণের দর্শন কামনায় কত তীর্থ-  
যাত্রী যাত্রা করিতেছে! সেই প্রস্তর-খণ্ড-সমাচ্ছন্ন হৃগম ও বন্ধুর বন্ধে  
জিগ্মিস্যু কোন কোন যাত্রী যখন পথপ্রান্তে ক্লান্ত কলেবরে উপত্যকা  
নিম্নেদৃষ্টিপাত করে, তখন তাহার সর্ব্বাক্ষ শিহরিয়া উঠে! ক্রমোন্নত-  
শিখর-পরম্পরা-ঝরঝর যাত্রিক কাম্পিত চরণে গমনে অন্তর হইয়া  
বসিয়া পড়ে,—প্রত্যাবর্তনের আশায় ভ্রূশঃ পশ্চাতে নিরীক্ষণ  
করিতে থাকে,—তখন অপর বলবান্ ও শ্রমসহিষ্ণু তীর্থসেবীরা  
বজ্রিনারায়ণ সন্দর্শনে ধৃত হইয়া আনন্দিত চিত্তে সেই উচ্চাচ অজি  
পথে ফিরিয়া, শ্রান্তিক্ষাণ মানমুখ যাত্রীর নিকটে আসিয়া,—দলে  
দলে,—“জয় বজ্রিনারায়ণজী ক জয়”।—বলিয়া একত্রে সমকণ্ঠে  
বধন তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, তখন সেই শব্দ,—  
ধূল্যাবলুষ্ঠিত পরিপ্রান্ত যাত্রীব অবসর চিত্তে নিকরপ্রায় উৎসাহান্বিত  
সদৃষ্টিপাত করে। তখনই সেই রুগ্মদেহা বিকলচিত্ত তীর্থযাত্রী নব  
বলে বলীয়ান্,—নবীন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া,—দেবদর্শনে নবন-  
মন সাথক কবিবার বাসনায়,—পাবত্রিক-মঙ্গল-কামনায় স্বীয়পদে  
ভর দিয়া দণ্ডায়মান হয়,—আবার দ্রুতপদ-সঞ্চারে, অতটে—বন্ধুর  
লক্ষ্যপথে চলিতে থাকে।

• জ্ঞানার্জন বা ধনার্জনের সাধনার পথে সাধক যখন অত্যধিক  
পরিশ্রমে বিবাদগ্রস্ত বা ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন, তিনি, তাহার  
সাধন মার্গেব পূর্ব্ববর্তী পূর্ণকাম সাধকবৃন্দের জীবনেন্তিহাস  
পর্যালোচনায় সিদ্ধিলাভেব পবিচয় প্রাপ্ত হইয়া, আপনার বিয়্যাদা-  
কারময় হৃদয়-কন্দরে উৎসাহরূপবস্তি প্রজ্জলিত করিয়া তাহার  
আলোকে, দ্বিগুণ অধ্যবসায়ের সহিত লক্ষ্যান্তিমুখে গমন করিতে



আবার সমর্থ হইয়া থাকেন। যেন মনে থাকে সেই উৎসাহ-  
বহি কৰ্ম্মশালার সহিত কতিন দাখা-বিরোধলগ্নেও সংঘর্ষণ কলে  
কুর্ম্ম সাধকের অন্তরে। উৎপাদিত হয়। সন্মুখে নামক জনৈক  
দৌৰ্ভাগিনের—বালাকালে—আর্মোরকার নিউইয়র্ক নগরীতে কোনও  
শকট নির্মাণের কৰ্ম্মশালার শিক্ষানবীসের কার্য্য করিত। সেই  
সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হইল। বিপদার্ধ বালক অর্থন-বসনের-  
চিন্তায় অস্থির হইয়া নিরাশ-চাহনিতে একবার সেই বহুজনা-কীর্ণ  
পুরুষকারের বঙ্গভূমি নিউইয়র্কনগরীর সৌধমাণার দিকে চাহিল।  
শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের,—অনাঢ্যসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ভ্যাণ্ডাবিল,  
জন বক্কেলাব প্রভৃতি যে সকল স্বনামধন্য পুরুষ অধাবিসার  
ও পুরুষকার বলে—সাধনাব দ্বারা—দুর্ভাগ্যকে তিরস্কার  
করিয়া স্নেহভাগ্যের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন,  
তাহাদের রাজপ্রাসাদোপম হর্ম্মরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া  
চীর-বসন-পরিহিত সল এলে মনোহরা অলকার সুদৃশ্য বস্তু-  
পাশ্বে উপবিষ্ট হইয়া সেই সকল ক্রোড়পতির জীবন কাহিনী  
শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই রূপ সাধনার দ্বারা তাহাব পক্ষে  
ভাগ্যলক্ষ্মীর রূপালাভ সম্ভবপর কিনা, তাহা একবার বিচার  
করিয়া দেখিল। পরিশেষে, এলে আপন মনে পর্যালোচনাব পর  
এঃরূপ স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, যে,—উন্নতিব দ্বার সকলের  
পক্ষেই উন্মুক্ত হওয়া সম্ভবপর। যিনিই চেষ্টা করিবেন,—সাধনা  
করিবেন, তিনিই কমলাযু রূপালাভে অধিকারী। কেবল নিশ্চেষ্ট—  
অধাবিসারপূর্ণ ব্যক্তির তথায় প্রবেশের অধিকার নাই। এখন,  
তাহার অশান্তির লীলা-নির্কটন—রুদ্ধ-অশান-প্রার—নিরানন্-  
নিরাশা-ভ্রমসাক্ষর হৃদয়ে শান্তি-সাগর-শীকর-পরিবাহী শান্ত-

সমীরণ প্রবাহিত হইল। এলে, যেন কি এক সুবুণ্ডি হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া, প্রবোধিত মনে—প্রবুদ্ধ নয়নে দর্শন করিলেন,—সহস্রদীপ্তি তুষাঙ্গতির সমুজ্জল কিরণ সম্প্রাপ্তে বনাক-কারাবৃত বৃহদাটবী মধ্যে প্রতানিনী-শঙ্কর-ন্যগ্রোধচ্ছায়া ভলে হিংস্র স্বাপন সন্দর্শনে অসহায় কিন্তু সাহসী পরিব্রাজক যেরূপ সতর্কতার সহিত সেই বনস্থলী অতিক্রম করেন সলঙ দেখিলেন অপূর্ণ যৌবনে তাঁহার ছন্দসারগ্যানী মধ্যে বলশালী হিংস্র অরণ্য-সদৃশ প্রবল মনুষ্যবৈর বিরোধিনী মনোবৃত্তিরাজী,—রূপভৃঙ্গা, পরশ্রীকান্তরতা, পরাবর্দ্ধন স্পৃহা প্রভৃতি অতিশয় প্রবল। কঠিন সাম্য-মন্ত্র-মুখরিত-নয়ন-মনোমোহন-বিচিত্র-হস্ত্যরাজি পরিশোভনা নিউইয়র্কনগরী আপাতরম্য-পরিণামাণ্ডভ বিলাস-বাসনেপূর্ণ; কৃষ্ণকর্ণা মানবতঁমুখারী পিণাচন্দ্র অসতর্ক-যুবকবৃন্দকে মনুষ্যবৈর পরিপন্থি বস্ত্রে আকর্ষণ করিবার জন্য সহচররূপে আলিঙ্গন দানে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত রহিয়াছে। এতদিন বহুরূপে সম্ভাবণ করিয়া বাহাদের প্রতি এলে আকৃষ্ট ছিলেন, তাহার অনেককেই কবুর-প্রকৃতি-সম্পন্ন। সাবধানে সে সকল সংশয় হইতে দূরে থাকিয়া, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিয়া পবিত্রচরিত্র এলে সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হইলেন।

• তখন চৌরধারী সারনিক সল এলে পথিপার্শ্বে বসিয়াই স্বীয় ভ্রাম্যশ্রাচ্ছন্ন হৃদয়ে উৎসাহসেব অগ্নি উদ্দীপিত করিয়া স্বীয় হৃদশার মোচনকল্পে দৃঢ়-চিত্ত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—হয় ধনার্জন করিয়া আপনার দারিদ্র-জ্বঃখ-হৃদশা বিদূরিত করিব,—নতুবা সাধন-ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিব। কীরবসনপরিহিত সল এলে শিক্ষানবিশের কার্য্যে নিত্য নিয়মিতকাল শ্রম করিয়া,—

অবকাশ কালে অল্প পরিচর্য করিয়া,—ক্রমে অবলম্বন করতঃ তদ্বারা ভ্রোচিহ্ন পরিচ্ছন্ন করিয়া পরিধান করিতে সমর্থ হইলেন। দরিদ্র প্রমত্তবী এক্ষণে বেশ বৃষ্টিতে পানিলেন তাহার পক্ষেও যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করা অসম্ভব নহে। ধীরে ধীরে তাহার স্বাস্থ্যে উন্নতি লাভের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণরাশি বিকসিত ও প্রবর্দ্ধিত হইল। সেই তরুণ বয়স্ক বালক,—ক্রমে যৌবনে পরিণত করিয়া, অবিচলিত চিন্তে,—বিপুল উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত—সাধনা করিতে লাগিলেন। তাহার লক্ষ্য পূর্বেই স্থির হইয়াছিল। এক্ষণে সাধনা দৃঢ়তার সহিত অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল,—লক্ষ্যও ক্রমে সমীপবর্তী হইল। মধিহার-ভূষণা পঙ্কজ-শোভা-মোচন-মোচনা ইন্দীবরাসনা কমলার কমল-নির্মাল্য-মল-পরিমুক্ত-পবিত্রগন্ধসম্পৃক্ত সন্ধ্যোপ্পর্শে—ক্রতপদ সঞ্চারে দেবীর রোম-মন্দির-দ্বারে উপনীত হইরা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সল এলে, ভাগ্যলক্ষীর আশীর্বাদ লাভ করিলেন। কঠোর-সাধনার সিদ্ধিলাভ হইল। যৌবনের সীমা অতিক্রান্ত না হইতেই, লীলাসরী কর্মদেবীর রক্তভূমি,—কমলার ক্রীড়া নিকেতন আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যের প্রেষ্ঠা নগরী নিউইয়র্কের মধ্যে, অনাচ্য সল এলে,—চরিত্রগুণে এবং সাধনার বলে—আচ্য হইরা ধনাচ্য বশিক-সমাজে আসন লাভ করিলেন।

প্রাচ্যাত্ম-দেশবাসী জনৈক ধনবান ব্যক্তি কি উপায়ে আপনাকে দরিদ্রাবস্থা হইতে উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার পরিচর্য নিজেই এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন ;—“আমি যৌবনাবস্থায় দরিদ্র-রাক্ষসীর নিপীড়নে উদরারসংগ্রহে অসমর্থ হইরা, একদা এক মাল-গুদারি প্রবেশ করিয়া—তথায় একটি লিপিকারেয় আবৃত্তক আছে কি না—জিজ্ঞাসা করিলাম। কর্তৃক স্বরে ‘না’ এই শব্দ শ্রবণ

উচ্চারিত হইল । সকলেই নিম্নদৃষ্টে—হেঁট মুণ্ডে—বসে সেখানে দাঁড়াইয়া নিযুক্ত,—আমার প্রতি কেহই চাহিয়াও দেখিলেন না । তখন মল্লের ভাবিলাম, ইহাদের লেখনিকের প্রয়োজন না থাকিতে পারে, শ্রম-জীবীর আবশ্যক হরত হটলে হইতে পারে । কিন্তু তখন আমি কুল-বাবু সাজিয়া কেরাণী হইতে গিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তে শ্রমজীবী হইবার প্রার্থনা নিসদৃশ ! এ সময় প্রত্যাবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়স্কর । তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রত্যাগত হইলাম । পরদিন পরিচ্ছন্ন পরিবর্তন করিলাম,—মজুরের বেশ গ্রহণ করিয়া,—মজুর সাজিয়া বরাবর সেই গুদামে আবার প্রবেশ করিলাম । সেবারে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“সেখানে কোন দারবানের কার্য্য পাওয়া যায় কিনা ?” আবার জলদপ্রতিমদ্বনে উত্তর হইল,—“না” । হতাশ-হৃদয়ে তখনই বলিলাম,—“একটী মজুরের কাজ ? মহাপুরুষ । যে সামান্য বেতন দিবেন তাহাতেই আমি স্বীকৃত । বেতন আমার উদ্দেশ্য নহে । আমি কাজ চাই । জীবনটাকে আলোকে না কাটাইয়া কার্য্যে লাগাইতে চাই ।” শেষ কথা কয়টী তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল । তাঁহারা, মালের ঘরে—সামান্য বেতনে—মজুরের কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিলেন । মাহিরানা এতই সামান্য যে তাহাতে দিন চলা ভার ।

“মালপত্রের গুদামে অল্প দিন কার্য্য করিয়া তথাকার বহু কর্তাদেব মনস্তাটী করিতে কৃতকার্য্য হইলাম । সেই ঘরে যে সকল জিনিসপত্র নিত্য নষ্ট হইত, সেগুলি যত্ন করিয়া কুড়াইয়া একত্র করিয়া রাখিয়া দিতাম । আমার নিত্যকার্য্যের কিছুমাত্র ত্রুটি না করিয়া প্রতি দিন তাহা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম । একমাসে তাহা এত অধিক পরিমাণে জড় হইয়াছিল, যে, তাহার মূল্য আমার মাহিনার অপেক্ষা দশ গুণ অধিক হইল ! কতৃপক্ষ ইহা বুঝিলেন ।

আমার মনিবের ভাণ্ডারে যে সকল লোকজন মালপত্র চুরি করিত, তাহাদের হুকুম প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া, তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতাম। যাহারা 'ইহাতেও চুবি বন্ধ করিত না, কোনমতেই ভীত হইত না, তাহাদিগকে চুরির বামাল সহিত ধরাইয়া দিতাম। আমি কখনও দুই ঘণ্টার ছুটি চাহি নাই। ঘনিব যদি রাত্রী তিনটার সময় কোনও কাজ করিবার জন্য হুকুম করিতেন,—তাহা পালন করিতে কখনও বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, —সকলকে বাড়ী বাইতে বলিয়া, আমি তাহা সম্পাদন করিবার ভার স্বৈচ্ছায় গ্রহণ করিতাম। ভোরে যে সকল নৌকা ছাড়িয়া বাইত, তাহাতে আমি মজুরের দ্বারা মালপত্র বোঝাই দেওয়াইতাম, মজুরের অভাবে নিজে কাঁধে কবিতা কখন কখন সে সকল বহিতাম। অগ্নবস্ত্রের অভাব দূর করিবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ছিলাম, তাহা ক্রমে সাধনাব দ্বারা সিদ্ধি হইল। আমি, কার্য-তৎপৰতার গুণে, মনিবকে একরূপ বশীভূত করিয়াছিলাম, নিজেকে তাঁহার একরূপ অত্যাবগুক কর্মচারী করিয়া তুলিয়াছিলাম, যে, এক দণ্ডও আমাকে ত্যাগ করিলে তাঁহার চলিবার উপায় রহিল না। আমি যে দিকে না যাই, যে দিকে না পর্য্যবেক্ষণ করি, সে দিকেই তাঁহার অনুবিধা। ক্রমে আমার পদোন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। বড় হইতে আরও বড় কার্যে আমি উন্নীত হইতে লাগিলাম। তাঁর পর, সেই বিস্তৃত ব্যবসায় কার্যে—প্রধান অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। প্রভুর অর্থোপার্জন বর্দ্ধিত করিতে এবং সেই সঙ্গে স্বয়ং স্বত্ব সমৃদ্ধি উপভোগ করিতে সমর্থ হইলাম।”

উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি;—দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা, কর্তৃপক্ষের আজ্ঞাপালন, অদম্য অধ্যবসায়, এবং

সচ্চরিত্রতার গুণে নিরাশ্রয় দরিদ্র ব্যক্তি—শ্রমজীবীর কার্যে নিযুক্ত হইয়া,—কর্তব্য সম্পাদনে প্রভুকে তুষ্ট করিয়া—বিত্তশালী হইয়াছেন । সাধারণ যে কোনও দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তি, এই সকল সদৃষ্টান্তের যথা রীতি অনুসরণ করিয়া, দারিদ্র্য-রাক্ষসীর বিকটোষ্ঠে শতযুথীর চুষন দানে তাহাকে শিষ্ট করিয়া স্বীয় ভাগ্য-মন্দিরের পুরোবার হইতে বিদায় করিতে সমর্থ । উপরোক্ত ব্যক্তি ধনার্জন-করে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া,—হৃদয়ে প্রভুত বল, অসীম উৎসাহ, ও প্রচুর অধ্যবসায়কে সহায় করিয়া,—কপর্দক-শূন্য অবস্থায়,—সাধনার ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতে—কর্মক্ষেত্রের সন্ধান করিতে করিতে—সেই ধনবানের কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—প্রবেশমাত্র রুম্বকণ্ঠে বিভাড়িত হইয়াও প্রতিভার বলে বুঝিতে পারিলেন,—ইহাই তাঁহার সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র । সেখানেই তাঁহাকে আশ্রয় লইতে হইবে, সেই স্থানেই স্বীয় সাধনের আসন বিস্তৃত করিয়া তত্পরি উপবিষ্ট হইয়া সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে । সাধনারন্তে,—চিরন্তন বিধিক্রমে, প্রতিবন্ধের অভ্যুদয় অনিবার্য্য ! এই সাধকের পক্ষেও সে রীতির ব্যতিক্রম ঘটিল না !—সম্মুখে ভীষণ সমস্তা !—দারিদ্র্য-রাক্ষসী কঁবাল বদন বাদান করতঃ সাধককে, তদীয় আত্মীয় পরিজনগণকে সকলকেই গ্রাস করিতে আসিতেছে ! এদিকে স্বয়ং ভদ্রবংশোদ্ভব, তাঁহাকে রাজবৃত্ত আশ্রয় করিতে হইবে ; সমাজে হীন-বৃত্তি নিন্দনীয় । ক্ষতরাং,—অন্ততঃপক্ষে মসিপণোর কার্য্যই অবলম্বনীয় ইহা তিনি স্থির করিলেন । তাহাও ঘটিল না,—হুর্ভাগ্য রাক্ষসীর ক্রকুট-কুটিল-কটাক্ষে সে আশা-বিলুপ্ত হইল ! নিকৃৎসাহের লেশমাত্র নাই ! প্রতিভার এবার আর একটু ক্ষুণ্ণ হইল । তিনি প্রমিতি-সংক্ষেপে বুঝিলেন, আরও হীন-কর্ম্মাশ্রয়ে ব্যবসিত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাঁহাকে

প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইবে। স্থির-সংকল্প-সম্পন্ন-কর্মী, প্রতিহারীর-কর্ম গ্রহণ স্থিরতর করিয়া তাহাই প্রার্থনা করিলেন। সে প্রার্থনায়ও কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করিলেন না! তৎপরে,—বাক্চাতুর্য্যে সরলতার আভাস দিয়া—শ্রমজীবীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, ক্রমে, তিনি সেই বণিকাগারের সর্ব্ব বিভাগে স্বীয় কর্ম্মনৈপুণ্য-প্রদর্শনে কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের একরূপ প্রমিতি জন্মিল, যে, সেই অধস্তন কর্ম্মচারীর কার্য্যাত্যাগে তাঁহাদের কার্য্যালয়ের সমুহ ক্ষতি হইতে পারে। পরিশেষে তিনিই অধ্যক্ষের পদ লাভ করিলেন। এই চরিত্রটীর মধ্যে যে শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে,—বিচার করিতে হইবে, এবং মসিজীবীর কর্ম্মে জীবিকার্জন-প্রয়াসী বঙ্গের শিক্ষিত দরিদ্র যুবকগণের মধ্যে,—আবশ্যক মতে—কোন কোন যুবককে গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু, একরূপ স্থলে, পাঠকের মনে এমত সংশয়াত্মক প্রশ্ন উদিত হইতে পারে, যে, সল এলে উন্নতিশালী আমেরিকান জাতি। তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্র সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধ্বজ-পতাকা-পরিশোভিত-শীর্ষ ক্রৌড়াগারের সীমার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বাঙ্গালী দরিদ্র-সাধকের পক্ষে, সেরূপ অবস্থায় পদ্মাশ্রমীর আশীর্বাদ-লাভ হয়ত অসম্ভব। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরাজ আমেরিকানের দ্বায়ু-মজ্জা, শিরা-ধমনী, অস্থি-মাংস বাঙ্গালী দেহের দ্বায়ু-মজ্জা ইত্যাদি হইতে কোন মতে ভিন্ন প্রকৃতির নহে। ভারত-ভূমি চিরদিনই দেবানুগৃহীত। সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বার্থসাধিকা কমলার বাসভূমিনই এই ভারতভূমি! যতুপি বঙ্গবাসীর কর্ম্মানুসারে নৃদৈন্ত সম্মুখে সংস্থাপিত রাখিয়া, কোনও বাঙ্গালী কর্ম্মবীর, বঙ্গের

জাতীয় ইতিহাসে আত্ম-প্রতিষ্ঠার চিত্র অঙ্কিত করিতে কামনা করেন, আমরা তাঁহার জন্ত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এক বাঙ্গালী কন্নিষ্ঠ সাধকের জীবন-কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতার উপকণ্ঠে, বলরাম সরকারের গুঁরসে রামজুলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। গ্রামের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের কাৰ্য্য করিয়া তিনি অতি ক্লেশে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেন। পাঠশালার ছাত্রেরা আর্থিক বেতনের বিনিময়ে তাঁহাকে ধাতু কলাই ইত্যাদি সাময়িক শস্ত দান করিয়া বিড়াভ্যাস করিত। তাহাতেও তাঁহার সংকুলান হইত না। একারণ, তিনি, সপ্তাহে দুই এক বার পশু-খাত্ত তুণাদি গো-শকটে বোঝাই দিয়া কলিকাতার সहरতলীতে বিক্রয় করিয়া আসিতেন। তিনি, গৃহে,—অবকাশ কালে,—পাট হইতে স্বহস্তে রজ্জু প্রস্তুত করিয়াও বিক্রয় করিতেন।

এত দুঃখের সংসারে একটি অভিনব দুঃখ—দুৰ্য্যোগ সংঘটিত হইল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর আত্ম-কানন-সংলগ্ন প্রশস্ত ক্ষেত্রে ইংরাজ-বক্রধিনী বিজয়িনী হইলেও, ইংরাজসাংঘাতিকসম্মত তখনও রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই। তখনও মুসলমান নবাবের দ্বারা বঙ্গের শাসনকাৰ্য্য নির্বাহিত হইতেছিল। পলাশীর রণক্ষেত্র হইতে প্রদ্রুত,—নবাব সিরাজের—বুভুক্ষিত সৈন্যগণের মধ্যে অনেকে কলিকাতার সন্নিহিত পল্লিসমূহে মধ্যে মধ্যে পল্লিবাসীদের ধন-রত্ন ও আহাৰ্য্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিত। প্রাণভয়ে গ্রামবাসীরা দূরদেশে পলায়ন করিতেছিল। গ্রাম্য শিক্ষক বলরাম সরকারও, সেই দুৰ্দ্ধিনে পরিত্রাণ লাভের বাসনায় আপন্ন-সত্ত্ব সহধর্ম্মিনীকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন কালে,—পশ্চিমধ্যে—পরিশ্রান্তা ভীতিনিপীড়িতা ভার্যা একটি পুত্র-



সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। সেই গুত্রই আমাদের এই প্রবন্ধ-  
বর্ণিত রামচুলাল সরকার।

শৈশবেই রামচুলালের মাতাপিতা তাঁহার হস্তে ছইটি অপোগণ্ড  
সন্তানের ভারার্ণ করিয়া ইহলোক ছইতে বিদায় গ্রহণ  
করেন। তখন রামচুলাল, সেই কোমারাবস্থায়, নিরাশ্রয় হইয়া,—  
অনাথের বেশে—শিশু ভ্রাতা ও ভগিনীর হস্ত ধারণ করিয়া কলি-  
কাতার অতিবৃদ্ধ নিতাস্তদয়িত্র মাতামহের আলয়ে আশ্রয়-  
গ্রহণাশয়ে উপনীত হইলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতামহী হাটখোলার  
প্রখ্যাত-বণ্টক—দত্তবংশের কুলপ্রদীপ—মদনমোহন দত্তের অন্তঃপুরে  
পাচিকার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বাক্যবিত্তাস ও মাধুর্য্যময়  
অত্নাত্ত শুণে পুরমহিলারা সজ্জা হইয়া বৃদ্ধার দৌহিত্র  
রামচুলালকে দত্তবাটীতে স্থানদান করিলেন। দত্তবালকদিগের  
শিক্ষা দানের জন্য যিনি গৃহশিক্ষক ছিলেন, তিনি, যখন তাঁহার  
ছাত্রবর্গকে শিক্ষা দিতেন, সেই সময়, কর্তার আদেশে,  
রামচুলালকেও স্বীয় ছাত্রমধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহাকেও শিক্ষা দান  
করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কালে, পুস্তক পাঠ অপেক্ষা  
বাচনিক শিক্ষা এবং হস্তলিপির উপর লোকের অধিক দৃষ্টি ছিল।  
তখন তালপত্র ও কদলী-পত্রে বালকদিগকে প্রথমে লিখিতে হইত।  
রামচুলাল দত্তবালকদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক পত্র দৈনিক  
লিখিয়া শেষ করিতেন। মাতামহীকে কদলী বা তালপত্র ক্রয়  
করিয়া দিবার কথা বলিলে, পাছে অর্থাভাবে, তাঁহার মনে বেদনা  
জন্মে, এমন্য তিনি কিছু প্রকাশ করিতেন না। দত্তমহাশয় বাসস্থান  
দিগ্বাঞ্জন,—আহার ও বস্ত্র দানে যথেষ্ট উপকার করিতেছেন।  
এমত অবস্থায় তাঁহাকে পাতার অভাবের কথা বলাও তাঁহার

কর্তব্য বলিয়া মনে হইল না। তিনি,—সেই শৈশব-কৌশল-সঙ্গমেই আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া, প্রতি দিন আহারের পর, দ্বিপ্রহরে—গ্রীষ্মের মার্জিততাপে, ও শীতের সমীর হিল্লোলে জাহ্নবীর \* উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া, আপনার এবং দত্তবালকদিগের লিখিত পত্রগুলি ধৌত ও পরিস্কৃত করিয়া গৃহে আনিয়া সেই পত্রগুলিতেই লিখিতে লাগিলেন।

দত্তমহাশয়ের সুবিস্তৃত ব্যবসায়সংস্রবে, অনেক ইউরোপীয় বণিকের সহিত ইংরাজী ভাষায় কথোপকথনের ও পত্র-ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। একজন শিক্ষক মহাশয় ছাত্রবর্গকে ইংরাজী শিখাইতেন। ধনী দত্তবালকদিগের অপেক্ষা দরিদ্র-সন্তান রামহুলালের শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ অধিক থাকায়. রামহুলাল সর্বাপেক্ষা ইংরাজী অধিক শিক্ষা কুরিলেন। তাঁহার হস্তনিপিও সুন্দর হইল। তিনি, ষোড়শ বর্ষ বয়সে, মদনমোহনের কার্যালয়ে একজন শিক্ষানবীশ কন্সটার্ট নিযুক্ত হইলেন। একদা, তিনি, দত্তবাটী হইতে কার্যালয়ে গমনোদ্দেশে বহির্গত হইয়া, পথি মধ্যে প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টিতে ক্লান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া আপনার শয্যায় নিদ্রাভিভূত হইলেন। দত্ত মহাশয় তাঁহার চরিত্রগুণে ও কার্যাত্মপরতা সন্দর্শনে তাঁহাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। সেই দিবস মদনমোহন দ্বিপ্রহরে তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া, জাগ্রত করিয়া বলিলেন,—“বৎস রামহুলাল ! তোমার কি কোনও অসুখ হইয়াছে ?” যুবক প্রভু সমীপে সত্য ঘটনা নিবেদন করিলেন। তখন দত্তমহাশয় ঈর্ষৎ বিরক্ত চিত্তে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, “রামহুলাল ! ঝড় ও রোদ্রে বাহির হইতে না পারিলে তুমি কার্য্য করিতে পারিবে না। ভাগ হইলে তোমার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিবে কিরূপে ?”

সভ্যলব্ধ মুখক সত্যের অপলাপ করিলেই সে বাত্মা তিরস্কার হইতে অধ্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু, তাঁহার যৌবনোন্মেষণের সহিত তদীর গুণ গরিমার বিকাশ হইয়াছিল। তিনি বুঝিলেন, তিনি যে অস্ত্রার কার্য্য করিয়াছেন তাহা আলস্যের ফল মাত্র। সেজন্য প্রভুর তিরস্কার তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক। ক্রমে তিনি পঞ্চ মুদ্রা বেতনে বিল-সরকারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বালাকাল হইতে শারীরিক পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত থাকার রামজ্বালালের শরীরে বিলক্ষণ সামর্থ্য জন্মিয়াছিল। রোজ, নুষ্টি, ঝটিকা ও শীত সহ্য করিয়া তাঁহাকে প্রত্যহ কলিকাতা হইতে দশ, পনের মাইল দূরবর্তী টিটেগড়, বারাকপুর, দমদমা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া,—প্রাপ্য অর্থ আদায় করতঃ,—সেই দিবসেই—সন্ধ্যাকালে প্রভুর কার্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই টাকা জমা দিতে হইত। প্রভুর কার্য্য আপন কার্য্যের ন্যায় মনে করার অধিক পরিশ্রমের জন্ত তাঁহার বিরক্তি জন্মিত না। বহু দিবস পরিশ্রম করিয়া, তিনি, এক শত মুদ্রা সংগ্রহ করতঃ এক জন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে সেই অর্থ ঋণ দিয়াছিলেন। তাহা হইতে মাসে মাসে যাহা কিছু কুশীদ রূপে প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই—গ্রাসাচ্ছাদনের সাহায্য-কল্পে মাতামহের হস্তে প্রদান করিতেন। কোন কোন মাসে,—মাতামহের ক্রোশাধিক্য দর্শনে—মাসিক বেতন হইতেও তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইত।

বিল-সরকারের পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতে তাঁহাকে অনেকবার অনেক প্রকার বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার পদস্থ কার্য্য বিপজ্জনক, ইহা বিশেষরূপে জ্ঞানসন্মত করিয়াও তাহা

ত্যাগ করেন নাই । এক দিন, দম্ভদম্ভ কোন সৈনিক গুরুবৈষ্ণব নিকট কিছু অধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়া, তথা হইতে বহির্গত হইতে তাঁহার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল । পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে গাঢ়তর অন্ধকারে ভূঁবন পূর্ণ হইয়া গেল । আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না । রামচন্দ্রলাল, স্বীয় বিপন্ন জীবনের কথা বিস্মৃত হইয়া, প্রভুর অর্থ রক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন । তিনি ভাবিলেন, এই প্রচুর অর্থ লইয়া কোন গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় লইলে, গৃহবাসীরা সমুদয় অর্থ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারে । অরণ্যমধ্যবর্তী এই পথি মধ্যে হিংস্র জন্তুর আক্রমণে স্বীয় জীবন অধিকতর বিপন্ন হওয়া সম্ভবপর । কিন্তু, প্রভুর অর্থ রক্ষাই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য কার্য্য । তিনি তখন বেশ পরিবর্তন করিয়া,—জৈনক দরিদ্র সারণিকের বেশে—অর্থপূর্ণ থলিটি বস্ত্রাবৃত করিয়া শিরোনদেশে উপাধানরূপে রক্ষা করিয়া পথি পার্শ্বে এক বৃক্ষতলে শয়ন করতঃ জাগরণে সারা রজনী অতিবাহিত করিলেন । পর দিবস প্রত্যুষে, তিনি, প্রভু সমীপে উপস্থিত হইয়া, সকল অর্থ সম্মুখে রাখিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন ।

আমেরিকান কর্ম্মবীর সল এলের ন্যায় রামচন্দ্রলাল কর্ণে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিবার গুপ্ত-রহস্য অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন । \* সেই গুপ্ত-রহস্য—স্বীয় চরিত্রবল প্রদর্শন, প্রভুর কার্য্য আপন কার্য্যের মত মনে করিয়া কার্য্যালয় সংক্রান্ত সকল বিভাগের ভূমিঃ পরিদর্শন করিবার ফলে অভিজ্ঞতা লাভ, এবং তৎসংক্রমে আন্তরিক যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ও সভ্যপারায়ণতার দ্বারা প্রভুর তুষ্টি ও ইষ্ট সম্পাদন ! রামচন্দ্রলাল, সেই কার্য্যালয়ে,—বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া—সকল বিভাগেই কর্ম্মসাধনে সাহায্য দানে সমর্থ

হইয়াছিলেন। এক দিনের জন্ত তিনি অল্পপস্থিত হইলে দত্তমহাশয় স্বীয় কার্যালয়ের সকল বিভাগেই যেন কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে মনে করিতেন। রামচুলাল, প্রভুর কার্যসাধনোদ্দেশে গমন করিয়া কত দিন কত প্রকার বিপদই পতিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে তরগীতে আরোহণ করিয়া গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে যাতায়াত করতঃ বিলাতী জাহাজের নাবিকগণেব সহিত সাক্ষাৎকরিয়া কার্যনির্বাহ করিয়া আসিতে হইত। একদা নীলাম্বরী সুরধুনীর চঞ্চল-তরঙ্গ-শিরে তদীয় তরগী নৃত্যপরা হইয়া, দৈবক্রমে—ঝটিকাবর্তে ভলময়া হইলে, তিনি অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া বহুকণ সস্তরগণের পর থিদিরপুরে কূল প্রাপ্ত হইয়া প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিনি, জাহাজে ইউরোপীয় নাবিকবর্গের সহিত কার্য সম্বন্ধে সরল ভাবে কথাবার্তার এক্রপে তাঁহাদিগের সম্ভাষণ বিধান করিতেন, যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি যখন কার্য-বাপদেশে দত্তমহাশয়ের কার্যালয়ে আসিতেন, তখনই তিনি রামচুলালের কার্যতৎপত্তার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। ইহার পূর্বে যে সকল কর্মচারী জাহাজে কার্য করিতে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অকৃতকার্য হইয়া, এবং কেহবা কোন দৃষ্টচরিত্র নাবিকের নিকট হইতে মুঠ্যাঘাত লাভ করিয়া কার্যালয়ে প্রত্যাঘর্ষন করতঃ শাস্ত্রনয়নে প্রভু সমীপে দুঃখের বার্তা নিবেদন করিতেন। জাহাজে নাবিকগণের সহিত অনেক কর্মচারী ইংরাজীতে কথা কহিতে পারিতেন না। কিন্তু, রামচুলালের সহিত ইংরাজীতে কথা বার্তার তাঁহারা এতদূর সম্ভাষণ লাভ করিতেন, যে, অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত ইউরোপের ব্যবসায় সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে

আলোচনা করিতেন, তাঁহাকে ব্যবসায় কার্য সম্বন্ধে বহুবিধ সন্ধান ও উপদেশ দান করিতেন । তৎকালে টালার নীলাম-গৃহে গজা-গর্ভে নিমজ্জিত জাহাজ সমূহের নীলাম হইত । ইংরাজ নাবিকেরা, দেখায়,—গরুচ্ছলে—সেই সকল নিমজ্জিত জাহাজের মধ্যে কোন্ জাহাজ খানি কোন্ দেশের কোন্ বন্দর হইতে কিরূপ মাল-পত্র লইয়া যাত্রা করিয়াছিল সে সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেন । টালার নীলাম-গৃহে দত্তমহাশয়ের পক্ষ হইতে যে দিবস রামতুলাল জলমগ্ন জাহাজ ক্রয় করিতেন, সে দিবস, উক্ত কারণে, মদনমোহন অধিক লাভবান হইতেন ।

এক দিন, রামতুলালের হস্তে অনেকগুলি টাকা দিয়া, দত্তকুলোদ্বহ মদনমোহন তাঁহাকে এক খানি জাহাজের নীলাম ডাকিতে প্রেরণ করিলেন,—বহির্গত হইবার কালে, জাহাজ খানির নাম ও কত টাকা পর্য্যন্ত নীলাম ডাকিতে হইবে তাহা পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতে তিনি বিস্মৃত হইলেন না । রামতুলাল টালার নীলাম-গৃহে পৌছিষা মাত্র শুনিতে পাইলেন, অর্দ্ধদণ্ডমাত্র অতীত হইল প্রভু কর্তৃক নির্দিষ্ট জাহাজ খানি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ! তিনি কপোলে কর বিভ্রাস করতঃ তৎক্ষণাৎ গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন । কিছুক্ষণ পরে আর একখানি মগ্ন জাহাজের নীলাম আরম্ভ হইল । এই জলযান খানির বিষয়ে মাসাধিক-কাল-পূর্বে বিলাতী জাহাজের নাবিকগণের নিকট হইতে বিশেষ তথ্য তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তিনি চতুর্দিশ সহস্র মুদ্রা দিয়া সেই জলমগ্ন জাহাজ প্রভুর পক্ষ হইতে ক্রয় করিলেন ।

ইহার মধ্যে বাতচক্রবিক্ষুব্ধ বহ্নিফুলিঙ্গের জ্ঞায় নীলাম-গৃহের সংবাদনিচয় কলিকাতার মহাজন এবং বণিকবৃন্দের কৰ্ম্ম-ক্ষেত্রনিবহে

লোকমুখে বিতরিত হইতে লাগিল। মদনমোহন যখন শুনিলেন, তদীয় ভৃত্য তন্নির্দিষ্ট জলময় জাহাজ ক্রয় করিতে না পারিয়া আপন ইচ্ছামত অন্য একখানি জাহাজ ক্রয় করিয়া লজ্জায় আর তাঁহার নিকট আসিতে পারিতেছে না, তখন তিনি বিরক্ত চিত্তে কহিলেন,—  
“আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি সে জাহাজ রামচন্দ্র লাল যেখানে পারে বিক্রয় করিয়া আমার চৌদ হাজার টাকা আমার আনিয়া দিবে। আমি কিছুতেই সে জাহাজ গ্রহণ করিব না।”

এ দিকে, রামচন্দ্র লাল, প্রভুর বিনামূল্যে সেই জাহাজ ক্রয় করিয়া, মূল্যে টাকা পরিশোধ করিয়া—হুস্ননামান হইয়া—নীলাম-গৃহের বহির্দ্বারে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। কেবল, তিনি, স্বগত কহিলেন, যদি ইংরাজ নাবিকদিগের কথা যথার্থ না হয়,—তবে কি উপায় হইবে? আমি কি প্রভুর সর্বনাশ করিলাম? হায় ভগবান্! তুমি কি এ হতভাগ্যের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবে না?” রামচন্দ্র লাল স্বীয় বিবাদ-কালিমা-ব্যাপ্ত মুখখানি তুলিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া মাত্র দেখিলেন, এক জন ইংরাজ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি কহিলেন,—  
“আপনি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আমি অগ্রমনস্ক থাকায় আপনার কথা শুনিতে পাই নাই।”

ইংরাজ ভদ্রলোকটি কহিলেন,—হাঁ, তোমার পক্ষে শুনিতে না পাইবারই কথা বটে। আমি একজন ইংরাজ বণিক্। তুমি তোমার মনিবের সর্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছ।

রামচন্দ্র লাল সাস্তর্ঘ্যে কহিলেন—কি সর্বনাশ করিলাম?

ইংরাজ বণিক্।—হাঁ, সর্বনাশ নহে তো কি? তোমার নাম রামচন্দ্র লাল সরকার, কেমন?

রামহুলাল আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন,—হাঁ ।

ইংরাজ বণিক ;—তবে আর সর্বনাশ ভিন্ন কি ? তুমি এই জলমগ্ন জাহাজ থানা ক্রয় করিয়া মনিবের চৌদ্দ হাজার টাকা একবারে জলমগ্ন করিয়া ফেলিয়াছ ।

তখন বাঙ্গালী যুবক ভীতিবিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন ;—তাহাতে আপনার কি সংশয় ?

ইংরাজ বণিক ;—সংশয় আছে বৈকি । আমি সেই জাহাজের সকল কথাই জানি । আমি তোমার এই জাহাজ থানা পাঁচ হাজার টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া তোমার বিপদের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারি ।

বাস্তালী যুবকের প্রাণে বল ঝঞ্চার হইতে লাগিল । তাঁহার প্রত্যাশাপন্নমতি তাঁহাকে যেন ইঙ্গিত করিল,—“সতর্ক হও !” ইংরাজ বণিক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রুষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলেন । তারপর মিষ্ট কথায় নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শনের সঙ্গে জাহাজের জন্য বর্দ্ধিত মূল্য দানে অঙ্গীকার ; ক্রমে ঋষ্ট তুষ্ট বহুবিধ বাক্য বিন্যাসেও যখন বাঙ্গালী বীর হৃদয় দমিত হইল না, তখন সেই পণ্যাজীব একলক্ষ চতুর্দশ সহস্র মুদ্রার একখানি ছত্তী রামহুলালের হস্তে অর্পণ করতঃ সেই জাহাজ থানি ক্রয় করিলেন । রামহুলাল ছত্তী ভাঙ্গাইয়া সমুদয় অর্থ লইয়া অশ্ব-শকটে করিয়া প্রভুর সমীপে আগমন করিবামাত্র, তিনি কহিলেন,—“রামহুলাল, আমি সকল কথা শুনিয়াছি । তুমি আমার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া যে জাহাজ কিনিয়াছ, তাহার লাভ লোকসানের ভাগী তুমি যেখান হইতে পার আমার চৌদ্দ হাজার টাকা আনিয়া আমাকে দেও । তুমি আমায় বৃথা সান্ত্বনা দিবার জন্য বাক্য প্রয়োগ করিও



না। অগ্রে আমার চৌক হাজার টাকা, তার পর তোমার কথা।”

ভূত্য রামহলাল তৎক্ষণাৎ এক লক্ষ চতুর্দশ সহস্র মুদ্রা প্রভু সমীপে স্থাপন করিয়া করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। দত্তমহাশয় সেই সুপৌরুষ অর্থ সন্দর্শনে নির্বাক হইয়া রহিলেন। বিশ্রুত ভূত্য সবিনয়ে সকল রহস্য নিবেদন করিলে ধর্ম্মাত্মা মদনমোহন বিখ্যাতী ভূত্যকে আলিঙ্গন করিয়া মধুর বচনে কহিলেন,—“বৎস রামহলাল! আমি যে বহুসংস্কারে তোমাকে এক দিন প্রতিপালন করিয়াছি, সমুদ্রোচ্চিত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়াছি, আজ তাহা সার্থক হইল। এ সকল ঘটনা আর কেহই অবগত নহে। তুমি অনার্য্যসে সত্যকথার অপগাপ করিয়া এই অর্থ স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারিতে। তাহা কর নাই, এ জন্য আমি তোমার প্রতি সান্ত্বনয় সঙ্কট হইয়াছি। ভগবান্ ও তোমার সত্যনিষ্ঠার জন্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভগবান্ প্রদত্ত লক্ষ মুদ্রা তোমার, আর এই চৌক হাজার টাকা, যাহা তোমাকে দিয়াছিলাম, তাহা আমি গ্রহণ করিলাম। অর্থলইয়া ইহার সদ্যবহার করিয়া, ধর্ম্মপথে থাকিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইবার জন্য যত্ন করিও। তখনও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতার \*রশ্মিমালা ভারতের অভ্যন্তরে বিলসিত হয় নাই। তথাপি সেই দিনে,—সায়ন্তন রবি অন্তগমনের পর,—যে পবিত্র শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতার দীপ্তিময়ী কৌমুদী যশোধন মদনমোহনের গৃহাভ্যন্তরে বিলসিত হইয়াছিল,—দশ মুদ্রা বেতনের অজ্ঞাতকুলশীল ভূত্যের কর্তব্য-বুদ্ধি-বিক্লুরিত-হৃদয় হইতে যে ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল তাহাতে বাল্যলী আতি ধল হইয়াছে।

রামহলাল সেই লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে দুই সহস্র মুদ্রা মূলধন স্থির করিয়া লইয়া, স্বয়ং একটি বাণিজ্যালয় সংস্থাপিত

করিলেন। আমাদের দেশে যে সকল কারণে যুবকগণ ব্যবসায়-  
কার্যে লিপ্ত হইয়া, উন্নতি লাভের পরিবর্তে, সর্বস্বান্ত হইয়া থাকেন,  
তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ কারণ এই যে,—প্রথমতঃ—যে  
বিষয় লইয়া কার্য আরম্ভ করা হয়, তাহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা  
লাভের প্রয়োজন তাঁহার অনুধাবন করিতে অসমর্থ। বিশ্ব-  
বিদ্যালয় হইতে লব্ধ—পুস্তকাস্তর্গত জ্ঞানকেই তাঁহারা যথেষ্ট মনে  
করিয়া থাকেন। কার্য-ক্ষেত্রে বহুশ্রম কার্য করিয়া সাক্ষাৎভাবে  
অভিজ্ঞতা—স্বাবহাবিক—জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন তাঁহার  
অনুভব করিতে পাবেন না। দ্বিতীয়তঃ,—অভিজ্ঞতা-শূন্য যুবকবৃন্দ  
সঞ্চিত সমুদয় অর্থট, নবান্ধিত কর্ম-ক্ষেত্রে ব্যয় করতঃ কার্যালয়ের  
প্রথম হইতে একভাবে বিস্তৃতি সাধন করিয়া থাকেন। তার  
পর,—অদূর ভবিষ্যতে,—যখন মূলধন পৰিবর্দ্ধনেব আবশ্যক হয়,  
তখন সেই অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারায় সমূলে বিনাশ  
ঘটে। তৃতীয়তঃ,—ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের সহিত ব্যবহারকালে,  
অভিনব কার্যক্ষেত্রে দীক্ষিত যুবকগণ,—বহুদর্শিতার অভাবেই  
বলিতে হইবে,—তাঁহাদিগকে বাকাদানের মূল্য, অপব্যয় সময়ে  
মূল্য বৃদ্ধিতে, এবং, তাঁহাদিগের অনুরে আপনাদিগের কার্য-  
প্রণালীর স্বাভাবিক স্থাপন করাইতে অসমর্থ হইয়া থাকেন।  
একক্ষেত্রে, কর্মবীর রামচন্দ্রলাল, মহাত্মা মদনমোহনেব বিস্তৃত-  
ব্যবসায়-সংস্ঠ-সর্ব-বিভাগে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া,—অষ্ট  
বছরই সহস্র মুদ্রা ভাণ্ডারে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য রক্ষা  
করিয়া,—কেবল দুই সহস্র মুদ্রা লইয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অবতরণ  
করিয়াছিলেন। প্রথমে কুদ্রাদপি কুদ্রাকার কর্ম-ক্ষেত্রে আগ্রহ  
করিয়া ক্রমে তাহার সাগরাস্রয়া-সমগ্র-ধরা-ব্যাপী পরিণাহ সংসাধন

করিয়াছিলেন। বীর কাৰ্যালয় সংস্থাপন করিয়া, রাহুল্লাল স্বয়ং একটি প্রতীচ্য প্রাঙ্গণে কাৰ্যালয়ে বসিয়া বিন বুদ্ধির কার্য করিয়া, সারাক্ষণে আপনাদেহে কাকপ্রাণী পর্যবেক্ষণ করিতেন। সেই বাণিজ্যসভার কাৰ্যালয়ের অংশভাৰ ইংরাজগণের জাতসারে বীর কাৰ্যালয় হইতে, তিনি, উক্ত কাৰ্যালয়ে মালপত্র সরবরাহ করিতেন। ক্রমে, তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যোগে,—কলিকাতার বাজারে—সেই বিলাতি বাণিজ্যসম্পদের সর্বত্র প্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং বণিকসম্প্রদায়ের প্রজ্ঞাতাজন হইয়াছিল।

সেই বিলাতি কাৰ্যালয়ের পক্ষ হইতে, শত শত, সহস্র সহস্র, কখন বা লক্ষাধিক টাকা মূল্যের পণ্য কলিকাতার বাজারে ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইলে, অন্যান্য বদেনী বিদেশী বাণিজ্যাগারের অধিকারীরা নগদ অথবা সেই পণ্য ক্রয় করিতে চাহিলে, এবং, সেই কাৰ্যালয়ের পক্ষ হইতে ক্রয় করিবার জন্ত রামচুলাল,—অগ্রিম অর্থ প্রদান না করিয়াও,—কেবল বাক্যানুমান করিলে, বাজারের বিক্রেতারা সেই বাণিজ্যাগারকেই সমগ্র পণ্য সরবরাহ করিতেন। সেই কাৰ্যালয়ের সাহেবেরা তাঁহাকে এতদূর প্রজ্ঞা করিতেন, যে, কোন কার্য বশতঃ তিনি তাঁহাদিগের কক্ষে প্রবেশ করিয়া মাত্র তাঁহারা আসন্ন ত্যাগ করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া, প্রজ্ঞা সহকারে অভিধান পুরসের, তাঁহার সহিত—জাতীয় রীত্যাভিমাণে—কর-কল্পন করিতেন। স্বাধিকারীরা,—সকলে একবাক্যে কোনও পণ্য ক্রয় করিতে, বা কোন কার্য করিতে আবৃত্ত হইলে, বুদ্ধিদীপ্তমান তাঁহা নিবেদন করিলে, ঠালিকেরা তাঁহার সেই সন্মতিক্রম প্রজ্ঞা সহকারে নিরোধাধী করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, “বুদ্ধি সহানুভূতি

আমাদিগের অপেক্ষা অভিজ্ঞ এবং পরিণামদর্শী । আমাদিগের কার্যালয়ের বঙ্গলের জন্যই তিনি ইহা নিবেদন করিতেছেন ।”

বাঙ্গালীর ব্যবসায়-বুদ্ধির প্রতি বিশিষ্ট ইংরাজ-বণিকদিগের এরূপ প্রজ্ঞা আর কখনও দেখা গিয়াছে কি? উক্ত কার্যালয়ের আরতন বিসরণের ক্রমানুসারে রামচন্দ্রলালের স্বীয় বাণিজ্যাগারের আরতন ও কস্ম-ক্ষেত্র বিসারিত হইতে লাগিল । বিলাতি-কার্যালয়ের সংস্রবে, ইংরাজ, আমেরিকান, ফরাসি, জার্মান বণিকসম্মেলনের সহিত তাঁহার পরিচয় ও বিশ্রুত বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইতে লাগিল । ক্রমে তদীয় কার্যালয়ে তাঁহার সমগ্র মূলধন—লক্ষ মুদ্রাই প্রযুক্ত হইল । স্বীয় কার্যালয়ের প্রসারণের ফলে, তাঁহার বাবহারিক জ্ঞান এবং কস্ম-শক্তি সহস্রগুণ পরিবর্দ্ধিত হইল,—তাঁহার সমগ্র শক্তি স্বীয় কার্যালয়ে নিয়োগ করায় অর্থ্যাগরের লোহিত প্রকৃষ্টরূপে উন্মুক্ত হইল ।

অমানুষিক সাধনার ফলে, তদীয় কার্যালয়ের মূলধন লক্ষ হইতে দশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় পরিণত হইল । দরিদ্র বাঙ্গালী ক্রমে ক্রোরপতি হইলেন । কেবল যে বঙ্গের সমুদয় বিখ্যাত ইংরাজ-বাঙ্গালী বণিক-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার কাৰ্য্য চলিতে লাগিল, তাহা নহে । বঙ্গের জমীদার-সম্প্রদায়ের তিনিই প্রধান উত্তরণ হইলেন । তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চারি খানি সমুদ্রগামী অভিযান অর্জনবান ক্রয় ও সুসজ্জিত করিয়া, সে সকল ভারতজাত বিবিধ পণ্যে পূর্ণ করতঃ ইংলণ্ড, নান্টাওপ, ফ্রান্স, জার্মানী ও আমেরিকা—যুক্তরাজ্যের পোতাশ্রয়নিচয়ে প্রেরণ করিয়া তথাকার বণিকপথ সমূহে সেই পণ্যরাজি বিক্রয় করিতেন, এবং তদ্দেশজাত পণ্যে আবার সেই সকল অর্জনবপোত পূর্ণ করিয়া সেই সমুদয় পণ্য কলিকাতার বাজারে আনয়ন করতঃ বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে লাগিলেন ।

উন্নতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে রামহুলালের ব্যবসায়িক জীবনও বিকৃত হইয়াছিল। তাঁহার দরদাঙ্কিণ্যে, কি-বঙ্গেশী, কি-ইংলিশ, কি-বাঙ্গালী, কি-ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান, অনেকেই উপকৃত ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি নিত্য সহস্রাধিক বুদ্ধিজীবী অভিধির কুশলভিক্রমে কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী বেলেগেছিন্নার একটি সুবিস্তৃত অতিবিশালা সংস্থাপন করতঃ তাঁহার ব্যয় নির্বাহ করিতেন। গৃহে নিত্য নৈরিত্তিক ক্রিয়া—কলাপ ও ডিকানান এবং সমাগত অভিধিবর্গের সেবা করিতেন। কস্তার বিবাহ ও পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের জন্য সাহায্যপ্রার্থীদিগের তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ন্যূনকমে পঞ্চাশ টাকা হইতে দুই তিন শত টাকা দান করিতেন। তাঁহার বাণিজ্যগারে প্রত্যহ পঁছাত্তর টাকা বিপদাপন্ন ইউরোপীয় বণিকগণের জন্ত দান নির্দিষ্ট ছিল। তাঁহার ওদার্য্যের পারদীক্ষা ছিল না। একদা, কলিকাতার বাজারে মরীচের মূল্য নিতান্ত অল্প হইয়াছিল; এমন কি তাহা অবিক্রয় হইয়া পড়িয়াছিল। বাণিজ্য ব্যাপারে তদীয় দোণ্ডিমতী প্রতিভার তুলনা ছিল না। তিনি ইউরোপীয় সাংবাদিকসম্প্রদায়ের সহিত পত্র ব্যবহার ও বাক্যালাপ কালে নানাবিধ তথ্য,—অজ্ঞান্য বণিকগণের অগোচরে—সংগ্রহ করিতে বিশেষ তৎপর ছিলেন। বাণিজ্যব্যাপারে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন-বাঙ্গালী-বণিকশ্রেষ্ঠ রামহুলাল, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া, কলিকাতা বাজারের সমগ্র মরীচ ক্রয় করিয়া, তাহা ‘একচেটিয়া’ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বাজারের প্রায় সমুদয় মরীচ নিঃশেষ হইয়া তাঁহার গুদামজাত হইল। কেবল একজন ইংরাজ-ব্যবসায়ী তাঁহার এই বিসদৃশ কার্য্য সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়া স্বীয় গুদামে সঞ্চিত কয়েক সহস্র নণ মরীচ কোন মতে রামহুলালকে বিক্রয় করিতে

সম্মত হইলেন না। এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে, যখন ঊত্তমর্গরণ সেই ইংরাজ বণিককে প্রাপ্য অর্থের অল্প পৌঁছন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি ঋণ পরিশোধের অল্প মহাজনগুণের নিকট কয়েক দিবসের সময় গ্রহণ করিলেন। তিনি যখন কোন মতে অন্যত্র অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হইলেন না, তখন—নিতান্ত নিরুপায় হইয়া—করণছদর পরদুঃখকাতর রামজুলালের পরশাপত্ত হইয়া, স্বীয় গুদামজাত মরীচ বহুক রাখিয়া পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। একেছত্র, স্বায় সংকল্প সংরক্ষণ-মানসে, রামজুলাল ইংরাজ বণিককে ঋণ দানে অস্বীকৃত হইয়া কহিলেন, “আমি আপনাকে কোনও মতে এই টাকা কর্ত্ত দিতে পারিব না। আমি বাজারের সমগ্র মরীচ ‘একচেটিয়া’ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি তাহা আপনি অবগত আছেন। আপনি কোনও ক্রমে আপনার সঞ্চিত কয়েক সহস্র মণ মরীচ আমার নিকট বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইতেছেন না। আপনার জন্যই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতেছে না, আপনি সমুদয় মরীচ—বাজার দর অপেক্ষা প্রতি মণ এক আনা অধিক মূল্যে আমার কাছে বিক্রয় করণ আমি নগদ মূল্যে এখনই ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।”

সাহেব বলিলেন, “দেখুন, আপনার কৃতসংকল্পের অর্থ—প্রচুর অর্থলাভ করা ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। আমার পক্ষে ক অধিক লাভের বাসনা দোষনীয়?”

উত্তরে অনেক বাদামুবাদ হইল। কোন পক্ষই কৃতসংকল্প ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। অবশেষে, ইংরাজ বণিক নিরাশহৃদয়ে বগ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি তথায় বাহা দর্শন করিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তসমুদ্রে বাতচক্র বিক্ষুব্ধ হইয়া আতঙ্কতরঙ্গমালা সমুদ্রিত

হইল। তিনি দেবীলেন উত্তমর্গগণ তাঁহার অঙ্গীকৃত দিবসে অর্থ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া কেহ কেহ ব্রাহ্ম তর্জন গজ্জন করিতেছেন। তদীয় মস্তিষ্ক বিধূর্ণিত হইল। স্বীয় নয়ন-বিলম্বিনী অশ্রুধারা বহনমণ্ডলের বেদধারা মুছিবার ছলে ক্রমাগত মুছিয়া বিনয়ের সহিত আর এক সপ্তাহের সময় প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা সকলে ঐক্যমতে স্বীকৃত হইয়া বিদায় লইলেন।

যেক্ষণে দিবস অতীত হইয়া আবার দিবস আগত হয় সেইরূপে দিনের পর দিন অতীত হইল, ক্রমে সপ্তাহ অতীত হইয়া অঙ্গীকৃত ঋণপরিশোধের দিন সমাগত হইল। উত্তমর্গগণ নির্ধার্য্য দিনে,—ধার্য্য ঋণে—অধমর্গ ভবনে একযোগে উপনীত হইলেন। যে সাতটি বার অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সেই ইংরাজ-বণিক্ চতুর্দশ বার বণিকশ্রেষ্ঠ সদাশয় রামচুলালের কার্যালয়ে গমন করতঃ সবিনয়ে স্বীয় বিপদের বার্তা বিজ্ঞাপিত করিয়া কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই। রামচুলাল, বাজার দর অপেক্ষা তাঁহাকে প্রতি মণ মরীচের মূল্য এক আনা,—দুই আনা,—ক্রমে—আট আনা পর্য্যন্ত অধিক দিয়া সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি কৃপা পরবশ হইয়া যতই মূল্য অধিক দিবার অঙ্গীকার করিতে লাগিলেন, ঋণার্ত্ত ইংরাজ-বণিকের ততই সন্দেহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল,—ততই তিনি স্বীয় সঞ্চিত পণ্য বিক্রয় করিতে অন্বীকৃত হইতে লাগিলেন।

এই ধার্য্য দিনে পাণ্ডনাদারদিগকে টাকা নিশ্চয় দিতে হইবে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই মরীচের জন্য মূল্য পাইবেন। এই দরস, অনন্তোপায় হইয়া, ইংরাজ-বণিক্, রামচুলালের নিকট

উপস্থিত হইয়া এক আনা মাত্র প্রতি মণে লভ্য লইয়া সমুদয় মরীচ তাঁহাকে বিক্রয় করিলেন। মূল্যের সমুদয় অর্থ,—রামচন্দ্রলালের আদেশে, তাঁহার সম্মুখে সংস্থাপিত হইল। ইংরাজ ভদ্রলোকটি এক, দুই, তিন বার,—ক্রমে চারিবার পর্য্যন্ত সেই টাকা গণনা করিলেন। প্রগুত-চরিত রামচন্দ্রলাল,—তাঁহার স্বর্গাস্ত বদনমণ্ডলের প্রতি প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া—ঈষৎ হাস্ত করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বাজালী বণিক্ ইংরাজ বণিক্কে জিজ্ঞাসা করিলেন;—“কি মহাশয়! মূল্যের টাকা কি প্রতিবারই গণনার কমিয়া যাইতেছে?”

ইংরাজ-বণিক্ বিস্ময় সহকারে কহিলেন,—না, মহাশয়! বৃদ্ধি হইতেছে। প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা বেশী—যেন—আমার দিয়াছেন বোধ হইতেছে।”

রামচন্দ্রলাল ;—আজ্ঞে হাঁ ; চল্লিশহাজার টাকা বেশীই দিয়াছি। উহাই আপনার ন্যায্য প্রাপ্য ! আজ কয় দিন হইতে তাঁহার জন্য আপনি যেরূপ অস্থির হইয়া আমার নিকট যাতায়াত করিতেছেন,— তাহাতে আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম যে আপনার মরীচগুলি দুই এক দিনের মধ্যে আমাকেই আপনি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন। যেহেতু মরীচ সম্বন্ধে কলিকাতার বাজারে মাসাধিক কাল হইতে সকল ব্যবসায়ীই বিক্রেতা, কেবল—একা—আমি ক্রেতা। মরীচ আপনার গুদামে রহিয়াছে বটে, কিন্তু চারি দিবস পূর্বে আপনার সমুদয় মরীচ একজন নবাগত আমেরিকান ব্যবসায়ীর কাছে আমি বিক্রয় করিয়া টাকা কড়ি মিটাইয়া লইয়াছি। আপনার মরীচের সহিত আমার মরীচগুলি লগ্নার তাঁহার জ্ঞাত বাজারে-বাইবারই প্রয়োজন হয় নাই। কাল প্রাতে আপনার গুদাম হইতে মরীচগুলি সেই আমেরিকানের জাহাজেই পাঠাইবেন



আমি যে হারে মূল্য স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছি, আপনাকেও সেই হারে মূল্য দিয়াছি ।

লক্ষ মুদ্রা বিজ্ঞাপনে ব্যয় করিয়া যে কার্য্য সিদ্ধ না হয়,—  
 রামজ্বালালের,—এইরূপ অনেক গুলি কার্য্যের ফলে—স্বদেশ বিদেশের  
 মহাজনগণের তাঁহার প্রতি অভূতপূর্ব বিশ্বাস সংস্থাপিত হওয়ার,—  
 তদপেক্ষা অধিক ইষ্ট সাধিত হইয়াছিল । বিশেষতঃ, সেই ইংরাজ-  
 বণিক তাঁহাকে কলিকাতার স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া,  
 ইংলণ্ডে আর্থারনী ও ফ্রান্সের ব্যবসায়কেন্দ্রসমূহে গমন করিয়া,  
 তথাকার প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদিগের কার্যালয়ে—আবেশত্রে  
 বাঙ্গালী-বণিক রামজ্বালালের এই উদার ব্যবহারের কথা রটনা  
 করায়, সেই পণ্যাজীবগণও তাঁহার সহিত ব্যবসায় কার্য্য করিতে  
 লাগিলেন । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ বণিকগণের নিকট,—  
 তিনি এতই বশব্দ্য হইয়াছিলেন, যে, বঙ্গে,—তাঁহাদিগের পক্ষে  
 রামজ্বালালই একমাত্র প্রতিনিধি নিয়োজিত হইয়াছিলেন । তথাকার  
 বণিকসমাজ তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের, এবং, তাঁহার অনুগ্রহ লাভের  
 কামনায় যুক্ত-রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-প্রদাতা মহাত্মা ওয়াশিংটনের  
 একখানি সুন্দর তৈলচিত্র তৎসমীপে উপহার স্বরূপে প্রেরণ করিয়া  
 ধন্য হইয়াছিলেন । বাঙ্গালী-বণিক্রদের প্রীতিসম্পাদনের জন্য  
 তথাকার প্রধান বণিকসম্প্রদায়, এক খানি সুন্দর অর্ণবপোত  
 প্রেরণ করিয়া তাহার রামজ্বালাল নাম করণ করিয়াছিলেন ।  
 সেই অভিরাম অর্ণবধানখানি আমেরিকার ক্রোরপতি সাংঘাতিকসমাজ  
 বিবিধ পণ্যে পূর্ণ করিয়া, বঙ্গের বণিক্রদ্বয় রামজ্বালালের নিকট  
 প্রেরণ করিয়াছিলেন ।

সেকারানী বাঙ্গালী বণিক্রচুম্বণি অনেক সময় ইউরোপীয়

বাণিকগণের সহিত সরলতা ও ঐদার্য প্রদর্শনের জন্য অনেকবার কতিপয় হইয়াছিলেন। সকল কার্যেই লাভালাভ মঙ্গলামঙ্গল ষটিয়া থাকে। তিনি অমঙ্গল ঘটনার কখনই নিকৎসাহ হইতেন না। একবার তাঁহার পঁচিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। সেই ক্ষতির সন্ধক্ষে, ইংলণ্ডের এবং আমেরিকার বাণিকসম্প্রদায়ের মুখপত্র-স্বরূপ সংবাদপত্রগুলি, আলোচনা কালে, রামচুলালকে “বঙ্গের রথচাইল্ড” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে তাঁহার কার্যালয়ের হিসাব পরিদর্শনের ফলে প্রকাশ পাইয়াছিল ইংলণ্ড ও আমেরিকার বাণিকগণের নিকট তৎকালে তাঁহার প্রাপ্য তেত্রিশ লক্ষ মুদ্রা অনাদায় রহিয়াছিল। ইহার অনেকাংশ তিনি আদায় করিতে পারেন নাই। কিন্তু, তৎকাল আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেও তিনি স্বীকৃত হন নাই।

ধর্মপ্রাণ রামচুলাল কখনও টাকা আদায়ের জন্ত আদালতে অভিযোগ করেন নাই। আমরাদিগের বাণিক ও জমিদারসম্প্রদায় যে আদালতের সংশ্রবে সর্বস্বান্ত হইয়া থাকেন তাহা অনেকেই বিমিত আছেন। আদালতে অভিযোগ করা ভাল কি মন্দ তাহা আলোচনা করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। কয়েক জন দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহার ধর্মভীতির বিষয় অবগত হইয়া কয়েকবার দুই পাঁচ শত টাকার মিথ্যা দাবী করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিল। তিনি অকাতরে সে সকল দণ্ড সহ করিয়াছিলেন তথাপি আদালতে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া পাছে কুট-প্রশ্নের ফলে একটিও মিথ্যা বাক্য অনিচ্ছাতেও প্রয়োগ করিতে হয় এজন্য তাহা করেন নাই। মাদ্রাজে তিনি হুর্ভিক্ষের জন্ত এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তির তুলনা ছিল না। এক সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ

বল পূর্বক তাঁহার কতকাংশ ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন । পুত্রেরা নিতান্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে পিতৃসমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন,—আমাদের ভুলনায় সে ব্রাহ্মণ একজন দরিদ্র ব্যক্তি বলিতে হইবে । তাহার এতদূর স্পর্ধা ! আপনি আদেশ করুন তাহাকে দণ্ড দিব । পিতা কহিলেন ; সে কথার উত্তর পরে দিতেছি । আজ একটা আমার ক্ষতি হইয়াছে ।

পুত্রেরা সমস্তের সাম্ভব্যে কহিলেন, “কিরূপ ক্ষতি ?”

পিতা,—আমাদের কর্তার শ্রাদ্ধের উৎসর্গীকৃত ষাঁড়টাকে আমি আজ সন্ধ্যাতে ষোল খাওয়াইবার সময় অঙ্গুরীটটা খুলিয়া হাতের মধ্যেই ছিল । ষাঁড়টা ষেলেয় সঙ্গে সে অঙ্গুরী খাইয়া ফেলিয়াছে ।

পুত্রদ্বয় অধিকতর বিষয়ের সহিত কহিলেন,—“বটে ! এখন উপায়” ?

পিতা,—অঙ্গুরীটার দাম অনেক । আমি ভাবিতেছি ষাঁড়টার পেট চিরিয়া অঙ্গুরীটা বাহির করিয়া লইলে হয় না ?

পুত্রগণ ;—রাম ! রাম ! তাও কি কখন হু ?

পিতা সহাস্তে কহিলেন, “তাহা যদি না হয়, তবে ইহাও হইবে না । আমাদের কাছে গো ব্রাহ্মণ সমান ।

এই দেব-চরিত মহাত্মার সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী শিক্ষাপ্রদ বিষয় নিচয়ের আলোচনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে । বঙ্গের গৌরব বণিকশ্রেষ্ঠ রামজলাল সারা জীবনে প্রচুর দান ও সংকার্য্য করিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিসপ্ততি বর্ষবয়ঃক্রমে পুত্রদিগের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি এবং নগদ এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা রাখিয়া দীনজীনগণকে কাঁদাইয়া পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর তটে মানবলীলা সম্বরণ করেন । রামজলালের ধর্মশিক্ষা ভারতের নিকট হইতে, আর পার্থিব জীবনের

উল্লেখ্য—কম শিল্প ইংরাজ আমেরিকানদের চরিত্র সম্পর্কে লক্ষ্য হইরাছিল।

অজ্ঞা-প্রতিপালন ও পরিশ্রম দ্বারা নিজ কর্তব্য সুমাধান পূর্বক প্রভুকে কিরূপে সন্তুষ্ট করিয়া 'ধনোপার্জন-পন্থা সুগম করা যায়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান যৌথ নামা জনৈক সমাজসেবীর উদাহরণ এক্ষণে উল্লেখ করা যাইতেছে। জিয়ার্ড নামক ফরাসী দেশীয় একজন দরিদ্র, ব্যক্তি—দরিদ্রতার অক্লান্ততাড়নে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া, মর্থে অলকা—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি স্বাবলম্বন-নীতি অবলম্বনে প্রচুর ধনোপার্জন এবং সেই ধনের সদ্ব্যয় করিয়া,—জনসমাজে লক্ষ্যবর্ণ হইয়া—স্বীয় অন্তঃকরণ মধ্যে প্রভূত সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকার ফিলাডেল্ফিয়া নগরে ধনশালী উত্তমসমাজে তাঁহার ন্যায় কর্তব্য-পরায়ণ দরশীল ও পরোপকারী সজ্জন আর কেহই ছিলেন কি না সন্দেহ। তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জগদারাধ্যা জ্ঞানদার বিনোদ নিকেতন—জিয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতশি্রে জ্ঞানপ্রদীপ রক্ষা করিয়া শত শত বিদ্যার্থীর হৃদয়কে এখনও জ্বালালোকে উদ্ভাসিত করিতেছে। তদীয় অর্থব্যয়ে, সাধারণের স্বাহ্যোন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত প্রমোদোদ্যানসমূহের উদ্যোগ পরোপকারিতার নিদর্শন স্বরূপে এখনও সাক্ষ্যদান করিতেছে। অপরের অজ্ঞাতসারে দরিদ্রের দুঃখ মোচন কর্ত্তে তিনি যে সকল দান করিতেন, কত নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতেন তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার উদ্ভাসনের আর একটি স্মৃতি উদাহরণ এখানে আমরা উল্লেখ করিতেছি।

একদা, অতি প্রত্যুষে, তিনি স্বপ্নাভিষ্ঠিত বিদ্যার-প্রাকণে

বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে জন স্মীথ নামক একজন শ্রমজীবী তৎসময়ে উপস্থিত হইয়া সম্মান সহকারে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। সে ব্যক্তি ঐ গৃহের নিৰ্ম্মাণ কালে তথায় মজুরি করিয়াছিল। শ্রমজীবীদিগের মধ্যে সেই লোকটি সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রমসহিষ্ণু ও কর্তব্যনিষ্ঠ ছিল। মহাত্মা জিয়ার্ড তাহার কার্য্যপ্রণালী দর্শনে মনে মনে তৎপ্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই সারস্বতমন্দিরের নিৰ্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। স্মীথ অন্ততঃ কন্ম না পাইয়া, পরিবারবর্গের ‘অন্নচিন্তা চমৎকারে’ অস্থির হইয়া স্নানমুখে তাঁহার নিকটে কন্ম পাইবার জন্য প্রার্থনা করিল। পরদুঃখকাতর জিয়ার্ড স্মীথকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। তিনি স্মিত বদনে প্রত্যভিমান করিয়া কহিলেন—“কি গো, সাহায্য চাহিতেছ,— কার্য্য চাহিতেছ ?”

স্মীথ বিনীত ভাবে নিবেদন করিল—“আজ্ঞে, হাঁ, অনেক দিন হইতে বেকার বসিয়া আছি। কোন কন্ম নাট, তাই আপনাব কাছে আসিয়াছি।”

জিয়ার্ড কহিলেন—“ভাল, ভাল ; আমি তোমার কিছু কার্য্য দিব। ঐ পাথরের টুকরা গুলা দেখিতে পাইতেছ কি ?”

“হাঁ, মহাশয় ! দেখিয়াছি।”

“ঐ পাথর ঐই স্থানে এক জারগার জড় করিবে।”

স্মীথ কহিল “বে আচ্ছা মহাশয় !”

তখন দয়িত্বজনবৎসল জিয়ার্ড বলিলেন, “দেখ, তুমি কার্য্য শেষ করিয়া আমার ব্যাঙ্কে জিরা, আমার সঙ্গে দেখা করিবে।” তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অল্প শ্রমজীবীর পক্ষে সেই কার্যটি সম্পন্ন করিতে সমস্ত দিবস অভিযাহিত হইত। স্মৃথ তাহা অতি বৎ সম্পন্ন করিয়া মধ্যাহ্নেই মহাত্মা জিয়ার্ডের অর্থভাণ্ডারকার্য্যালয়ে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল, “আপনার আদেশ বাহাল করিয়াছি। সমুদয় পাথর কুড়াইয়া আপনার হুকুম মত সেই জায়গায় রাখিয়া আসিয়াছি। এখনও চের বেলা আছে, আর কি কার্য্য করিব, বলিয়া দিন।”

উদারচেতা জিয়ার্ড সম্মিত বদনে কহিলেন—“বেশ তো, আরও কর্ষ চাহিতেছ ? ভাল কথা ! তুমি সেই স্থানেই ফিরিয়া গিয়া যে স্থান হইতে পাথরগুলি আনিয়াছিলে, সেই স্থানে পুনরায় বহিয়া লইয়া গিয়া রাখিয়া দিও ; বুঝিয়াছ তো ; এখন যাও, কার্য্য করগে।” স্মৃথও অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া, ‘বে আজ্ঞা’ বলিয়া স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করতঃ কার্য্য আরম্ভ করিল। আবার সেই প্রস্তরখণ্ডসমূহ পূর্ব্ব স্থানে বহন করিয়া লইয়া গিয়া রাখিয়া দিল। প্রভুর উন্নততা ব্যঞ্জক আদেশ নিরবে পালন করিল। মনে ভাবিল, ‘ইহার কাবণ জিজ্ঞাসায় আশার প্রয়োজন কি ? আর অধিকারই বা কি ! তিনি প্রভু, আমি ভূতা ; আমার পক্ষে কারণাকারণাহীনসন্ধান নিস্প্রয়োজন।’ শ্রমশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ স্মৃথ সন্ধ্যার সময় প্রভুর সমীপে পুনরায় উপস্থিত হইল। দরিদ্রজনপ্রতিপালক জিয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই সময়ের মধ্যে কার্য্য সারিয়া ফেলিয়াছ না কি ?”

উদারান্ন-চিন্তা-পরিক্রিষ্ট-চিত্ত কর্তব্য-কার্য্যে উৎসাহ-সম্পন্ন শ্রমজীবী সবিনয়ে উত্তর করিল—“আজ্ঞে, হাঁ।”

উত্তর শুনিয়া কর্ষবীর জিয়ার্ড সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি

জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আজ অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, মজুরি কত দিতে হইবে?” তৎকালীন দৈনিক মজুরির হার বাহা তথ্য প্রচলিত ছিল। তাহাই সে প্রার্থনা করিল; অধিক পরিশ্রমের জন্য অধিক পারিশ্রমিক বাজ্জা করিল না। পরদুঃখকাতর জিয়ার্ড তাহাই দিলেন, এবং মনে মনে তৎপ্রতি সান্ত্বনার সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীধ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া বিনিত ভাবে কহিল,—“প্রভো! আমার আর কিছু কর্ষ দিবেন কি?”

“আচ্ছা, কাল আবার আসিও, কর্ষ পাইবে।” এই বলিয়া তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন। শ্রীধ আনন্দিত চিত্তে অগৃহে প্রেত্যাগত হইল। তাহার সংসারে নিত্যাভাব বিরাজিত, তার পর আবার করেক দিবস কিছুই উপার্জন করিতে না পারায়, ক্রেশের বুদ্ধি হইয়াছিল। আজ এক দিনের মজুরী পাইয়া বাটার সকলেই এক এক মুষ্টি আহার করিল। শ্রীধ আশ্বাস পাইয়াছে, আবার কার্য পাইবে। পর দিবস প্রত্যুষে যখন বিজ্ঞোৎসাহী দরিদ্রজনবহু জিয়ার্ড বিস্তারপ্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে করিতে অন্ধবিনোদন কারুকার্যময় সারস্বত-হর্ষের বিনোদ পলিষের প্রতি চন্দ্রচক্রে চুষ্টিপাত করিয়া মনশ্চক্রে শ্রীযু পুণ্যকল্পফল—অমরতার পবিত্র সম্পদ সন্দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় দরিদ্র শ্রীধ তথ্য উপস্থিত হইয়া অভিবাदन করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তিনি আদেশ করিলেন সেই উপলব্ধিগুলি বহন করিয়া শ্রীধকে আবার প্রথম নির্দিষ্ট স্থানে রাখিতে হইবে। এবার যদিও সে অভিশর আশ্চর্যান্বিত হইল, তথাপি শ্রীযু পুণ্যকল্প ফলগণনা তথ্য আলোচনা করিতে অস্বীকার করিল না। বিনা-বাক্য-ব্যয়ে—মকেতে সম্মতি জানাইয়া—যথা স্থানে গমন করিয়া,—সে, নির্দিষ্ট সময়ে আদিষ্ট

কার্য সম্পন্ন করিল, এবং বিগ্রহের মধ্যে প্রভুর কার্যালয়ে আনিয়া,  
 দিবলের অবশিষ্ট সময় কোন্ কার্যে তাহাকে নিযুক্ত হইতে হইবে  
 তাহা জানিতে চাহিল। প্রভুও পূর্ব আদেশের পুনরুক্তি করিলেন  
 মাত্র। এবার শান্ত প্রমজীবীর চিত্ত কিকিছাত্ত অশান্ত হইল।  
 সে, কিছুকণ চিন্তা করিয়া এই উন্নততা-প্রকৃতি আদেশের কারণ  
 নির্দেশ করিতে পারিল না, বাঙনিপত্তি না করিয়া আদিষ্ট  
 কার্যে নিযুক্ত হইল। কিন্তু এই অত্যাশুত আদেশের বিষয়—  
 ভাবিয়া তাহার বিষয়ের পরিসীমা রহিল না। অনেক চিন্তার পর,  
 সে মনে মনে বলিল, আমার এই অনাবশ্যক চিন্তার প্রয়োজন কি ?  
 কার্যের সহিত, ও পারিশ্রমিকের সহিত আমার সম্বন্ধ ;  
 কার্য শেষ করিয়া মজুরী পাইলেই আমার এই মনিবের সহিত সম্বন্ধ  
 শেষ হইল। মজুরের পক্ষে মনিবের আদিষ্ট কার্যের সুসমালোচনা,  
 —অনধিকার চর্চা মাত্র। এই দরিদ্র প্রমজীবী বহু গবেষণার  
 পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল তাহা শিক্ষিতাভিম্বানী অনেক তত্ত্ব  
 মজুরের পক্ষেও শিক্ষণীয়। সে বাহা হউক, সেই প্রমজীবী  
 সমাজীবী, তখন প্রভুর চিন্তে, বিত্তগতর উৎসাহে, মজুরার সময়  
 কার্য সম্পন্ন করিয়া, প্রভুর সমীপে, সবিনয়ে আদিষ্ট কার্যের  
 সমাপ্তির কথা বিজ্ঞাপন করিল। তখন সদাশয় জিয়ার্ড স্মিত বদনে  
 কর্তব্যনিষ্ঠ প্রমজীবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “প্রিয় স্রীথ !  
 তুমি অস্ত হইতে আমারই স্রীথ হইলে। তুমি নিজ কার্যে  
 মনোযোগ দিতে জান, সবক্ষে তাহা নির্বাহ করিয়া থাক। তুমি  
 প্রভুর আদিষ্ট কার্যের কারণ খুঁজিয়া বেড়াও না, ও অনধিকার  
 চর্চা কর না ; বড়ই ভাল কথা। তোমার পত্নী আছে তো ?”

স্রীথ অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিল—“আজ্ঞে, আছে।”



‘জির্বার্ড সহায় আসো, একটু রহস্য করিয়া ব্যাঙ্গচ্ছলে कहিলেন,  
—“ঐটিই তো সর্ব্বশেষে কথা ! তোমার ছোট ছোট ছেলে  
মেয়ে ?”

স্বীকৃত কর ঘোড় করিয়া সবিনয়ে উত্তর দিল—“প্রভো ! পাঁচটি  
সন্তান জীবিত ।”

সেই ঐশ্বর্য্যশালী বিজ্ঞ-জ্ঞান-বিনীত ধনকুবের, সেই উদরান্ন-  
চিন্তা-প্রসীড়িত ব্যক্তিকে সহায় বদনে—রহস্যচ্ছলে—বলিলেন—  
“পাঁচটি ? বেশ্ গো বেশ্ ! পাঁচের অঙ্ক আমি বড় ভালবাসি ;  
আর তুমি কার্য্য করিতে বড় ভাল বাস । মিল অনেকটা, তফাৎ  
একটু । আমি তোমার পাঁচটি শিশুসন্তানের জন্ত বৎসামাস্ত  
সাহায্য করিতে চাই । এই পাঁচ শত টাকার ছত্তী তোমার পাঁচটি  
শিশুর জন্ত লইয়া যাও । তাহাদের জন্যই পরিশ্রম করিতে থাক ;  
মন দিয়া কার্য্য করিও । তাহাইলে তোমার সন্তানদের আর  
কখনও উদরান্নের অভাব ঘটিবে না ।” জনস্বীকৃত প্রভুকে এই  
অবাচিত ও অলৌকিক বদান্ততার জন্ত কিছুমাত্র ধন্যবাদ দিল না,  
—কোনরূপ প্রশংসাও করিল না । বোধ হয় সে শক্তিও তাহার  
তখন ছিল না । সে নিষ্পন্দ শালভাজকার মত দণ্ডায়মান রহিল ।  
কোনও কথা নাই, কেবল অশ্রুবিম্ব ধারাকারে গগনদেশে বহিয়া  
ঝরিতে লাগিল ! পরস্বাপহারী তরুরের রাজদণ্ড পীড়নে বিগলিত  
নয়নাশ্রু ও এই কৃতজ্ঞতার নিরব অশ্রুধারায় প্রভেদ অনেক ।  
আর শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিতা কুম্মালঙ্কার-বিভূষিতা শ্রামল-শযা-  
কুম্ভলা বঙ্গভূমির পুষ্প-সৌরভাসব-চর্চিত-বপু স্বীয় কর্ণ-দোষ-  
প্রসীড়িত ক্ষুধাক্লিষ্টতরু কর্ণহীন তদ্রূপাধারী শ্রমজীবীর সহিত-ও  
এই কর্ণপরিহার ভাড্যদোষপরিশূন্য শ্রমজীবীর প্রভেদ অনেক ।

আম এই পরার্থপর পরহুঃখকাতর জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রভা-প্রকাশ-প্রয়াসী প্রাণশো-ভীত জিরাডের দানের নিয়ম-প্রণালীর সহিত গর্বোন্নত অভ্যাসাচ্ছন্ন অহঙ্কারে দ্বীভবক ধনবানের দানের নিয়ম প্রণালীতে প্রভেদ অনেক ।

সংশিতব্রত জিরাড সেই দরিদ্র শ্রমজীবীর নরন-বিলম্বিনী অশ্র-বারা সন্দর্শনে স্বীয় হৃদয়ে—অনন্ত গগনে স্তম্ভ-জ্যোৎস্নারমত—পূণ্য কল্পজাত নিরাবিল আনন্দ সন্তোষ করিতে করিতে দ্বারিত-পদ সঞ্চারে তথা হইতে নিজাক্ত হইলেন । স্বীথও বৃগৃহে কিরিয়া আসিল, এবং সেই অর্থ লইয়া, উপকারকের উপদেশানুযায়ী, ব্যবসায় আরম্ভ করিল । ধৈর্য্য ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে মূলধনের সদ্যবহার করিয়া কয়েক বৎসর মধ্যে,—জন্ম স্বীথ, ফিলাডেল্ফিয়া নগরে, বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধন মান ও সম্পত্তিতে প্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল । সেই শ্রমজীবীর শ্রমসহিষ্ণুতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ও পরিশ্রম-লব্ধ-অর্থের সদ্যবহার সম্বন্ধে এই সদৃষ্টান্ত, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে, দশ জন মাত্র যুবককেও অনুপ্রাণিত ও সাধনার পথে পরিচালিত করিলে,—পাঁচ জন মাত্র দরিদ্র ব্যক্তিকে,—দারিদ্র্য্য দুঃখ বিদূরণ করে উৎসাহিত করিতে পারিলে, দুই জন শ্রমজীবী এই উদাহরণের অনুসরণে লক্ষ-পতির আসনে উন্নীত হইতে সমর্থ হইলে আমরা কৃতার্থ হইব ।





## দ্বাদশ অধ্যায় ।

### ধী-শক্তি ও সহ্যশক্তি ।



মহতী ধী-শক্তি, মানবকে, প্রকৃত ক্লেশ সহ করিবার শক্তি দান করে। সেই শক্তি বলেই মনুষ্য উপর্যুপরি যন্ত্রণা-দায়ক বিপদরাশির মধ্যে নিপতিত হইয়াও, তাহা হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়। স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানব অল্প মাত্র বিপদে পতিত হইয়া জ্ঞানহারী হইয়া পড়ে। তাহাদের সহ-শক্তি এক বারেই অল্প। সহ-শক্তির অভাবে, কেহই আপনার স্থায়ী উন্নতি সাধনে সমর্থ নহেন। ধী-শক্তি, সাধন-ক্ষেত্রে, সহ-শক্তিতে অর্জিত হইয়া থাকে। লক্ষ্যপথে—সাধনার ক্ষেত্রে, উৎকট সাধনার প্রভূতা ধী-শক্তির সৃষ্টি! প্রতিভা,—সুধাকর-করোজ্জল উজ্জ্বলা প্রতিভা,—প্রাচুর্যময়ী ধী-শক্তির কেন্দ্রীভূত সুসুজ্জ্বলা রশ্মিমালা মাত্র।

সহ-শক্তি-হীন সাধনার কোনও সাধক সাহিত্যবিৎ-পণ্ডিত, সুনিপুণ চিত্রকর, অথবা সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কলা-বিশারদ হইতে সমর্থ নহেন। সহ-শক্তির অভাবে কোন প্রকার বিস্তার কেহ কখনও পাণ্ডিত্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—সুসুজ্জ্বলা প্রতিভা প্রদর্শনে কম হইয়াছেন,—বিপুলৈশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, সহস্র-

বীৰ্য অশ্রুতিও এরূপ অপকৃশ সমাজের ঘোষণা করে না । কেহ বলিলেও তাহা অবিদ্যায় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে । মহা সাধারণতঃ সূক্তি বিরহ তাহা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সভ্য বলিয়া গৃহিত হওয়া অকর্তব্য ।

বঙ্গ-সাহিত্য-পগনের উদীয়মান গৌরবোজ্জ্বল-কবি রবীন্দ্রনাথের অনেকেই অভাবের শিশু—বাতাবিক কবি বলিয়া কৰ্মা করেন । অহুসহানের কলে ফল অন্তরূপ হুট হইবে । রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিভা—তাঁহার দীর্ঘ কালের সাধনার ফলে,—প্রতিভা-নাশ ইংরাজ কবিগণের কবিত্ব-সাধার মননের কলে—সহ্যগুণে—অর্জিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণীকৃত হইবে । তদীর অপরাধের সহ্যগুণ—বারবার নিফলা চেষ্টার মধ্য দিয়া তাঁহাকে প্রতিভার্জনে সমর্থ দান করিয়াছে ।

মহতী ধী-শক্তি এবং সহিষ্ণুতা, উভয়ে, উভয়ের সাহায্যে,—পরস্পর কারণ পরস্পরাগুক্রমে—উৎপন্ন, বিকশিত, ও পরিবর্জিত হয় । শ্রায়, শ্রায়ুকেত্র, মস্তিষ্ক প্রকৃতি ধী-শক্তি বা প্রতিভা নহে । ইহাদের আধার ও যন্ত্র স্বরূপ । সহস্র সহস্র মন গুরুভারবাহী রেলগাড়ি ইঞ্জিনের সাহায্যে শত শত মহুয়া ও গুরুভার লইয়া লৌহময় বস্ত্র দ্বিত্বা অতিক্রান্ত ছুটিতেছে । সজীব মহুব্যের অসাধ্য কৰ্ম নির্য্যব' যন্ত্র সাধন করিতেছে । যে শক্তি বলে যন্ত্র কার্য্য করিতেছে তাহা বাশ্পের, কলের নিজের নহে । মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড প্রকৃতি অনন্ত জীলাম্বর কুটক্রী ভগবানের, অচিন্তনীয় জ্ঞানোদ্ভাবিত যন্ত্রে মহুব্যের শলিকটরতী বটনা নিচয়ের সংকারপরস্পরা প্রতিফলিত হইয়া সচ্চিদানন্দের মঙ্গলময় শাসনে—অভাবনীর চিরন্তন নির্য্যে প্রতিভা এবং ধী-শক্তি রূপে কার্য্যকরী হইতেছে ।

বিত্যোৎসাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষপক্ষের অন্ততম, আদি-রস-  
-রসিক, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সহায়গোৎপন্ন। প্রতিভার দ্বিবা  
কোয়ালিঃ, অন্নদামঙ্গলের পত্রে পত্রে—ছত্রে ছত্রে, আজিও বিলসিত  
হইতেছে। বঙ্গ-সাহিত্য-সরসীর অমল-পঙ্কজ-কানন-নিবাসিনী  
বীণাপাণির প্রিয়পুত্র মধুসূদন, নবীন যৌবনে, বঙ্গভাষা-ভাণ্ডারের  
বিবিধ রত্নরাজি অবহেলা করিয়া,—পরধনলোভে বস্ত হইয়া,—  
কুক্ষণে, ভিক্ষা-বৃত্তি আচরণ করিয়া,—অনিজার, অনাহারে, পরদেশে  
ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অবশেষে বরণ করিবার লজ্জা বিফল  
তপস্যা করিয়াছিলেন; সহায়গুণের সীমা কতদূর তাহার সন্ধান  
লইয়া ছিলেন। পর-ধন-লোভ-মত্ততা-রূপ প্রবল বন্ধা, তাঁহার  
দীপ্তিমতী প্রতিভাকে, সুনীল নীলাম্বর্য-রাশি-বন্ধে, ফেনিল তরঙ্গমালা  
বিতাড়িতা তরণীরমত, ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত করিলেও—সেই প্রতিভা-  
প্রদীপ্ত সহায়শক্তি, তখনও হৃদয়ে থাকিয়া, পরদেশে পর-ভাষাতে  
প্রতিভাকে সংগৃহীতা, বিকশিতা, ও সমুজ্জ্বলা করিবার প্রয়াস  
পাইতেছিল। কুললক্ষ্মীর আজ্ঞা পালন কালেও সেই সহায়গুণ,—সঙ্গে  
থাকিয়া, তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়া, মাতৃভাষা রূপ ধনির  
সন্ধান প্রদর্শন করিয়াছিল। সেই অপরিমেয় সহায়গুণে, মধুসূদন  
রত্নপ্রসবিনী ধনির তিমিরগর্ভ হইতে রত্ন জাল উদ্ধার করিয়া,  
সুন্দরী জননীর সুন্দরিতরা হ্রিতার কল্পুঐবা, প্রলম্বিতমণিরত্ন-  
মালায় সমলংকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহাভারতের কথা—মমৃত সমান—চির দিনই কাশীরাম দাসের  
সহায়গোৎপন্ন প্রতিভার সাক্ষ্য দান করিবে। কবিবর কৃত্তিবাসের  
আমায়ণ তাঁহার সহায়গুণের ও প্রতিভার পরিচয় দান করিতেছে।

বঙ্গালী সহায়গুণহীন নহে, একারণে বঙ্গালী চিরদিনই প্রতিভা-

সম্পন্ন । যে অমৃতময় অমিয়পথ-চিকিৎসা আজ নিত্য নূতন বিজ্ঞাতীয় পীড়া-প্রদীড়িত বঙ্গবাসীদিগের ঘরে ঘরে সজীবনী-সুখা বিতরণে বাঙ্গালীকে রোগমুক্ত করিতেছে, তাহা কলিকাতা নিবাসী পুণ্যচেতা রাজেন্দ্রলাল দত্ত, বেহারিলাল ভাট্টা, এবং বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানভূবিৎ পণ্ডিত মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ মনীষা-সম্পন্ন চিকিৎসকমণ্ডলীর প্রতিভা-প্রদীপ্ত, আজীবনব্যাপী সহ্যুণের কল । তাঁহাদিগের এইরূপ অপরিস্রব সহ্য-শক্তি না থাকিলে আমরা এই অমৃতকল উপভোগ করিতে সমর্থ হইতাম কি না সন্দেহ । এই হোমিওপ্যাথী-চিকিৎসা-শাস্ত্রের আবিষ্কার-কর্তা অসাম-ধীষণা-সম্পন্ন মহাপুরুষ হানিমান কখন উদরারের চেষ্টায়,— কখন প্রাণভয়ে,— যখন জার্মানীতে,— ফ্রান্সের নগরে নগরে পলাইয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাহার সেই অসীম সহ্যুণের অভাব ঘটিলে, এই নবোদ্ভাবিত, বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা-প্রণালী জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত কি না সন্দেহ । কেহ কি কখনও অভ্র-ভেদী গিরিশৃঙ্গের উচ্চতম শিখরে লক্ষ প্রদানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? অসম্ভব ! সহ্যুণহীন কোন মানব, বিনা শ্রমে, বিনা অধ্যবসারে, বিনা প্রতি সোপানে পদ-বিক্ষেপণে কখনই উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে পারে না । সহ্যুণ, বিদ্যা চর্চায় ধী-শক্তিকে পরিমার্জিতা ও পরিবর্দ্ধিতা করে ; ধী-শক্তি ও তদ্বিনিময়ে সহ্যুণ দান করে । এতদ্ব্যতীত সাহায্যে, অধ্যবসায়, ও যত্ন সহকারে ধীর পদ বিক্ষেপে যে সার্বণিক উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে চেষ্টিত হন, দূরত্ব ও বিয়োগল সন্দর্শনে যে পাহা কান্ত না করেন, যে পথিক প্রতি পদাঙ্কনে, দৃঢ়পদ বিক্ষেপে বারবার অগ্রসর হইয়া থাকেন, কেবল তিনিই কৃতকার্যতা লাভে সমর্থ ।

উন্নতির বন্ধে, সাধক চরিত্রবল হারাইলে তদীয় অবনতি অনিবার্য! সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন এক চাক্ষুশীয় যুবক কুসংসর্গে পড়িয়া,—মন চরিত্র ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিয়া, তদীয় সহবাসে অজ্ঞাতসারে নীর চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া থাকেন। বিনা কুসংসর্গে সচরিত্র কলঙ্কিত হওয়া অসম্ভব। তবে, এমন চরিত্রবান্ সাধুপুরুষ আছেন, যিনি কুচরিত্র-সম্পন্ন-ব্যক্তির সহবাসেও আপনার চরিত্র বিগত রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু, সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সম্ভবতঃ, সে হলে, হয়ত, এরূপ ঘটনা থাকিবে, যে, চরিত্রবান্ পুরুষ ছুই ব্যক্তির সহিত আন্তরিক বন্ধুত্ব সংস্থাপন করেন নাই। হয়ত, কখন কখন সেই কুচরিত্র-সম্পন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে, তিনি কার্য্যবশে আসিয়া থাকেন বলিয়া, অল্প ব্যক্তি সেই সচরিত্র পুরুষের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ঘটয়াছে এরূপ মনে করে। কিন্তু, সে হলে ইহা নিশ্চয় বুদ্ধিতে হইবে যে সেই চরিত্রবান্ পুরুষের চরিত্র-বল অসাধারণ। বেরূপ দুর্গন্ধময় পদ্ম-প্রাণালীর বিবাক্ত কর্দ্দম স্পর্শ না করিলেও, কেবল তৎসন্নিহিত হইলেই পবন-বিভাঙ্কিত বিবাক্ত পরমাণু নিচয় এমনকারীর অজ্ঞাতসারে তদীয় ত্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার শরীর পীড়িত করে, মন ও প্রাণ বিপর্য্যস্ত করে, আত্মীয়-বন্ধনগণকে আতঙ্কিত করে, ইচ্ছার বা অনিচ্ছার তদীয় অর্থভাগ্য শূন্য হইবার উপক্রম হয়। কুচরিত্র ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করা দূরের কথা, চরিত্রবান্ ব্যক্তির সেরূপ লোকের সংস্পর্শে আসাও উচিত নহে। আমাদের মনে পড়ে, বঙ্গের অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যবহার-বিধি-বিশারদ ব্যবহারজীবী প্রথম যৌবনে একজন চরিত্রবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কয়েকজন

মন্দচরিত্র যুবকের সহিত মিলিত হইয়া মন্দচরিত্র যুবকদিগের মঙ্গল-  
কামনার প্রতি দিন সন্ধ্যার সময় নিম্নিত স্থানসমূহে বিচরণ করিয়া  
যুবকগণকে সঙ্গপদে দান করিতেন, কখন বা তাঁহাদিগের করধারণ  
করিয়া বলপূর্বক তাঁহাদিগকে গৃহে প্রেরণ করিতেন,—বাহাতে  
তাঁহারা মন্দস্বভাব ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বলাভ করিতে পারেন,  
আপনাদিগের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিতে পারেন তাহার  
অন্ত যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেন । কিন্তু, সেই সকল নিম্ননীর স্থানে  
পরিভ্রমণের ফলে,—নিম্নিত ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে—ক্রমে তাঁহারই  
চরিত্র একরূপ ছবিত হইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি চিরদিন লোক  
সমাজে নিম্নিত এবং সহস্র সহস্র—লক্ষাধিক মুদ্রা অর্জন করিয়াও  
আজীবন ক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । এমন কি  
মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া লক্ষাধিক মুদ্রাব অধিকারী হইয়াও চিকিৎ-  
সকের উপদেশ অনুসারে পথ্য এবং ঔষধের জন্ত অশ্রদ্ধাবা বিসর্জন  
করিতে করিতে সমাগত বন্ধুগণের নিকট যাত্রা করিয়াছিলেন ।  
যৌবনে পানাহার এবং ছবিত চরিত্রের ফলে প্রৌঢ় জীবনে তদীয়  
চর্মরোগ প্রকাশ পাইয়াছিল । এসম্বন্ধে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের  
মঙ্গলাকাজ্জী গ্রন্থকারগণ আপনাদিগের রচিত গ্রন্থনিচয়ে যুবকদিগকে  
উপদেশ দান কালে এবিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করিতে সাহসী  
হন নাই । ভ্রূয়োদর্শনশূন্য যুবকগণের মধ্যে, কেহ বা দুই চারি  
দিবসের, কেহবা হয়ত দুই এক দণ্ড মাত্রের কুসংসর্গ ফলে নানাবিধ  
সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আজীবন ক্লেশভোগ করিতেছেন । কেহ,  
হয়ত, বিদেশে—বিদ্যা-শিক্ষার ব্যাপদেশে আত্মীয় গুরুজনের শাসন  
বহির্ভাগে—অবস্থান কালে সুদীর্ঘ জীবনের দুইচারি দণ্ডের অল্প  
অস্বাস্থ্যবিক এবং নীতিবিরুদ্ধ সুখে নিমগ্ন হইয়া, কর্তব্য-মার্গ হইতে



বিচ্যুত হইয়া যে রূপ সারা জীবন ক্রেশ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তদ্বশে নিরবে আমরা অশ্রুস্রুতি কর স্পর্শে মার্জনা করিয়া এই কয়েক ছত্র লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম ।

উপরোক্ত দেশবিখ্যাত ব্যবহারজীবীর উদ্দেশ্য,—প্রথমে,—কোন ক্রমেই নিন্দনীয় ছিল না সত্য । কিন্তু, সমাজের সেইরূপ মজল সাধনে যে পরিমাণ চরিত্রবল সঞ্চয় করতঃ কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করা তাঁহার কর্তব্য ছিল তাহা তাঁহার ছিল না । তিনি স্বীয় শক্তির অতিরিক্ত কার্য্য করিতে যাইয়াই স্বল্প অধঃপতিত হইয়াছিলেন ।

আত্মোন্নতি-প্রয়াসী সাধকের কিরূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করা কর্তব্য তাহার কোনও নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যাইতে পারে না । আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে,—সাহচর্য্যের ফল অনিবার্য্য,—ইহা স্বৰ্গ রাখিয়া, আপনার অপেক্ষা অধিক গুণশালী এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত সখ্যতাব স্থাপন করিলে নিজে বন্ধুর সাহচর্য্যে উপকৃত হইতে পারা যায় । আপনার অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট ও মন্দচরিত্র ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্বের ফলে সেই ব্যক্তির কথঞ্চিৎ উপকারের আশা থাকিলেও আপনার উন্নতির ভরসা নিতান্তই অল্প । কোন এক ব্যক্তি অদ্রিশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নস্থ অপর কোন এক ব্যক্তিকে তৎকরধৃত রজ্জু ধারণে স্বস্থানে উত্তোলন করা সমধিক কঠিন কার্য্য । কিন্তু নিম্নে অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে সেই রজ্জু আকর্ষণে সাহায্যকর্তাকে স্বস্থান চ্যুত করা—অধঃপতিত করা সহজসাধ্য সন্দেহ নাই । চরিত্রোন্নতি সাধন সম্বন্ধেও এই নিয়ম ।

উচ্চতম চরিত্রের সংশ্রবে মনুষ্যের চরিত্র কতদূর উন্নত হইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে

বেধিতে পাই। তিনি ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রামমোহন রায়ের সাহচর্যে স্বীয় চরিত্রোন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপরে—বহুবিধ সঙ্কুণ্ণে—তদীয় বন্ধুবর্গ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ধর্মজীবনে যেক্রপ, সাংসারিক কর্ম-ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যচরিত্রোন্নতি এবং অর্থোন্নতি সম্বন্ধেও সচ্চরিত্রসম্পন্ন বান্ধবের সাহচর্য্য তদ্রূপ উপকারী।

এক ব্যক্তির সহিত আর এক ব্যক্তির প্রকৃত বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইলে পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয় এবং আত্মায় আত্মা যেন মিলিত হইয়া যায়। পরস্পরের দোষ পরস্পর ক্ষমা করে না,—প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে তাহা বিধৌত হইয়া যায় মাত্র। পরস্পরের সুখদুঃখে পরস্পর সুখ দুঃখ অনুভব করে। অন্যোন্মত্ত উন্নতির জন্য,—মঙ্গল সাধনের জন্য, প্রীণনের জন্য ইত্যেতদেব চেষ্টিত হয়। পরস্পরের ভালমন্দগুণ পরস্পরে সংক্রমিত হয়। উন্নতগুণশালী বিশুদ্ধ মিত্রই, প্রকৃত কর্ম-ক্ষেত্রে, স্বীয় কর্মময় জীবনের রমণীয় আলোখ্য বান্ধব-হৃদয়ে প্রতিফলিত করিয়া, দুর্বলচিত্ত বন্ধুর স্তিমিতপ্রাণ আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সজ্জ্বলিত করিতে প্রকৃত পক্ষে সমর্থ। যখন বন্ধু সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়া স্তনবিহীন বস্ত্রে অগ্রবর্তী হইতে যায়, আত্মীয়স্বজনগণ একে একে নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া সাহায্য দানে পরাশ্রয় হয়, তখন তাঁহার প্রিয়তম বান্ধবই একমাত্র ভরসার স্থল হইয়া সাহসনা দানে সমর্থ। তাঁহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সেই বন্ধুই প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশগৌরব কৃতধী উমেশচন্দ্র দত্ত, তাঁহার বাল্য জীবনে জনৈক সতীর্থকে সংক্রামক বসন্তরোগে পীড়িত দেখিয়া, স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া, বন্ধুর বিক্রপ সেবা করিয়াছিলেন

তাহা পাঠ করিলে বিম্বিত হইতে হয়। পরীক্ষার সময়ে সমাগত, এদিকে প্রাণবদ্ধ রোগাক্রান্ত,—অস্তিত্ব শয্যায় শায়িত। আত্মীয়গণ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগী হইতে তাঁহাকে দূরে রাখিবার জন্য বধন নানাবিধ উপদেশ দান করিয়াও কোন ফল হইল না, তখন তাঁহারা উমেশচন্দ্রকে কুটীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। উমেশচন্দ্র মুক্ত হইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। যখন তাহাতেও কোন কলোদয় হইল না, তখন তিনি কুটীরের একাংশ ভগ্ন করিয়া ছিন্ন-পথে বহির্গত হইয়া—কঙ্করাসে—দ্রুতপদবিক্ষেপে মুমূর্ষু প্রাণ-বদ্ধর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইয়া বাহবেষ্টনে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণপ্রদ সাহসনা দান করিতে লাগিলেন। রোগী তাঁহার শত চেষ্টাতেও গমু্য হইতে পারিলেন না। কয়েক দিবস সেই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি ভোগ করিয়া বন্ধ যখন ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি স্বগৃহে আগমন করতঃ স্বয়ং জ্বর রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। পরে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া, জগদারাধ্যা জ্ঞানদার প্রিয়-সেবক উমেশচন্দ্র গৌরবের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইলেন। তখন এক মহতী সভায় তদীয় ইংরাজ-শিক্ষক তাঁহার বন্ধুত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মানসিক গুণসমষ্টির উন্নতি সম্বন্ধে এক জন অধ্যাপক, বিমল চরিত্র, ধৈর্য্য, শাস্ত ও উদার স্বভাব প্রভৃতি গুণসম্পন্ন বন্ধুর সঙ্গমে অপর ব্যক্তির মধ্যে সেই সকল গুণ,—অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষা, দীক্ষা, এবং উৎসাহ প্রভৃতি শিক্ষকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা গুণ-শালী বন্ধুর নিকট হইতে লাভ করিতে পারিলে সে সকল সমধিক

কৰ্মসম্পাদী, সমরোপযোগী এবং অধিকতর কার্যকর হয়। আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস ও তাহার পরিচর্যা, এবং বুদ্ধি ও বৃত্তিশক্তির সংবর্দ্ধনা, শিকার প্রতি অভিনিবেশ, এবং আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি গুণবাহি বিতুষিত ব্যক্তির বন্ধুত্ব কোন সাধক লাভ করিতে সমর্থ হইলে, এ সংসারে অর্থ, জ্ঞান, মহত্ব প্রভৃতি কিছুই তাঁহার পক্ষে দুর্লভ থাকিতে পারে না।

সংগুণসম্পন্ন বন্ধুর ন্যায়, অনেক সময় সংপৃক্তক শিক্ষিত মনুষ্যের পক্ষে বান্ধবের কার্য সম্পাদনে—প্রকৃত মানবমোপযোগী উৎকর্ষ দানে—সমর্থ। মানব-বন্ধু গৃহে আগমন করিলে তাঁহাকে যথা যোগ্য আসন প্রদানে সংবর্দ্ধনা করিতে হয়,—রসনার তৃপ্তিকর আহাৰ্য্য দানে পরিতৃপ্ত করিবার প্রয়োজন হয়। মানব-জ্ঞানদাতাকে অবদানে পরিতুষ্ট করিতে হয়। সময়ে সময়ে প্রের জিজ্ঞাসার কলে তিরস্কৃত হইতে হয়। কিন্তু, জ্ঞানগর্ভ-পুস্তক-বান্ধবের সৰ্ব্বদা সেরূপ কোনও আশঙ্কা নাই। ক্ষুদ্র কক্ষের ক্ষুদ্রতম একাংশে তাহাকে সমস্ত স্থান দান করিতে পারিলে—কীটদংশে হইতে তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই তৎপ্রতি কর্তব্যতা সম্পাদিত হইল দিবসে, বজ্রপাতে, দিনান্তে, নিশান্তে,—বাণ্য-বায়ু-প্ৰবাহন কালে। শীতে, গ্রীষ্মে, যখন ইচ্ছা সহপদেশের জন্ত পুস্তক-বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেই সে তাহার সহস্র দান করিবে। তাহার সহস্র সাধারণ শ্রেণীর বুদ্ধিমান ব্যক্তির উপদেশ অপেক্ষা উপকাৰী,—বহুশত শতাব্দীর বিশ্ব-বিজ্ঞানী মানব-প্রতিভার অবদান। যেখানে উপযোগী মনুষ্য-বন্ধুর অভাব ঘটে তথায় জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু, কুচরিত্র মানবের সংসর্গ যেক্রপ সর্বক্ষণ পরিতাজ্য, তদ্রূপ কুরুচি-সম্পন্ন গ্রন্থও যুবক-

পঞ্চের উন্নতির বাক্য সাংসারিক পরিপন্থী। একদা মহাপ্রভুস্বামী  
 কলকাতনগণকে গোপনে বুঝ ছাত্রগণের পুস্তকাকীর প্রেতি মতক  
 দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। অনেকে উপদেশ দান কালে বলিয়া থাকেন,  
 যে, বহুমূল্য রত্ন যদি নিতান্ত পুতিগন্ধময় অম্পৃক্ত পয়ঃ-প্রণালীর মধ্যে  
 পতিত থাকে, তাহাও সময়ে উঠাইয়া লওয়া কর্তব্য। কিন্তু, তাঁহারা  
 বিস্মৃত হইয়া থাকেন, যে, সেই স্থানে গমন করিবার কালেই সেই  
 পুতিগন্ধ নাসা-রন্ধে প্রবিষ্ট হইয়া রত্নাপেক্ষাও মূল্যবান দেহ, মন,  
 এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে পারে। গভীর তড়াগ  
 মধ্যে রত্ন নিপতিত হইলে, বহুকালের অভ্যাসের ফলে শিক্ষিত  
 “ডুবুরি” যেরূপ তাহা উদ্ধার করিবার উপযুক্ত, তদ্রূপ, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ  
 ব্যক্তিই অম্পৃক্ত ও দুর্গন্ধময় স্থান হইতে রত্ন উঠাইয়া অধিকারীর  
 হস্তে সেই রত্ন অর্পণের অধিকারী। আবার, তদ্রূপ,—নিতান্ত  
 প্রয়োজন হইলে,—কুরুচি-সম্পন্ন-পুস্তক হইতে রত্ন সদৃশ জ্ঞান  
 উদ্ধার করিয়া বহুদর্শী শিক্ষকই তাহা শিক্ষার্থী-যুবকের হস্তে প্রদানের  
 অধিকারী। সে বাহ্য হউক, আমাদের প্রার্থনা এই যে, সুধাপূর্ণ বারি  
 মধ্যে বিন্দুমাত্র কালকূট যেখানে মিশ্রিত আছে, এবং যে পুস্তকে  
 সহস্র ছত্র সংশিক্ষার মধ্যে দুই এক ছত্র কুরুচি মিশ্রিত শিক্ষা আছে,  
 তাহাদের নিকটে কোন মতেই অনভিজ্ঞ ছাত্রকে গমন করিতে  
 দেওয়া কর্তব্য নহে।

“সংসার সমরারঙ্গণে”—কবি গাহিয়াছেন,—“যুদ্ধ কর প্রাণপণে,  
 ভয়ে ভীত হইয়োনা মানব।” ইহা অনাবিল সত্য,—সত্যই এ সংসার  
 রণ-ক্ষেত্র। উন্নতি-প্রয়াসী সাধকবৃন্দের প্রত্যেকেই এক এক  
 জন সেনাপতি। কিন্তু, সংসার-রণক্ষেত্রে, সেই লাক্ষ্মী-প্রতীতির  
 পরিচায়িকা রুণ্ডিকার মত, যদিও, আশ্চর্যান্ব-মুখে ধুমতরঙ্গ-উৎক্লিষ্ট

এবং গোলা বর্ষিত হয় না ; পদাতি-সৈন্য, বিষং-কর-ধৃত-করবারি-স্পর্শে মুণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া কবকের মত উল্লম্বন করিতে করিতে ভরবারি সঞ্চালন করে না ; যদিও ছিন্নাঙ্গ তুরঙ্গের বিকটাক্রোশ, মুমূর্সু সেনার মর্ষ-দীর্ঘ কাতর-চীৎকারে এ রণক্ষেত্র বিকম্পিত হয় না ; অবিরল শোণিত-প্রবাহে রণাঙ্গণ কদমাস্ত হয় না ; তথাপি সংসার-কর্ম্ম-ক্ষেত্রও একটি রণ-ক্ষেত্র । এই রণ-ক্ষেত্রে উন্নতি-লাভে-দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ-সাধক-সৈন্যাদ্যক্ষ স্বীয় সামর্থ্য ও আয়োজনের পরিমাণ বুদ্ধি, বাধা-বিঘ্ন-বিপক্ষ-বলের বিক্রমাক্রমণ-কৌশল নন্দদর্পণে রাখিয়া, দ্বেষদৃষ্ট আত্মীয়বর্গের শত্রুতাচরণ পদ-দলিত করিয়া, দৃঢ়পদ-বিক্ষেপে,—বাধা-বিঘ্ন সাধনার বস্ত্রে সংরক্ষিত হইবার পূর্বেই,—হৃদয়ের বলপ্রকাশে—কর্ম্ম-কৌশলে সে সকল বিদূরিত করিয়া থাকেন । তিনি, প্রয়োজনানুসারে, মির্ভাক অন্তরে প্রতাহনিবহের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া থাকেন । অবিচলিত-ধৈর্য্য-সম্পন্ন উন্নতিকামী সাধক,—লক্ষ্য-পথে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক-দৃষ্টি ;—বিরোধী-ঘটনা-পুঞ্জের প্রতিরোধ-কল্পে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত । যে কার্য্য মানব-শক্তির দ্বারা সংসাধিত হওয়া সম্ভবপর তাহার সম্বন্ধে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে, তিনি একবারেই অসম্মত । কিন্তু, কার্য্যবশে, ধৈর্য্য ধারণ করিতে তিনি ধরণীর মত । সম্মুখে বিপদার্ণব লক্ষ্যনে,—ধীমান্ সাধক—অবাতঙ্ক মহিমমণ্ডিতাকিসদৃশ অক্ষুণ্ণ,—সংযতাত্মা,—কর্ত্তব্যাবধারণে সচেষ্ঠ । তন্ময় কর্ম্মময় জীবনের মূল-মন্ত্র,—কবি-প্রতিভার আবেগোচ্ছ্বাস—“কর যত্ন হবে জয়, জীবন অনিত্য নয় ।” দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ-সাধক পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন যে, তাঁহার লক্ষ্যের ব্যর্থ বহুবিধ প্রাকৃতিক দৃষ্টের মধ্য দিয়া বিসর্পিত । তদীয় লক্ষ্য-পথে—কোন স্থানে প্রান্তর আছে, তাহ

স্বাধীন-সম্মুল। সাধকের পুষ্টির প্রতি চাহিয়া দেখ—ভীষ্ম শরজাল-পূর্ণ ভূগীর বিজড়িত, গুহ-চাপ বায়-কর উদ্যত ; বায়েতর শরঙ্গগ্রাহে নিরোজিত। তৃণশস্যকণ্টকাচ্ছন্ন অরণ্য আছে—পথ তথায় নিত্য অগ্রেপশু, কোথাও বা বিলুপ্তপ্রায়। বন্য-নিরাশ্রয়োগবোগী অশ্বশুলে সজ্জিত বনেচর করেক দিবস পূর্বে তদ্বার্য উপকৃত হইয়া সহচর হইয়াছে। সাধক অরণ্যানী অতিক্রান্ত না হইলে তাহার গৃহে প্রত্যাগত হইতে কোন মতে স্বীকৃত নহে, কেহেতু সঙ্গে থাকিয়া তাহার এখনও সমধিক উপকৃত হইতেছে। সে অরণ্যের পার আছে সত্য, কিন্তু, সীমান্তে মরুভূমি,—মরীচিকাময়, নীরবিন্দুশূন্য মরুদ্যানশূন্য, সাধকের সঙ্গে সহচররুদ্ধে স্থলীতল বারিপূর্ণ ঝারি। কোন স্থানে গমন কালে দিবস অতীত হইয়াছে, অমা-নিশিথিনী সমাগতা, অন্ধকার-গুণ্ঠনে অবগুষ্ঠিতা, কবরী-বন্ধন শিথিল,—নক্ষত্র-মুক্ত-পরিশূন্য! তথায় তাঁহার বিজ্ঞান-বান্ধব বৈদ্যাতিক-বর্জিক। লইয়া তাঁহার সন্নিবিষ্ট প্রদর্শনে অগ্রসর।

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যুদ্ধ প্রায় দুই এক মাসে, কখন বা দুই এক বৎসরেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু, সংসারকণ্টিকায় উন্নতি-লাভে-দৃঢ়-সঙ্কল্প সাধকের বাধা-বিঘ্ন বিরোধী ঘটনা-পরম্পরায় সহিত রণাভিনয় আজীবন ব্যাপী। দূরদর্শী, রণ-বিজয়ে-স্থির-সঙ্কল্প সেনাপতির জ্ঞান যে বুদ্ধিমান সাধক শারীরিক ও মানসিক শক্তির ধীরে ধীরে সঙ্কল্প সাধনে, ও সেই শক্তি-প্রবাহিণীর উৎপত্তিস্থান—উৎস-মুখ নির্দিষ্ট রাখিতে এবং শক্তিবান্ধি বিন্দুমাত্র অপচিত না হইতে পারে সে জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারেন, তারপর, সেই শক্তি-সামর্থ্যের ক্রমশঃ প্রয়োগে বিরোধী ঘটনাক্রমকে স্বীয় লক্ষ্যপথ হইতে অপসারিত করিতে পারেন, তিনিই এ সংসার-রণাঙ্গণে

বিজয়ী হইবার অধিকারী। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত-যুদ্ধপ্রণালীতে বিজয়ী-পক্ষ যেক্ষেপে বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত প্রোক্ষণ-পরিষেটনে এবং পরিখা-খননে আপনাদের দেশ-সম্প্রদায় রক্ষার বিধান করিয়া, কতান্তরালে, — দেশ-বৈরীর ভবিষ্যৎ আক্রমণ পৰ্য্যন্ত করিবার ক্ষমতা কৃতান্ত থাকিয়া, — সুখে স্বদেশ মধ্যে কালবাণন করেন, — সেইরূপে — সংসার-সমরাজ্যে রণাভিনয়ে বিজয়ী — লজ্জালাতে কৃতার্থশূন্য সাধক অন্তরে অবিবেক-প্রসূতা মৃগচঞ্চলা মনোবৃত্তির অভ্যুত্থার, এবং, বাহিরে স্বজাতির, — অকারণ, — কেবল হিংসা-দেব-প্রসূত শত্রুতাচরণ ও বাধা-বিষ দমন করিতে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিয়া, সুখে স্বগৃহে কালবাণন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

তবে, কে বলিতে পারে, যে, আমরা সংসার সমরাজ্যে — প্রথম আক্রমণেই জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী হইতে পারিব? কে বলিতে পারে যে, অরিপক্ষের প্রথমাক্রমণেই আমরা তাহাদিগকে পরাভূত ও বিভাঙ্কিত করিতে পারিব? কে নিশ্চয়রূপে ভবিষ্যদ্বিত্তি করিতে পারে, যে, আমাদিগের যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক শক্তি-সংস্থতির একবারমাত্র প্রয়োগে আমরা বিজয়-মাল্য শিরে ধারণ করিতে পারিব, — কৃতার্থশূন্য হইয়া স্বগৃহে নিশ্চিন্ত মনে কালবাণন করিবার অধিকারী হইতে সমর্থ হইব? সমুদয় শক্তির একবারমাত্র প্রয়োগেও, — প্রকৃত আক্রমণ-সম্মুখেও, যদি পৰ্য্যন্ত হইতে হয়, তবে আর সাহায্যকারী সেনা কোথা হইতে আসিবে, অন্য শক্তিপ্রবাহিণী বা কোথায় মিলিবে? এরূপ প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া আমরা রণ-ক্ষেত্রে বাতী হইতে চাই, যে, হয় এই সংসার-রণ-ক্ষেত্রে জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী হইব, — সাধনার সিদ্ধিলাভ করিব, নতুনা, — দ্বিধা-শোণিতে সামনে সম্মুখ করিব; — অন্তঃকরণে বাধা-বিষাঙ্গির



হৃদয়-কৃষির-শ্রোতে ডুবিয়া ডুবিয়া—সাধনার ক্ষেত্র কর্দমাক্ত করিয়া, অবশেষে, মৃত্যুকে সাদরে বরণ করিয়া লইব । তবেই সেই সাধনার মৃত্যুর পরিবর্তে অমৃত মিলিবে, অমরতা লাভ হইবে । যদি, প্রথমেই,—সাধন-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে না করিতেই—মৃত্যু হইল, তবে সে মৃত্যুর সাধকতা কোথায় ? ফেরন্তনৌ হইতে বন্যবরাহ পর্য্যন্ত আহারাবেষণে দিবারাত্র ফিরিতেছে, আপনাপন সন্তানদিগকে ক্ষুধার সময় আহারদান করিতেছে ! মনুষ্যও আহার অবেষণে ফিরিতেছে, আপনাপন সন্তানগণকে অন্নদান করিতেছে । তবে পশু ও মানবে প্রভেদ কোথায় ? মানুষ যে সকল গুণে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ ত্বাহাই মনুষ্যত্ব ! সেই মনুষ্যত্ব,—তোমাকে, তোমাদের এই ভারতের মানবাখ্যাধারী প্রত্যেক জীবকে,—লাভ করিতে হইবে,—নিশ্চয় ! যদি তোমরা সভ্য-জগতের এক পার্শ্বে স্থান গ্রহণের জন্ত অভিলাষী হইয়া থাক—তবে,—যদি তাহাদিগের সমক্ষে মানুষ বলিয়া,—আর্য্য-বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতে চাও,—তবে । তেজোময় সহস্রাংগ বেক্রপ ধরাভল হইতে রসগ্রহণ করিয়া,—সৃষ্টি সংরক্ষণের জন্ত—আবার তাহার সহস্রাংগে সহস্রগুণে প্রতিদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ, আমাদের পুণ্য-প্রতাপ রাজ-চক্রবর্তী পঞ্চম জর্জ, ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট হইতে রসগ্রহণ করিয়া বহিঃশক্তি হইতে, এবং, দেশাভ্যন্তরে দম্ভাত্তরের উপদ্রব হইতে আমাদের ধন-ধান্য মান-ঐশ্বর্য রক্ষা করিয়া—শান্তির সমীরণ প্রবাহিত করিয়া,—সহস্রগুণে তাহার প্রতিদান করিতেছেন । দুই, তিন, শতাব্দীর মধ্যে ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জ একরূপ শান্তি-সন্তোষ করে নাই,—উন্নতি লাভের একরূপ অবসর লাভ করিতে পারে নাই ।

## জীবন-সংগ্রামের জয়যুক্ত হইব ।

যেই জন্ত রমিতেছি, সেই প্রাচীন ভারতের আত্মত্যাগের যজ্ঞস্থল  
সমস্ত একত্রে আর অসম্ভব নীচে, কেরল সাধন-সাপেক্ষ !

যদি সংসার-রণ-ক্ষেত্রে প্রথম বিরোধে সমুদ্র শক্তি প্রয়োগ  
করিয়া, অকৃতকার্য্যতাকে মাত্র সম্বল করিয়া, তূর্ণ সাধন-ক্ষেত্র ছাড়িয়া,  
প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া বেড়াইতে হইল, তবে সেই প্রাণের মূল্য  
কি ? কে জানে কতবার আক্রান্ত হইয়া, — অরিপক্ষের কুট-চক্রে  
বিপ্রলব্ধ হইয়া, — কতবারই হৃদাস্ত আক্রমণে বাধা-বিঘ্ন পর্য্যুদিত  
করিয়া, তবে আমরা জীবন-সংগ্রামে জয়যুক্ত হইব ? যখন সাধনার  
ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছি, তখন সাধনাই করিব । যখন জীবন-  
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন, ক্রমে, ক্রমে, — শক্তির প্রয়োগ  
করিব ; — একবার, দুইবার, দশবার আক্রমণ করিব ; — বিশবার,  
যদি প্রয়োজন হয়, — বিরোধী ঘটনা-সমূহের — প্রত্যাঘবিচ্ছিন্নের  
প্রতিঘাত অবিকম্পিত হৃদয়ে সহ্য করিব, তথাপি সাধনার ক্ষেত্র  
পরিত্যাগ করিব না । আমাদের সেই ত্রিকালদর্শী পুণ্ড্রচেতা আৰ্য্য  
ঋষিগণের সাধনায় সিদ্ধি-বিশিষ্টা, কতশত আৰ্য্যরাজচক্রবর্তীর  
রাজ হুয় যজ্ঞাগ্নিতে পরিশুদ্ধা, এবং, কত অসংখ্য নির্বিকলিত অশ্বমেধ-  
যজ্ঞধূমপটে বীৰ্য্যপ্রদা এই ভারতভূমে আমরা সাধনার ক্ষেত্র সং-  
স্থাপিত করিয়া লইয়াছি । ঋষি মুখ-বিনির্গত সেই পবিত্র বাক্য, —  
“যাহার যেরূপ ভাবনা তাহার তদ্রূপ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে,” —  
যেন ভারতের যোগাশ্রমসমূহ হইতে এখনও ধ্বনিত হইতেছে !  
বৃহন্নন্দ পবন-সঞ্চালনে ভারতের ঘরে ঘরে; সেই মহাবাক্যের  
প্রতিধ্বনি যেন এখনও মুখরিত হইতেছে ! যেরূপ ভাবনায়  
সিদ্ধিলাভ হয়, আমরা, — সেইরূপ ভাবনা ভাবিব, — সাধনায় সিদ্ধি  
লাভ করিব । ঋষিগণই আদেশ করিয়াছেন, — প্রথমে সংযম, তৎপরে

ভাবনা, তারপর সাধনা, অবশেষে সিদ্ধি । অগ্রে শক্তির সঞ্চার, তারপর শক্তির প্রয়োগ । লক্ষ্য সাধিতে হইবে, প্রথম আক্রমণে শক্তির প্রয়োগমাত্রেই যেন শক্তিসংস্ফুট নিঃশেষ না হয়, শক্তির উৎসমূল যেন নিশ্চতাহ থাকে । একবার, দুইবার আক্রমণ করিয়া, পাঁচবার আক্রান্ত হইয়া, এমন কি দশবার পর্য্যদন্ত হইয়াও, — যদি আবশ্যক হয়, তবে কি শতবার আক্রমণ করিব ? হাঁ, শতবারই আক্রমণ করিব, — জ্বারের পথে থাকিয়া, বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, — নিশ্চয়ই আমরা জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিব । ইহাই আমাদের প্রতিজ্ঞা !

কর্মসম্পন্ন সংসর্গে, — সময়ে সময়ে, — সংসারে সাধনার ক্ষেত্র যখন ধুমপুঞ্জে আবৃত হইয়া যায়, কর্তব্য-নির্ণয় কঠিন হইয়া পড়ে, — কখন বা দুর্ভিক্ষ বাধা-বিঘ্নে কর্ম-ক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়, পুত্র-কলত্র, ও, মিত্র এবং আত্মীয় স্বজনের আর্ন্তনাদে সাধকের যখন বুদ্ধিব্রংশ হইবার উপক্রম হয়, — তখন, ভগবানের উপাসনার ফলে, — তাঁহারই করুণা-কণা, সেই ঘোরাকাকারের মধ্য দিয়া আমাদেরই কর্তব্য-মার্গ নির্দেশ করিয়া দেয় । কখন বা বিজয় — গৌরবে মন যখন অহঙ্কারমতে বিভ্রান্ত হইয়া উন্নাত-শখর হইতে পতনোগুণ্ঠ হয়, তখন, ভগবানের উপাসনার ফলে, তাঁহার করুণার বারিধারা করিয়া আমাদের মত্ত প্রাণ শিথিল করে, অজ্ঞানাজ্ঞান বিধৌত করিয়া দৃষ্টি-শক্তিকে অসন্নতা দান করে । যখন আনন্ধ্য সাধনার সরণিতে চলিতে চলিতে, — প্রান্ত-কণ্ঠেবরে ক্লান্ত মন, — শক্তি হারাটয়া বসিয়া পড়ি, তখন ভগবানেরই করুণা শান্তি-সায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া, দেহের শান্তি, মনের ক্লান্তি — দূর করিয়া, জনরায় কর্তব্য-মার্গ অনুসরণ করিবার উপযোগী সামর্থ্য আমাদেরই দান করে ।

কেবল সাংসারিক উন্নতি বিধারক কৰ্ম-সাধনা ;—নীতিসঙ্গত হইলেও,  
— নিরস। সেই সাধনার মধ্যে, নিত্য, — ত্রিসন্ধ্যা, — ভক্তনার অভ্যাস  
থাকিলে, — সেই নিরস সাধনা সরস হইয়া — সংসারসমরাজ্যে  
বিজয়ক্ষু কৰ্মবীরের হৃদয়ে — বিশ্ববিজয়িনী শক্তির অনবশ্য উৎস  
উজ্জলিত করে, — দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধক তখন সংসার-রণাঙ্গণে অজয়  
হইয়া উঠে !

দুরতিক্রমণীয় বাধা-বিঘ্ন-সন্দর্শনে, — সাধকের মনে পড়ে, —  
তঁাহারই শরণ নহিবার কথা ! পতিতের সখা, কান্দাল-শবণ, বিপদ-  
বারণ, বিপদ-সাগরে একমাত্র কাণ্ডারী, যাহাব মঙ্গলময় অনুশাসনে  
চঞ্চলোন্মী ভীষণ গর্জনে অগ্রসর হইয়াও সাগর-সৈকতের মর্যাদা  
অতিক্রম করিতে পারে না। যাহার আদেশে সৌর-জগতে, —  
না জানি কত শত গ্রহ নক্ষত্র, অনুক্ষণ মণ্ডলাকারে প্রত্যেকের  
নির্দিষ্ট কক্ষ-পথে পরিভ্রমণ করিতেছে, — কিঞ্চিৎমাত্র কক্ষচ্যুত  
হইতেছে না, — পরস্পরের বয়েষী বাত্মী হইয়াও কেহ কাহাবও  
গতিরোধ করিতেছে না, তিনিই বিপদার্ভ সাধককে তদীয় লক্ষ্য-  
পথে পরিচালিত করিতেছেন। বাধা-বিঘ্ন-বিপদবাশি, উন্নতি-পথে, —  
সাধকের শক্তিবর্দ্ধনের জন্য, — তাঁহারই আদেশে, — প্রেরিত  
হইয়া থাকে। তদীয় সৃষ্টি-রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশে, ক্ষুদ্রতর জীব  
মানবের রাজ্যে শৃঙ্খলা আছে, পরিশ্রমের প্রতিদান আছে, সাধনার  
পুরস্কার আছে। আর কে বলিতেছে ন্যায়াধীশ ভগবানের ন্যূতি-  
রাজ্যে শৃঙ্খলা নাই ? পরিশ্রমের প্রতিদান নাই ? সাধনার  
পুরস্কার নাই ? যে এক বলে তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা-ভূমোদর্শন  
অধঃপাতে ষাউক। সাধক। আমাদের সহিত দৃঢ়ত্বের বল, — দূর হও  
ক্ষুদ্র-হৃদয় নিরাশাবাদী নাস্তিক ! কস্ম-ক্ষেত্রে, — সংসার-রণ-ক্ষেত্রে

যাত্রী আমরা । যাত্রা-কালে আমাদের সম্মুখে আসিও না । হে দেব দেব জগৎপতে ! আমাদের শরীরে বল দেও, হৃদয়ে সাধনোপ-যোগিনী শক্তি দান কর । সংসার-কর্ম-ক্ষেত্রে লক্ষ্যের বস্ত্রে বাধা-বিঘ্ন সন্দর্শনে—অবিশ্বাসের তিরঙ্কারিণী যেন আমাদের নবভাব-সম্পন্ন নবীনা নর্ম্মসহচরী ভগবদ্বক্তৃতিকে গুপ্তিতা করিতে না পারে,— সংসার-রণ-ভূমে রণসমুত্তমে তোমাকে যেন বিশ্বস্ত না হয়, এই বরদান কর প্রভো ! মধুসূদন ! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক !

---

সমাপ্ত ।



Printed and published by Hrishikesh  
Chakraverty, at the Nag Printing  
Works, Boitakkhana Road.  
29, Calcutta.











